

ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ—କଟିଙ୍ଗାଚାଚ' କଲେଜ ଗ୍ରାଣ୍ଟନ ଛାତ୍ର ପରିଷଦ

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ খণ্ডমহল

\_\_\_\_\_

ব্যবস্থাপনায়—দীপেন ভট্ট, শিবিলা [redacted] [redacted], আরও [redacted] বহু,  
আশাতোষ বহু, অনিত্য [redacted]

মঞ্চ-সহযোগিতায়—বাজেন বহু মল্লিক, মণি চট্টোপাধ্যায়

## চবিত্র

## পরিচয়

রূপাশ্বনে

কুবেব মল্লিক      সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ী      বীবেন পাল

অনন্তেশ্বর      কুবেরের বন্ধু, জ্যোতিষী      সুশীল মুখোপাধ্যায়

শঙ্কর                      অনন্তেশবেব ভাগ্নে                      অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

অজয়                      এম, এ, ক্লাসের ছাত্র                      সমীৰ চট্টোপাধ্যায়

ষড়গোপাল গণেশ টিউটোরিয়াল হোম-এব  
প্রতিষ্ঠাতা। প্রিয়তোষ মথোপাধ্যায়

সমীক্ষক                      ঐ ছাত্র                      অমর বন্দ্যোপাধ্যায়

সনাতন      সনাতন ধর্ম প্রবাহিনী সভাব সম্পাদক      ধীবেন বসু

ভীমার্জুন      মারুতি বায়াম শিল্পাশ্রমেব ডিবেষ্টয়      বিমান গুপ্ত

বামাচরণ      মাধবীৰ বাবা      সুধাংশু গাঙ্গুলি

বাখাল                      বেমেব মাঠেব জুয়াড়ী                      নলিনী ঘোষাল

নরেশ            বিনি সেনেব গ্রামসম্পর্কেব দাদা  
উদাস্ত যবক            অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

গজানন      কুবେবেব ভৃত্য      দেব কুমାର ভট্টাচার্য

জন্মস্থান      কুবেবেব ভাগ্নী      আভা দাশ

বিনি সেন      নাচেব টিচার      সুনন্দা মিশ্র

অলকানন্দা অ্যালাকান মিউজিক হলেব প্রিন্সিপাল বাণী দে

মাধবী গণেশ টিউটোরিয়াল হোম-এর ছাত্রী পূরবী মুখোপাধ্যায়  
সঙ্গীত-শে—মীবা মিত্র, সুমিত্রা ঘোষ, উষা সেনগুপ্ত

সহযোগিতায়—ভূপেন শীল      নৃত্য-পরিচালনায়—শক্তি নাগ

# অ ক স্মা ৭



অশীল মুখোপাধ্যায়

এস. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

১-সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রকাশক : প্রভাসচন্দ্র সরকার  
এস, সি. সরকার অ্যান্ড সন্স ( প্রাঃ ) লিঃ  
১-সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১  
মে ১৯৬৪

দাম : দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

মুদ্রক : প্রবেশচন্দ্র ভাণ্ড্যার  
মুদ্রণ ভাৰতী ( প্রাঃ ) লিঃ  
২, বামনাথ বিশ্বাস পেন, কলিকাতা-৯

ଓ଼ସର୍ଗ

—ଦିଦି'କେ—

এই নাটকের

দৃশ্য—

কুবের মল্লিকের শোয়ার ঘর

ড্রয়িং রুম

জয়ন্তীর ঘর

গণেশ টিউটোরিয়াল হোম-এর অফিস ঘর

অনন্তেশ্বরের জ্যোতিষ-গণনার চেন্দাব

রিনি সেনের বাসা বাড়ী

স্থান—

কলিকাতা

কাল—

বর্তমান ।

## নিবেদন

আমার লেখা অগ্নাত নাটকের মত ‘অকস্মাৎ’ও স্ক্রিপ্টচার্ট কলেজ প্রাক্তন ছাত্র-পরিষদের বার্ষিক নাটোৎসবেব দ্রুত লেখা। মূল নাটকটি লেখা হয় ১৯৬৩ এপ্রিলে। সেটি বর্তমান সংশোধিত রূপ নেয় নভেম্বরে। অভিনয়েব তারিখ ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪ বড়মহলে। গাৰা অভিনয় কৰেছেন এবং গাৰা অভিনয় কৰতে সাহায্য কৰেছেন তাঁদেব সকলের নাম লেগা বইলো এই নাটকেব গোড়াতে।

নাটকটীকে মঞ্চোপযোগী কৰাব জন্তে মূল্যবান পৰামৰ্শ পেয়েছি আমাব নাট্য-উৎসাহী বন্ধু ও ছাত্রদেব কাছে। বিশেষ কৰে নাম কৰতে হয় শ্রীসৌমেন মুখোপাধ্যায়েব। স্নেহান্বিত ছাত্র শ্রীবিজিত মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীঅমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাবীতি আমায় সাহায্য কৰেছেন। এঁদেব ও অগ্নাত বন্ধুদেব কথা স্মৰণ কৰছি নাটক প্রকাশেব সময়। আমাব সকল নাটকে পাদপ্রদীপেব আলোব সামনে তুলে ধৰাব পেছনে যে অক্লান্তকৰ্মী বন্ধুটি বয়েছেন এই স্বৰ্ঘোগে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাৰ্থি। তিনি হেছেন পৰিষদেব যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীদীপেন ভঞ্জন।

‘অকস্মাৎ’ মূলতঃ হাসিৰ নাটক। কিন্তু হাসি-ই এব শেষ বা একমাত্র কথা নয়। এতে কিছু বৰ্তমান সমাজ-চিত্ৰেব আভাস আছে—এবং সেটা দেওয়াব চেষ্টা কৰা হয়েছে ব্যঙ্গ-কৌতুক, হাসি-অশ্রব মাধ্যমে। বাইবেব হাসিৰ পেছনে যে কোথাও কোথাও কান্নাও লুকোনো থাকে তার ইঙ্গিত আছে এই নাটকে। অভিনয়েব সময় চবিত্তগুলিৰ বৈশিষ্ট্যেব প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সৌখীন নাট্য-

সম্প্রদায়গুলি অসুবিধা বোধ করলে 'মাধবী'-কে বাদ দিয়েও অভিনয় করতে পারেন। তাতে নাটকের মূলরসের হানি হবে না।

পরিশেষে স্মরণ করি সদাহাস্তময় অমরদা'কে—মানে, সাহিত্যজগতে সুপরিচিত শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে। তাঁরই মধ্যস্থতায় এস. সি. সরকার এণ্ড সন্স-এর সভাপতি শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সরকার 'অকস্মাৎ' প্রকাশে উৎসাহী হয়ে আমার ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। শ্রীসরকার স্কটিশচার্জ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। সুতরাং লেখক ও প্রকাশকের সম্পর্কটা এখানে মধুর বন্ধুত্বের।

দোলযাত্রা, ১৩৭০  
( ২৮শে মার্চ ১৯৬৪ )  
মাতৃ-মন্দির  
৮৫২ ফার্ণ রোড, কলিকাতা-১৯।

শুশীল মুখোপাধ্যায়

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

কুবের মল্লিকেব শোয়ার ঘর ।

[ কুবেরের বয়স ৪৫।৪৬ । বড় কালো, ভারী চেহারা। চিটে গুড়, খালি খলে, শিশি বোতল আর বিঁড়িব পাতার ব্যবসা করে। প্রথম জীবনের দাবিদ্র্যকে জয় করিয়া সে এখন অবস্থাপন্ন। কিন্তু তাহার টাকা হইলেও চাল বদলায় নাই। বাহির হইতে বোঝাব উপায় নাই যে এখন তাহার যথেষ্ট টাকা। ব্যবসা ছাড়া সে এক জ্যোতিষী বন্ধুব পবামর্শে লটারী টিকিট কেনে আর প্রায়ই জেতে। তাহার হাতে ২৩টি মাদ্রো। কুবের অবিবাহিত। সংসাবে একটি ভায়া—জয়ন্তী। কুবেরই তাহাকে ছোট হইতে মাগুব কবিয়াছে। জয়ন্তী এম, এ, পড়ে। মামা-ভায়াব মধ্যে একটা সহজ স্নেহের সম্পর্ক।

কুবেরেব শোয়ার ঘরের দুটা দবজা। মাঝে একটা জানালা। জানালাটিতে কোন গ্রীল বা গগাদ নাই। জানালাটা খোলা। রাত তিনটা।

পদ্মা উঠিলে দেখা গেল কুবের খাটে শুইয়া ছটফট করিতেছে। সাবাবাত তাহার খুম হয় নাই। মাঝে মাঝে মশা মারার চেষ্টা করিতেছে। শেষে বিবর্ত হইয়া সে উঠিয়া পড়ে। ঘরের স্তিমিত বাতিটা নিভাওয়া দিয়া জোর আলো জালায়। ]

কুবের। ( চোখ রগড়াইতে বগড়াতে উঠিয়া বসিয়া ) অসম্ভব ! মাথার ভেতর যত রাজ্যের ভাবনা আর পায়ের ওপর যত রাজ্যের মশা ! এতে কী ঘুম হয় ! তার ওপর এ...এ...এ...উ ! ( প্রকাণ্ড একটা ঢেঁকুর ) কাল রাত্তিরের ঐ প্রচণ্ড খাওয়া ! ( আবার ঢেঁকুর )...ধুন্তোর !



(বিছানা হইতে নামে) ঘুম যখন হবেই না...(ঘড়ি দেখিয়া) তিনটে! কিছু কাজ সেরে রাখা যাক। (দেওয়ালের দিকে টেবিলে গিয়া বসে) চিটে গুড়ের চালান গুলো মিলিয়ে রাখি! (ভাবিয়া) না! তার চেয়ে চটের খলের হিসেবটা—(আবার ভাবিয়া) না! আগে শ্রামলালের পাঠানো টাকাটা গুণে তুলে ফেলি! (টেবিলের ডায়ারের ভিতর হইতে নোটের তাড়া বাহির করে) বিড়ির পাতার নতুন এজেন্সী নিয়েছে...(নোট গুণিতে আরম্ভ করিতেই আবার একটা ঢেকুর)... এ...এ...উ! না! জ্বালালে! জল খাওয়া যাক।

(উঠিয়া ঘরের কোণে রাখা একটা কুঁজো হইতে জল গড়াইতে গিয়া সেটাকে ফেলিয়া দেয়। সেই শব্দে পাশের ঘরে জয়ন্তী'র ঘুম ভাঙিয়া যায়। মামাব ঘরে চোর ঢুকিয়াছে ভাবিয়া সে চোঁচাইয়া ওঠে)

জয়ন্তী। (পাশের ঘর হইতে) চোর! চোব! মামা চোব!

কুবের। (ঐ সঙ্গে সঙ্গে) চোব। চোর। (খেয়াল হইতে) চোর?...কোথা?

(জয়ন্তী ততক্ষণে উঠিয়া কুবেরের দরজায় ঘা দিতেছে)

জয়ন্তী। মামা! মামা! দরজা খোলো। চোর।

(কুবের হাতের থ্রাস রাখিয়া দরজা খুলিতে যায়। থাক্কা খায় টেবিলে। সামলাইতে গিয়া ফেলিয়া দেয় টেবিলের উপর রাখা নোটের তাড়া। নোটগুলি এদিক ওদিকে ছড়াইয়া পড়ে—সঙ্গে কিছু কাগজপত্রও। সেগুলি তুলিতে যাইবে এমন সময়)

জয়ন্তী। ( সজোরে দরজায় ধাক্কা দিয়া ) কী হলো মামা ! দরজা খোলো !

( চীৎকারে উঠিয়া পড়িয়াছে ভৃত্য গজানন । সে ধাক্কা দেয় আর একটা দরজায় )

গজানন। বাবু ! বাবু ! দরজা খুলুন ।...চোব...আমি এসে গেছি !  
( কুবের আগে জয়ন্তী'ব দিকে'ব দরজা আর তাহার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আব একটা দরজা খুলিয়া দেয় । প্রবেশ কবে একদিক দিয়া জয়ন্তী আর একদিক দিয়া গজানন । জয়ন্তী'ব বয়স ১৯।২০ । দেখিতে সুন্দরী, হামিখুসী । চটপট কথা বলে । গজানন ফাঁদ্রল ধবণে'ব চাকর । বয়স ২২।২৩ । গজাননে'ব হাতে একটা ঝুলঝাড়া )

জয়ন্তী। মামা । তোমাব ঘরে চোব ঢুকেছে ' ( গজাননের হাতে ঝুলঝাড়া দেখিয়া ) এই গজা ! তোর হাতে ওটা কী ? ( গজানন চোর খুঁজিতে শুরু করিয়াছে )

কুবেব । ওটা ত' একটা ঝুলঝাড়া দেখছি ।

গজা । ( এদিক ওদিক খুঁজিতে খুঁজিতে ) হাতে'ব কাছে এটাকে পেলুম ।...এটা দিবেই ব্যাটাকে ঝেড়ে দেব !

জয়ন্তী । ( কাহাকেও না দেখিয়া ) পালিয়ে গেল না কি, মামা ?... হঁ । ষা ভেবেছি তাই । ( খোলা জানালা'ব দিকে দেখাইয়া ) ঐ ত ! অমন পালাবার রাস্তা রয়েছে । তোমায় কতদিন বলেছি, 'মামা জানলাটা বন্ধ কবে শুয়ো !' তা' আমাব কথা ত' শুনবে না । এখন হোলো ত' ?

কুবেব । তোরা কী পাগল হলি না কী, জয়ন্তী ? চোর কোথা ?

গজা । ( ভাক্কা কুঁজো আর গডানো জল দেখাইয়া ) এই ত' । এই

দেখুন দিদিমণি, চোর ব্যাটা মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে, জলটল খেয়ে, কুঁজোটা ভেঙে সটকান দিয়েছে !

জয়ন্তী। ( দেখিয়া ) তাই ত' ! এত জল এলো কোথা থেকে ?

( গদা ততক্ষণে কুবেরের খাটের ওপাশে গিয়া তাহার তলায় ঢুকিয়াছে। খাটের উপরের চাদরটা ছিল খানিকটা সামনের দিকে ঝোলানো। কুবের সেখানে দাঁড়াইয়া। গজানন খাটের তলা হইতে তাহার পা ধরিয়াছে। ভাবে চোর ধরিয়াছি। সেখান হইতেই চোঁচায় )—

গজা। বাবু ! ধরেছি !

কুবের। ( ল্যাংচাইতে ল্যাংচাইতে ) ওরে বাটা ছাড় ! ছাড় ! ছেড়ে দে !

গজা। ( খাটের নীচে হইতেই ) ছেড়ে দেব ! দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি ! ( ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া ১০০ টাকার নোট দেখায় ) এই যে একখানা এক শ' টাকার নোট !

কুবের। ( পা ধরা অবস্থায় ) ওরে ছাড় ! পড়ে যাবো !

গজা। ( বাহির হইয়া দেখে বাবু ! ) ওঃ ! বাবু আপনি !

কুবের। বেরো ! বেরো ! দূর হ !

গজা। আচ্ছা ! এবার ফক্ষে গেল ! পরের বার দেখে নেব ! ( বাইতে বাইতে ফিরিয়া আসিয়া নুলঝাড়টা নেয় ) এটা সঙ্গে থাকা ভাল ! মনে একটা জোর পাওয়া যায় !

( গজা চলিয়া যায়। জয়ন্তী ছড়ানো জিনিষপত্র ঠিক করিতে করিতে বলে )

জয়ন্তী। মামা ! তুমি বুঝি জল খেতে গিছিলে ?

কুবের। কী করি বল ? সারারাত ত ঘুম নেই !

জয়ন্তী। মামা, রাত্রে তোমাব ঘুম হয় না ?

কুবের। না।...আব কাল ত' একেবাবেই হয় নি—

জয়ন্তী। কাল আর কী কবে ঘুম হবে বল ? ( হাসিতে থাকে ,

কুবের। কেন ?

জয়ন্তী। অত বাত্রে অতখানি মাংস খায় ?...তাব ওপব বাবডী—।

কুবের। ( হাসিতে হাসিতে ) ঐ অনন্তটাব সঙ্গে খেতে বসলেই বেশী খাওয়া হয়। অন্তেটা এখনও বেশ টানতে পাবে। কালিভক্ত ত'। মা'মা করে মাংস যা টানে—। ওব দেখাদেখি আমিও চালিয়ে যাই।

জয়ন্তী। ( হাসিতে হাসিতে ) তাতে যদি বাত্রে ঘুম না হয় সেও ভাল।

কুবের। আচ্ছা সে না হয় কাল বাত্রেব কথা, হোলো। কিন্তু অগ্র দিন ?

জয়ন্তী। অগ্র দিন কী হয় ?

কুবের। ঘুম হয় না।

জয়ন্তী। আমাব কিন্তু মামা ঠিক উণ্টো। শুলুম কী ব্যস—

কুবের। তোব ত' আব কোনো ভাবনা চিন্তা নেই তাই শুনি আব ঘুমোলি। আমাব মাথায় যত গাজেব ভাবনা।

জয়ন্তী। তুমি আব হাসিও না মামা। তোমাব ভাবনাটা কী, অবশ্য বলতে পাব আমি তোমাব একটা ভাবনা,—

কুবের। আবে না না। তোব জগ্গে ভাবনা কী ?

জয়ন্তী। তা হলে ত' তোমাব কোনে' ভাবনাই নেও। লোকে বলে বিয়ে কবলে ভাবনা শুরু হয়। আব ভাবনা হয় টাকা না থাকলে। তা তুমি বিয়েও কলে না, আব টাকাবও তোমাব অভাব নেই। তবে তোমার ভাবনাটা কী ?

কুবের। যাক গে, ও সব কথা এখন থাক। (ঘড়ি দেখিয়া) এখনও চারটে বাজে নি। যা, আরও খানিকটা ঘুমিয়ে নিগে যা—

জয়ন্তী। (জানালা দিয়া বাহিরে আকাশের দিকে দেখিয়া) না মামা, ভোর হয়ে আসছে...আর শোবো না! তার চেয়ে চল না লেকে একটু বেড়িয়ে আসবে! যাবে মামা?

কুবের। (ভাবিয়া) দেখ জয়ন্তী, সকাল বেলায় লেকে গেলেই আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়—

জয়ন্তী। মামা, তোমার সবই অদ্ভুত! ভোরের মিষ্টি হাওয়া... শিশির ভেজা সবুজ ঘাস...ওপরে খোলা নীল আকাশ...নীচে কাঁচের মত জলে নীলসবুজের ছায়া...আমার মন ত' আনন্দে নেচে ওঠে!

কুবের। তুই ছেলেমানুষ, ঐ সব দেখিস। তাই তোর আনন্দ হয়! আমি দেখি অগ্নি জ্বিনিস!

জয়ন্তী। কী দেখ?

কুবের। আমি দেখি যারা সেখানে সকালে বেড়াতে যায় তাদের। মত বুড়োর দল! পায়ে মোজা, মাথায় টুপি, গলায় জড়ানো কম্ফটার! হাতে লাঠি, চোখে পুরু চশমা, গলাবন্ধ কোট...সব যুক্তিমান পেনসন! অশ্বলের জালা, বাতের বেদনা, প্রেসারের চাপে, আর না হয় ত' নাতি-নাতি-নাতিদের ভোগের কান্নায় অস্তিত্ব হয়ে রাত থাকতেই বেবিয়ে পড়েছে!...ওদেব দেখলেই মনে হয় যে আমিও বুঝি দলে ভিড়ে গেলুম!

জয়ন্তী। সে কী?

কুবের। হ্যারে! মনে হয় নদীটা বুঝি বুকে বসি বসি করছে... হাটটা বোধ হয় একটু বেতাল। গাজছে...গাঁটের কাছটা যেন টনটন করে উঠলো—

জয়ন্তী। তা' হলে গিয়ে কাজ নেই মামা—! কী বল?

কুবের। চল, তোর যখন ইচ্ছে হয়েছে যাই।

জয়ন্তী। যাবে ?

কুবের। একদিন গেলে কিছু হবে না। বরং ফেরাব সময় অনন্তেশ্বরের চেয়ারটা ঘুরে আসা যাবে। হাতটা একবার দেখিয়ে আসি। মুখের জলটা ভোব রাস্তিবে পড়ে গেল। লক্ষণ ভাল বলে মনে হচ্ছে না ! একবার অনন্তর সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

জয়ন্তী। সেই ভাল। তুমি তৈরী হয়ে নাও। আমি এখনই আসছি—  
( জয়ন্তী নিজের ঘরের দিকে যায় )

## দ্বিতীয় দৃশ্য

কুবেরের বৈঠকখানা। সকাল সাতটা।

[ কুবেরের বন্ধু অনন্তেশ্বর কুবেরের জগে অপেক্ষা করিতেছে। তাহার হাতে একটি পাঞ্জি। অনন্তেশ্বর জ্যোতিষ চর্চা করে। দেখিতে সুপুরুষ। পবণে সিঁকেব না গরদেল একটি পাঞ্জাবী। কপালে সিঁড়িবেব ঠোঁটা। হাতে কয়েকটি পাখব বসানো আংটি। অল্প দাড়ি আছে। সব মিলিয়ে চেহারাটা Professional ও Amateur Palmist এৰ মাঝামাঝি। ভিতব হইতে প্রবেশ করে গজানন ]

গজা। বাবু আপনার আপনাব খাতা গিয়ে বসে নেই ত' ?

অনন্ত। ( পাঞ্জি বাখিয়া ) সে কী ?

গজা। ই্যা। বেরোবার সময় বাবু বলে গেছেন যে আপনার চেঞ্জে যাবেন।

অনন্ত। আমার চেঞ্জে ?

গজা। ঐ যে আপনি যেখানে বসে হাত দেখেন, কুঠী মেলান—

অনন্ত। ( হানিষা ) আমার চেয়ারে।

গজা। আমি কী অত শক্ত ইংবিজী বলতে পারি ? ( একটু পরে ) মামাবাবু !

অনন্ত । ( আবার পাঁজি তুলিয়া দেখিতে দেখিতে ) কী ?

গজা । আপনি কতলোকের হাত দেখে কত কী বলে দেন !  
আমার হাতটা দেখার জন্তে কতদিন ধরে আপনাকে বলছি ! আজ ত  
এখন বাড়ীতে কেউ নেই...এই বেলা ( হাত বাড়ায় )

অনন্ত । ( হাসিয়া ) আচ্ছা দেখি ! ( হাত ধরিয়া ) কী দেখতে  
হবে বল ! কত টাকা হবে ? না কতদিন পরমায়ু ? না কবে  
বিয়ে হবে ?

( অনন্তর শেষকথায় গজানন হাসিতে থাকে )

ওঃ ! বুঝেছি !

( হাত দেখিয়া—গম্ভীর ভাবে )

গজানন !

গজা । ( ভয় পাইয়া ) কী বাবু ? কী দেখছেন ?

অনন্ত । ( হাত দেখিতে দেখিতে ) এ যে দেখছি একজোড়া বউ  
তোর ঘরে আসবে—

গজা । কী যে বলেন মামাবাবু ! বাবুর একটাও এলো না...আর  
আমার দুটো !

অনন্ত । হঁ । ( হাত ছাড়িয়া দেয় )

গজা । ( ভাবিয়া ) একটার পর একটা ? না দুটো একসঙ্গে ?

অনন্ত । দুটো একসঙ্গে ।

গজা । পব পব হলে হোতো না ?

অনন্ত । তা কী করে হবে ? হাতে যা লেখা থাকবে তাই হবে—

গজা । ( ভাবিয়া ) তাহলে তাই হোক । আমি দুজনকেই  
সমান সমান 'ইয়ে' করবো—

অনন্ত । কী করে করবে ?

গজা । কেন ?...বেশী বেশী ছুটি নিয়ে ঘর যাবো—

অনন্ত । কিন্তু তাব আগে যে শ্রীঘব যেতে হবে—

গজা । না না ‘জী-ঘর’ আমি কেন যাবো ? আমার বাড়িতেই বৌ থাকবে । শ্বশুরবাড়ি কেন যাব ?

অনন্ত । সবকাবী শ্বশুরবাড়ি । শ্রীঘব । জীঘব নয় । জেল । জেলে যেতে হবে—

গজা । কেন ?

অনন্ত । একসঙ্গে দুটো বিয়ে করাও জন্তে—

গজা । সে কী ?

অনন্ত । আইন ।

গজা । এ কেমন আইন ? চুরি কবলুম না । ডাকাতি কবলুম না ।  
কবাব মধ্যে কবলুম দুটো বিয়ে—সেটা দোষের হয়ে গেল । আচ্ছা  
মামাবাবু, আপনি ত’ দেপেছেন কত বড় বড় মেয়ে...সব ভাল ভাল মেয়ে,  
বাস্তা দিয়ে যাচ্ছে । কপালে সিঁদুর নেই । বিয়ে হয় নি । কেন হয় নি ?  
ভাল পাত্তবেব টানাটানি বলেই ত’ । তা একন আমাব মত একজন  
ভাল পাণ্ডব যদি দুজনব ভাব নেয়—

অনন্ত । তাহলে এই টানাটানিব বাজাবে একসঙ্গে দুটা মেয়ে  
পাব হয়ে যায় ।

গজা । তবে ?...এব জন্তে প্রাইজ না দিয়ে, জেল ?

অনন্ত । তাই ত সবকাবী ব্যবস্থা—

গজা । তা হলে আপনি একটা কেটে দিন—

অনন্ত । আমি কাটবো কী কবে ?

গজা । সে আপনাবা পাবেন । আপনাবা লাগাতেও পাবেন, কাটাতেও  
পাবেন । একটা স্বস্ত্যন টস্ত্যন কবে একটা বৌকে আপনি কেটে দিন ।

( প্রবেশ করে জয়ন্তী ও কুবের । কুবেরব হাতে খববেব কাগজ )  
এই ত’ বাবু এসে গেছেন—



( গজানন চলিয়া যায় । কুবের হাতের খবরের কাগজখানি  
জয়ন্তীকে দিয়া অনন্তর সঙ্গে আলাপ সুরু করে )

অনন্ত । কী হে কুবের, সকালে হিসেবের কাগজ নিয়ে না বসে তুমি  
গেছ লেকে বেড়াতে !—ব্যাপারটা কী ?

কুবের । ( হাসিয়া ) এই দেখ না, জয়ন্তীর পাল্লায় পড়ে—

অনন্ত । উহ ! কী রকম ঘেন মনে হচ্ছে !...কুবের সাবধান !

( জয়ন্তী এতক্ষণ কাগজ পড়িতেছিল । হঠাৎ চোঁচাইয়া উঠে )

জয়ন্তী । মামা !!!

কুবের । কী রে ?

জয়ন্তী । ( কাগজে চোখ রাখিয়াই সজোরে ) মামা, আবার !!!

কুবের । আবার কী ?

জয়ন্তী । লটারী !...বারবাটি ব্যাফল !...সাড়ে সাতাশ হাজার ।

Second Prize ! এই দেখ ।

কুবের । কই দেখি—

( কাগজ লইতে যায় । অনন্ত আগে টানিয়া লয় )

অনন্ত । ( দেখিয়া ) হব যে । ( কুবেরকে ) কী ? বিশ্বাস হোলো ?

জয়ন্তী । অন্তমামা, তুমি বুঝি আগেই বলেছিলে ?

অনন্ত । বলি নি ।...এ ত জানা কথা ! বৃহস্পতি যদি বর্কটরাশিস্থ  
হয়, আর শনি যদি অষ্টমস্থ হয়ে কুন্ত রাশি গত হন, তাহা হলে সৌভাগ্য  
অনিশ্চিত । তার ওপরে কেদ্রকোনপতিও বৃহস্পতির থাকায়, কুবেব  
তোমার ত রাজযোগ ! কেন না—

“কিং কুর্কস্তু গ্রহাঃ সর্বে কেন্দ্রী যন্ত বৃহস্পতিঃ ।”

কুবের । কিন্তু এ কী বিপদ বল ত' অনন্ত ?

অনন্ত । ( বিস্মিত ) বিপদ ! লটারী পেয়ে উন্টোপান্টা কথা কইছ

বে ! সম্পদ বল—

কুবের। সম্পদই ত বিপদ!

অনন্ত। বা বাবা! সব গুলিয়ে যাচ্ছে। জয়ন্তী, শীগ্গির চা—

জয়ন্তী। এতবড় খবরের পর, অক্সামা, শুধু চা! রাজভোগ!

( জয়ন্তী হাসিতে হাসিতে ভিতরে যায় )

অনন্ত। মাঝে মাঝে এমন এক একটা কথা তুমি বল কুবের!  
বললে কি না 'সম্পদই বিপদ' "

কুবের। ( ঘাড় নাড়িয়া ) হঁ। টাকা না থাকলেও যেমন বিপদ,  
টাকা বেশী হলেও তাই—

অনন্ত। বেশী হলে কমিয়ে ফেলতে কতক্ষণ? যেমন পাচ্চ তেমনি  
খরচ কর।

কুবের। পারি না। অভ্যেস নেই। চিরকাল সাধারণ চালে  
চলবাব পব বড়লোক-ই চাল যে আসে না—

অনন্ত। তা'হলে মোটা মোটা চ্যারিটি কব! কাগজে নাম ছাপা  
হোক--

কুবের। কাগজে নাম। ওরে বাবা! যেই লোকে জানবে যে  
কুবেব মল্লিক চ্যারিটি কবছে অমনি সব ব্যাটা এসে চাঁদার খাতা নিয়ে  
তাড়া করবে।

অনন্ত। তা'হলে ফুত্তি কবে টাকা ফুঁকে দাও! তোমার বুদ্ধিমত্তি  
যে রকম তুঙ্গী তাতে রেসের ঘোড়া ধরলে ঘবে আরও টাকা আসবে।  
তার চেয়ে টাকা ওড়াবার বাকী যে ছোটো রাস্তা আছে—

কুবের। সে রাস্তা যে চিনি না—

অনন্ত। তার জন্তে ভাবনা কী? আমার চেয়ারে ও লাইনের  
আচ্ছা আচ্ছা লোক আসে। বল ত' পাঠিয়ে দি—

কুবের। না না, ঠাট্টার কথা নয়, অস্ত। ক'দিন থেকেই ভাবছি —

অনন্ত। কী ভাবছ?

কুবের। ভাবছি আমি একলা লোক ! আমার নিজের জন্তে কত টাকার আর দরকার ? আর ঐ ত' একটা ভাগ্নী...তোমার ভাগ্নে শঙ্করের সঙ্গে ওর বিষেটা দিতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত ! ( হাসিয়া ) তোমার ভগ্নীপতি আর কত টাকাতেই বা ঘা দেবে ? আজকের ষে সাড়ে সাতাশ পাওয়া গেল তার সবটাই না হয় খরচা হোক ! তার বেশী ত নয়...

( প্রবেশ করে জয়ন্তী । হাতে মিষ্টির থালা )

জয়ন্তী। মোটেই বেশী নয় । মাত্র দুটো করে রাজভোগ ! ( ওদের সামনে ধরে )

অনন্ত। ( হাসিতে হাসিতে ) চারটে করে দিলেও না বলতুম না !... তবে—( মুখে দিতে দিতে ) এক কাপ চা চাই মা—

জয়ন্তী। নিশ্চয়ই !

( জয়ন্তী ভিতরে যায় )

অনন্ত। বড় ভাল মেয়ে এই জয়ন্তী—

কুবের। কিন্তু কী বরাত দেখ ' ছোট বেলাতেই বাপ-মা হারিয়ে বসে আছে—

অনন্ত। তুমি অবশ্য সে অভাব কোনোদিন ওকে বুঝতে দাও নি । নিজের মেয়ের মতন করেই আদর যত্নে মানুষ কর—

কুবের। এখন শঙ্করের হাতে ওকে তুলে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হই--

অনন্ত। তা ত' হও । কিন্তু তার পর তোমার অবস্থা—?

কুবের। একেবাবে একলা—! কিন্তু তাই বলে ত' ওকে বিয়ে না দিয়ে ঘরে বসিয়ে রাখতে পারি না ।

অনন্ত। তাই ত' বলছিলাম--

কুবের। কী ?

অনন্ত। একটা বিয়ে করে ফেল ।

কুবের। এঁা! বিয়ে।

অনন্ত। একেবারে আঁকে উঠলে যে!—যেন ভূত দেখেছ।

কুবেব। দেখেছিই ত'।...বৃদ্ধশ্রু তরুণী...

অনন্ত। (শেষ করিতে না দিয়া) তরুণী না হয় প্রবীনাই হোক।  
অভাব ত' নেই।

(প্রবেশ কবে গজানন। হাতে টেলিগ্রাম)

গজা। টেলিগ্রাম এসেছে...

(কুবেবকে দেয়। কুবের পড়ে)

অনন্ত। কাব টেলিগ্রাম?

কুবেব। বাবগাটা ব্যাফল! (গজাননকে) ঠিক আছে। (গজানন  
ঘাইতেছিল। কুবেব হাসে) ওবে গজা শোন। (গজানন ফেবে। কুবের  
পকেট হততে টাকা বাহিব কবিয়া তাহাকে দিয়া বলে) এইনে...এই  
টাকাটা পিওনকে দিগে যা—

(গজানন টাকা লইয়া চলিয়া যায়)

অনন্ত। যাক, পাকা খবরটা যখন এসে গেল তখন আব দ্বিধা  
কোবো না। আমি ববধ Ladies' Special এব দিকে একটু নজব  
বাখতে আবস্ত কবি—

কুবেব। সেখানে কী?

অনন্ত। (হাসিয়া) Variety পাওয়া যায়...সেখানে নবীনাও আছে  
প্রবীনাও আছে। একটু দেখে শুনে select কবতে পাবলে ..

কুবের। তুমি ক্ষেপেছ অন্ত। যখন বিয়েব বয়স ছিল তখন অবস্থা  
ছিল না। যখন অবস্থা ফিরলো তখন বয়েস পেবিয়গে গেছে—

অনন্ত। আবে, আজকাল ৪৫ কী একটা বয়েস না কি?...তুমি

(প্রবেশ করে জয়ন্তী—চা হাতে)

মন ঠিক করে ফেল, কুবেব। আমি ব্যবস্থা দেখছি—

জয়ন্তী। ( চা দিতে দিতে ) কিসের অস্ত্র মামা ?

অনন্ত। বলছি। ঠিকুজীটা একবার বের কর ত' কুবের—

কুবের। কী হবে ?

অনন্ত। একবার দেখবো। ( কুবের বাহির করিয়া দেয়। সেটা দেখিয়া ) ( গভীরভাবে ) কুবের !

কুবের। কী ?

অনন্ত। হ' একদিনের মধ্যে এমন কী হয়েছে যে তুমি হাতবাড়িয়ে কিছু নিতে গেছ আর সেটা পড়ে গেছে—তুমি নিতে পারনি ?

( কুবের মনে করিতে পারে না। জয়ন্তী বলে )

জয়ন্তী। মামা ! কাল ভোররাত্রে জল পড়ে গেল...তুমি খেতে গেছলে !

অনন্ত। জল !...মুখের জল পড়ে গেল শনিবাব শেষরাত্রে !

কুবের। ( ভয় পাইয়া ) হ্যা। গেল—

অনন্ত। ( ঠিকুজী দেখিতে দেখিতে ) কুবের সাবধান !

কুবের। সে কী ?

অনন্ত। মুখের জল পড়ে যাওয়া অলক্ষণ ! জলেব আর এক নাম জীবন জান ত' ?

কুবের। ( ভীত ) তা' হলে ?

অনন্ত। একটা উপায় অবশ্য আছে দেখতে পাচ্ছি...

কুবের। সেটা কী ?

অনন্ত। তোমার ভাগ্যের সঙ্গে আর একজনের ভাগ্যকে জড়াতে হবে ! ঠিকুজীতে সেই কথাই বলছে।

কুবের। বল কী ?

অনন্ত। হ'।...হাতটা একবার দেখি। ( কুবের হাত দেয়, দেখিয়া )...হ'...এইত দেখা দিয়েছে...

কুবের। কী দেখা দিয়েছে ?

অনন্ত। বেথা। এতদিন ত' এ রেখাটি দেখা যায় নি।

জয়ন্তী। কিসেব বেথা অঙ্কমামা ?

অনন্ত। ( হাসিয়া ) তোমাব মামী আসার—

জয়ন্তী। মামী।

অনন্ত। হ্যাঁ এই দেখ না। ( জয়ন্তী দেখাব চেষ্টা কবে ) .এই যে...এই যে বেথা ডান পাশ দিয়ে সোজা ওপব দিবে উঠে তর্জনীতে এসে ঠেকেছে ..

জয়ন্তী। ( দেখিয়া ) ওঃ। ( তাডাতাড়ি নিজেব হাতে সেই বেথাটি দেখাব একবার চেষ্টা কাবয়া ) এইটে বুঝি বিয়েব লাহন ?

( সকলে হাসিয়া উঠে )

## তৃতীয় দৃশ্য

কুবেবেব বৈঠকখানা। পবেব দিন সকাল আটটা।

[ কুবেবেব সাক্ষাৎপ্রার্থী কয়েকজন অপেক্ষা কবিতেছে। সনাতন হাতী। সনাতন ধর্ম প্রবাহিনী সভাব সম্পাদক। বয়স ৬০। বোগা, লম্বা, গলায় কণ্ঠি, কপালে তিলক। কানে কম শোনে। ষড়্‌গোপাল সিংহ। বিটায়াড' হেডমাষ্টাব। গণেশ টিউংটাবিয়ল হোম খুলিয়াছে। বয়স ৬৫। মোটা বেঁটে। সন্দিব ধাত। আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত। মাঝে মাঝে নস্ত লইয়া অপরিচ্ছন্ন একটি ক্রমালে নাক মো.ছ। কখনও বা inhaler টানে। ভীমাজ্জুন বাগ। শবীব চর্চা কবে। মারুতি ব্যায়াম শিল্পাশ্রমের পবিচালক। বঙ ফর্সা। মাঝাবি গডন, বয়স ২৮। তোতলা। সিঙ্কা মুসলমান প্যাটার্ণের দাড়ি। গলায় ঝোলানো জলেব ফ্ল্যাস্ক। পবনে গলা পযন্ত টাইট গেঞ্জী। প্যান্ট। কঙ্জিতে চামডাব ব্যাণ্ড। মাঝে মাঝে একটি শিশি হইতে ভিটামিন ট্যাবলেট খায়। অলকানন্দা চৌধুরী।

Alakan Music Hall এর প্রিন্সিপ্যাল। বয়স ৩৫ আন্দাজ। ভারী চেহারা। প্রসাধনে আধুনিক। কথাবার্তায় কোনো জড়তা নাই।

সনাতনের কানে কম শোনা, যত্নের হাঁচি ও ভীমের তোতলামি বিভিন্ন দৃশ্যে অভিনয়ে প্রকাশ করিতে হইবে।

কুবেরের আসিতে দেবী হওয়ায় সকলেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। সনাতন চেয়ারে উবু হইয়া বসিয়া ঘন ঘন বিঁড়ি টানিতেছে। যতগোপাল কাগজের পাতা উন্টাইতেছে ও মাঝে মাঝে নশ্র টানিতেছে। ভীমার্জুন অস্থির ভাবে পায়চারী করিতেছে ও মাঝে মাঝে নিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে ও অত্ৰকে দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে। বিশেষ করিয়া অলকানন্দাকে। অলকানন্দাতাহার Music Hall এর Annual Report এর পাতায় লাল নীল পেন্সিলের দাগ দিতেছে। কিছুক্ষণ পরে—]

সনাতন। (বিঁড়িতে শেষ টান দিয়া পায়ে চাপিয়া আগুন নিভাইয়া) কপাল! মশাই, কপাল! যতদিন চাকরী করেছি ফী বছর রেঞ্জার্স কিনেছি ...কিন্তু কই? আর দেখুন কুবের মল্লিকের বরাত...

ষড়। (নশ্র লইয়া নাক মুছিতে মুছিতে) জলেই জল বাধে মশাই! যাকে বলে তেলা মাথায় তেল ঢালা! যুদ্ধের বাজারে এক বিঁড়ির পাতা supply করেই লাল। চিটে গুড় আর শিশি বোতলের কথা বাড়ই দিন! টাকা উঠলো তার ঘরে।

সনা। আর আপনি আমি তার ঘরে এসে ঘুর ঘুর করছি।

ভীম। (পায়চারী করিতেছিল। ভাবিল তাহাকেই বলা হইতেছে) ঘুর ঘুর করি নি, ঘুরছি! শরীর চর্চা করি। এক জায়গায় বসে থাকা গুস্তাদের বারণ। আপনিও গুরুন, নইলে বাতে ধরবে।

সনা। অনেক দিন আগেই ধরেছে—

ভীম। ব্যায়াম করুন। আমার লেখা ব্যায়াম-শ্রী পড়েছেন?

সনা। (বা কানে হাত দিয়া) ব্যায়াম-শ্রী!

ভীম। (চট্টিয়াছে। চট্টিয়া গেলে বেশী তোতলায়) কানে কম শোনেন ?

সনা। সামান্য।

ভীম। ব্যায়াম-শ্রী নয়। ব্যায়াম—

( 'শ্রী' বলাব আগেই কথা আটকাইয়া যায়। সেই সময় যত্ন হাঁচে )

যহ। ( ভীম 'ব্যায়াম' অবধি বলিয়াছে সেই সময় ) হ্যাঁছে।।...  
( এবং তাহাব পবেই )—শ্রী।

ভীম। বিক্রী। ( অলকানন্দাকে ) সবে আসুন। Infection !  
( যত্ন হাঁচিব শব্দে অলকানন্দাব হাতের পেন্সিল ছিটকাইয়া পড়ে।  
ভীম সেটা তুলিয়া দিয়া অলকানন্দাকে সন্দিয়া আসিতে বলে। অলকা  
নাকে কমাল দিয়া সবিয়া আসে।

অলকা। যা বলেছেন। ঝাঙ্কে হাঁচতে দেখলে আমাব...  
হ্যাঁছে। ( অলকা হাচে )

ভীম। আপনাদেব দেখছি কাকব স্বাস্থ্যই ভাল না।

( ট্যাবলেট মুখে দেয় )

অলকা। ওটা কী খেলেন ? চকোলেট না কি ?

ভীম। চকোলেট নয়—ট্যাবলেট, ভিটামিন সি। নিন ( অলকাকে  
দেয় ) খেয়ে ফেলুন... ( অলকা মুখে দিল ) ( সনাতনকে ) আপনাব বাত।  
( যত্নকে ) আপনাব সন্দিব ধাত। ( অলকাকে ) আপনাব চট কবে  
ইনফেকশন লাগে... অর্থাৎ তেতবট, দুর্বল আসবেন মাকর্ভি ব্যায়াম-  
শিল্পাশ্রমে—আমি সেখানেও ডিবেক্টাব। ভীমাজ্জুন বা। ( আটকাইয়া  
যায় ) বা . বাগ্.

যত্ন। হ্যাঁছে। ...ভীমাজ্জুন বাগ্.

ভীম। আশ্বে।...আগনি ?

যত্ন। যত্নগোপাল সিংহ। বিটায়ুড হেডমাষ্টাব। ( সনাতনকে ) আগনি ?



সনা। সনাতন হাতী। (অলকা হো-হো করিয়া হাসে)  
(অলকাকে হাসিতে দেখিয়া) এতে হাসির কী আছে?...আপনার  
নাম জানতে পারি?

অলকা (মুহূর্ত্তে) অলকানন্দা চৌধুরী।

(পরস্পরের মধ্যে নমস্কার বিনিময় হয়)

সনা। নমস্কার। কিন্তু আপনি হাসছিলেন কেন?

অলকা। সনাতন হাতী " (আরও হাসে)

(প্রবেশ করে গজানন)

গজা। আপনাদের একটু বসতে হবে। বাবুর দেরী আছে—

যহু। কতক্ষণ?

গজা। এই ত' সবে চোখ বজলো—

ভীম। সকাল বেলায় ঘুম ' স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব খারাপ '

গজা। বাবু ঘুমোচ্ছে কে বলে?

ভীম। তুমিই ত' বলে বাবু এই চোখ বজলো।

গজা। চোখ বজলেই কী লোকে ঘুমোয়?

অলকা। (মিষ্টিমুখে) তোমার বাব বুঝি পূজোষ বসেছেন?

গজা। (ভীমকে) ঐ শুভ্রন ' কী রকম সাফ বজ্জি—

সনা। তোমার বাবুর তা'হলে ধর্মে মনি আছে। যাক, নিশ্চিন্ত  
হওয়া গেল! শুধু হাতে ফিরতে হবে না—

তিনজনে। (একসঙ্গে সনাতনকে) আপনারও টান্দা।

সনা। তা না হলে এই সকাল বেলায় বড় লোকের দণ্ডায়  
কি করতে?

যহু। ই্যাচ্ছে! (যহুগোপাল ঈচে।)

ভীম। (সঙ্গে সঙ্গে অলকাকে) সরে আসুন ' Infection!

অলকা। (বিরক্তভাবে) সিংহী মশাই, হাঁচিটা দয়া করে বাড়ীতে

সেরে আসতে পারেন নি? একটা শুভকাজে এসে... (শেষকরার আগেই) 'হ্যাঁছে'। (নাকে কমাণ দিতে দিতে) আমি আগেই বলেছি হাঁচি দেখলেই আমাব . হ্যাঁছে।

( প্রবেশ করে কুবের )

কুবের। দুর্গা। দুর্গা। ঘরে ঢুকতেই বাবা পড়লো। (সকলে দাঁড়ায়) বহ্নন, আপনাবা বহ্নন—

সনা। আজ্ঞে, আপনি না বসলে আমবা—

কুবের। (অলকাকে দেখাইয়া) কিন্তু, উনি না বসলে আমি

অলক। (কৃতার্থ) আমি বসছি আপনি বহ্নন।

(তজনেই বসে)

কুবের। কিন্তু আপনাদেব ত' ঠিক

সনা। চিনতে পাবছেন না।...আমবা কিন্তু পাবছি...

যত। (সহাস্ত্রে) কাগজে নাম, ঠিকানা ক'ত পেলেন—সবই ত' ছেপে দিয়েছে

ভীম। (নিজেকে দেখাইয়া) আমাবে চিনতে নিশ্চয়ই অহবিধে হব নি। এই সেদিনও আমাব ছ...চ ছবি কাগজে বেবিয়েছে...

Physical culturist ..বেলেং . টাইটেল পেযোছ—

কুবের। এই বকম বিশ্রী চেহাবাথ—

ভীম। (চটিয়াছ) বর্জ্য চেহাবা। (দেখায়) যাব আপনার কাছে যখন একটা কাছে এগতি কিছু বলবো না এখন .

কুবের। আপন বা কী একই সঙ্গে ?

সনা। আজ্ঞে না। আমাদেব উদ্দেশ্য এব, কিন্তু পথ ভিন্ন।

কুবের। দয়া কবে একটু সুবিধে বলুন

সনা। দেখুন, আমাব ধর্মের পথ।

যহু। আমার কর্মের পথ।

ভীম। আমার কর্মের পথ।

অলকা। আমার পথ কর্মের—

কুবের। তা'হলে আমার ঘর্মের ১০০ (সকলে বিস্মিত)—মানে বুঝতে ঘেমে উঠেছি! (টেলিফোন বাজে। ঘাম মুছিতে মুছিতে ধরিয়) হ্যালো!...হ্যাঁ, বলছি।...সবকার মশাই? হ্যাঁ, তিনখানা নৌকো জগন্নাথ ঘাট থেকে...বি'ডি'ব পাতা যাবে। টাকা?...হ্যাঁ শ্রামলাল কাল পার্টনা থেকে পাঠিয়েছে!...অন্যকথা পবে হবে। নমস্কার—(রিসিভার রাখিয়া দেয়)।...হ্যাঁ, এইবার বলুন।...একটু সোজা করে বলুন—

সনা। আনি সনাতন হাতী...সনাতন ধর্ম প্রবাহিনী সভার Founder Secretary!...দেশটা অবর্মের পথে কী ববম দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন! এতে ধ্বংস অনিবার্য। আপনি জানেন যে সব মহাপুরুষই বলে গেছেন যে ভারতের পথ ধর্মের পথ! তাই সনাতনধর্মপ্রবাহিনী সভার পক্ষ থেকে আপনার কাছে—

(খাতা বাঁহব করে)

কুবের। বুঝেছি। (যত্নে) আপনার?

যহু। (ইচির পর নাক মুছিয়া) যত্নগোপাল সিংহ...বিটাগাড হেডমাস্টার। এখন গণেশ টিউটোরিয়াল হোমের Sole Proprietor!...স্কুল থেকে পর্য্যটনে বিটাগাব করিয়ে দিলে—অথচ ঠিক এঃ সময়টিতেই আমার জ্ঞান, বিজ্ঞা, বুদ্ধি পরিপূর্ণতায় এসে পৌঁছেছে। তাই ভাবলুম জ্ঞানের এই ভাণ্ডার নিয়ে (ইচ্ছা) বসে থাকা উচিত হবে না। আমি knowledge hoard করতে চাই না, তার black-market ও করতে চাই না। স্বল্পমূল্যে distribute করতে চাই...আমার tutorial home এর মাধ্যমে...গণেশ টিউটোরিয়াল হোম

কুবের। সরস্বতী tutorial home নয়?...



যহ। (হাসিয়া) না। গণেশ ফাষ্ট...সিদ্ধি আগে! সবস্বভী  
next—অর্থাৎ, বিত্তা পবে। পড়াশোনা হোক বা না হোক পবীক্ষায়  
পাশ চাই। ..তাই গণেশকেই ধবেছি—

কুবেব। আপনি পাববেন টিউটোরিয়ল হোগ চালাতে—

যহ। (হাসিয়া) লম্বোদবেব একটি মূর্তি কুমোবটুলী থেকে  
আনিয়ে হোমে স্থাপনা কবেছি ছাত্রছাত্রীদের বোদ্ধ সেটিকে প্রণাম  
কবতে হয়। ছাত্রছাত্রীদের পবীক্ষায় পাশ কবাবো—এই কর্মই আমি  
বেছে নিয়েছি। কর্মেব মধ্য দিয়েই আমাব...ই্যাচ্ছে। ...আমার  
সাধনাকে সফল কবতে সাহায্য ককুন—

কবেব। সোজা বা'লায় আপনাদেব দুজনেবই চাই চাঁদা—

সনা। চাঁদা বন্দে জিনিয়টা তোট কবা হব, মলিক মশাই।  
আমাব চাই আপনাব patronage। আপনি একজন ধর্মপ্রাণ—

যহ। কৃতবিত্ত, বিদ্যোৎসাহী—

কুবেব। কস্মিন কালে নব

যহ। এ আপনাবই উপযুক্ত কণ। 'বিত্তা দদাতি বিনয়ং'—বিত্তা  
বিনয় দান কবে।

কুবেব। শুনেছি। দেবিনি। (ভীমঃব) এবাব আপনাবটা শুনি—

ভীম। (ফ্লাস্ক হইতে জল অন কবিয়া) আগেই বলেছি আমাব  
পথ কর্মেব—অর্থাৎ বডি কর্ম কব', যাকে বলে body-building—তাই  
আমাব উদ্দেশ্য। উনি বর্মেব কথা বলেন, উনি কর্মের কথা  
শোনানেন। কিন্তু শবীব স্বস্থ না হলে ন পক্ষ্য ন কক্ষ্য। শবীবমাগ্নম্  
থলু ধক্ষ্যসাবনম্ (সজোবে টেবিলে ঘুসী—ঘুসী নাগে সনাতনেব হাতে।  
সনাতন 'উঃ'। কবিয়া লাফাইয়া ওয়ে। অলকা দুবে ছটকাইয়া পড়ে।  
যহ হাচিয়া কেলে। ভীম বলিয়া চলে)

ভীম। জানেন ত' স্বামীজি বাঙালীর ছেলেদের বলেছিলেন 'ওবে !

আগে ভাল করে ফুটবল খেল তারপর গীতা পড়বি!’...আগে শরীর ! দেখছেন না বাঙালীর ছেলেগুলো কী রকম ল্যাকপ্যাক করছে ! যেন সব মেয়েমানুষ ! দেখেছেন ওদের চুল ! মাথার মধ্যে কতগুলো lane, by-lane ! আর সামনে একটা headlight ! দেখেছেন ওদের চিস্তির-বিচিস্তির জামা ! ভেবে দেখুন এইসব ছেলেদের লড়াইয়ে যেতে হবে...হাতুড়ী পিটতে হবে...ইঞ্জিন চালাতে হবে। কী করে পাববে ? চাই শরীর চর্চা ! তাই মারুতি ব্যায়ামশিল্পাশ্রমের তরফ থেকে এসেছি আমি ভীমাজুর্ন বাগ্—

অলকা। ( কুবেরকে মিষ্টি স্বরে ) এবার আমি কিছু বলি—

কুবের। বলবেন ? ( ভাবিয়া ) আচ্ছা দাডান। জয়ন্তীকে ডাকি—

অলকা। জয়ন্তী কে ?

কুবের। আমার ভাগ্নী।

অলকা। সে কী করবে ?

কুবের। আপনার কথা শুনবে। মেয়েদের কথা আমি ঠিক বুঝি না, কিনা ! জয়ন্তী। ( ভিতর থেকে জয়ন্তী সাড়া দেয় )

জয়ন্তী। ( নেপথ্যে ) যাই মামা—

অলকা। ( হাসিয়া ) বুঝতে পারেন যাতে তেমনি করেই আমি বলতুম। আমি অলকানন্দ। চৌধুরী...Principal, Alakan Music Hall.

( প্রবেশ করে জয়ন্তী )

( জয়ন্তীকে দেখিয়া ) জয়ন্তী ?.....আপনার ভাগ্নী ?

( নমস্কার বিনিময় )

( খানিকক্ষণ ভাল করিয়া দেখিয়া )—চমৎকার !

জয়ন্তী। ( বিস্মিত ) কী ?

অলকা। তোমার figure ! এই রকম figure হলেই তবে ভরতনাট্যম্ শেখা উচিত। ভরতনাট্যম্ শিখেছ ?

জয়ন্তী। না, ওটা এখনও শেখা হয় নি—

অলকা। আর একবার '...আর একবার বল ত'—

জয়ন্তী। কী বলবো আর একবার ?

(অলকা কান পাতিয়া শোনে)

অলকা। ব্যস ' হয়েছে ' আর বলতে হবে না।

কুবের। কী হোলো ?

অলকা। 'Voice test ' অপূর্ব কণ্ঠস্বর আপনার ভায়ীর ' তুমি কোন স্কুলে গান শিখছ, জয়ন্তী ?

জয়ন্তী। কোথাও না।

অলকা। আশ্চর্য্য ! কুবেরবাবু, আপনি জয়ন্তীর এতবড় সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিচ্ছেন। কালই ওকে পাঠিয়ে দিন Alakan Music Hall এ ! ট্রেনিং যত তাড়াতাড়ি শুরু হয় ততই ভাল। বড়ই দুঃখের কথা আপনি জয়ন্তীকে এখনও...

কুবের। মন্দের পথ দেখাই নি।

জয়ন্তী। মন্দের পথ কী মামা ?

কুবের। (অলকাকে) আপনার মর্ষ্য কথা বলুন—

অলকা। দেখুন কুবেরবাবু, পশু, কশ্ম, ফর্ম ও সব কিছুই নয়। আসল হচ্ছে মর্ষ্য। মর্ষ্যস্থান ঠিক না। একলে কিছুতেই কিছু হবে না। ঘড়ির ভেতরের কল যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে বাইরে সে যতই ঝকঝক করুক, সে চলবে না। ঘড়িকে চালু রাখতে গেলে কী করতে হয় ?

(জয়ন্তীর দিকে চায়)

জয়ন্তী। নিয়মিত অয়েল করতে হয়।

অলকা। ঠিক !...তেমনি মন ঘড়িকে 'অয়েল' করা দরকার।

যহু। মন-ঘড়ি ! ৩৬ বছর মাষ্টারী করেছি এমন উপমা কখনও শুনি নি—

অলকা। আপনি থামবেন কী ?

ভীম। (অলকাকে) বেশ বলছিলেন আপনি। বলুন—

অলকা। ধন্যবাদ। বলছিলুম মনঘড়িকে ‘অয়েল’ কবা দরকার।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে সে ‘অয়েল’ কী?...বলুন আপনাবা—

( সকলে বিস্মিত ভাবে চাহিয়া থাকে )

অলকা। শিল্পবস।

যত। বহুৎ ই্যাচ্ছে।

ভীম (অলকাকে) সবে আগুন, ইনফেকশন।

অলকা। ( উত্তর না দিয়া ) এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেই শিল্পবস সৃষ্টি হয়  
কিসে ? ...নতো, গাঁতে, অভিনয়ে।

সনা। যথার্থ।

অলকা। মই এসেব বাবখানা আমায় Alakan Music Hall।

কুবেব। বটে।

অলকা। তাং ভাং আপনাবে নিতেহ হবে, কুবেববাবু।

কুবেব। বসে। কানখানাব ভাব নেব আমি। অলকা দেবী,  
আমি বি'ডির পাতা। আব চিটেগুডেব ব্যবসা ব'লি—বসেব কিছু  
বুঝি না।

অলকা। (হাসিয়া) আমি লোক চিনি, মিঃ মল্লিক। আমাকে  
আপনি ঠকাতে পারবেন না। আমি কোনো কথা শুনছি না। এ ভাব  
আপনাকে নিতেহ হবে।

(ব্যাপার বেগতিক বুঝিয়া জয়ন্তী কুবেবকে ইসাবা কবে)

জয়ন্তী। নাম।

(কুবেব জয়ন্তীর ইসাবা মত অন্তহতাব ভাগ কবে)

কুবেব। জয়ন্তী।

জয়ন্তী। দেখুন, নামাব শব্দটো আজ ভাল নেই।

ভীষ্ম । ওঁকে দেখে ত' অশ্বস্থ বলে মনে হচ্ছে না ।

জয়ন্তী । আপনারা বাইবে থেকে ঠিক বঝতে পাবছেন না । আজ পুনিমা ত'—

সনা । পুর্নিমাতে ওব শবাব গ্যাক বসন্ত হয় ।

জয়ন্তী । একটু একটু হয়—

বহু । আজ বাদ হয় বসন্ত কাবখানাব কথা ইত্তরাতে বেশী হোলো—

জয়ন্তী । তাই ত' মনে হচ্ছে ।

অলকা । ( অগ্রসর হইয়া আসিয়া ) নাডীচ। একবার দেখি—

জয়ন্তী । 'আপনি নাডী দেখেন্তে জানেন না কি ?

অলকা । শুধু নাডী দেখা । সব বকন first aid নিতে আনি । মেয়েবা নাচতে নাচতে dance হয়ে গেলে কিংবা হাঃ । নাচতে ফেলে first aid দিতে হয় না । ( সবেবেব হতধর্ম ) বহু 'মে বকম ত' কিছু দেখছি না

জয়ন্তী । আপনার মেয়েবেব নাডী 'দখ' ইত্যাস ত' । আমার নাডী 'কটু' অত্র বকমেব

( অলকা হাত বর্ষাব 'ব কবেব চুণ কবিবা ছিল । চাপ বন্ধ )

মামা । চল তোমায় ভেত্রে নিয়ে যাক । ( ডাকে ) গজা । এই গজা ।

গজানন । ( ভিতর হইতে সাদা দাবা ) যাক দিদিমণি ।

জয়ন্তী । শীগ্গ শিব আয় । বাবুকে ধব ও হবে—

( গজানন দ্রুত প্রবেশ কবে )

গজা । ( উদ্ভ্রম ) কী হয়েছে ? দিদিমণি, বাবুব কী হোলো ?

( অলকা হাত ছাড়িয়া দেয় । কুবেব পুনবায় অশ্বস্থতাব ভাব কবে )

এ কী ? বাবুকে আপনারা কী কবে দি নন ? ( অলকাকে ) কোনো শুক-বিষ খাইয়ে দেন নি ত' ?



জয়ন্তী। আঃ! চেষ্টা নি। এখন ধর। আস্তে আস্তে ভেতরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দি।...মামা! ওঠো—

(একদিকে জয়ন্তী অগ্নিদিকে গজাননের কাঁধে ভর দিয়া কুবের ওঠে।  
বাণেশ্বর সময় কুবের অলকার দিকে চাহিয়া দেখে। অলকাও দেখে।  
ওরা যাওয়ার পর)

ষড়্। ভদ্রলোকের বোধ হয় প্রেমার আছে—

সনা। হার্ট দুর্বল—

ভীম। নিয়মিত ব্যায়াম না করার ফল—

অলকা। চালাকি। কিছু হয় নি।

ভীম। কিছু হয় নি?

অলকা। চাঁদা দেবার ভয়ে অস্থির ভাণ করলে...এ ভাগ্যীর  
ইসারায়।

(ষড়্ হাঁচে)

সনা। কী করে বুঝলেন?

অলকা। মেয়েদেব, চাখ আপনাদেব চেয়ে বেশী দেখে। কিন্তু হাব  
মানলে চলবে না।

ভীম। নিশ্চয়ই। শরীরে যতক্ষণ শক্তি আছে। (ট্যাবলেট খায়)

অলকা। এ শরীরের শক্তির কাজ নয়। মাথা খেলাতে হবে -

ভীম। (ট্যাবলেট গিলিয়া) মাপ করবেন। হাতের খেলা দেখাতে  
বলুন (দেখায়) দেখাচ্ছি! মাথার খেলার কথা বলবেন না—

সনা। বলুন কী করতে হবে।

অলকা। আমাদের প্রথম প্রয়োজন সজ্জাবদ্ধ হওয়া।

সনা। নিশ্চয়ই। টাকা আমাদের সকলেরই চাই।

অলকা। সেই টাকা আছে কুবের মল্লিকের—

ষড়্। কিন্তু সে দিতে রাজী নয়—

ভীম । কিন্তু সে টাকা আমাদের বেব কবতেই হবে—

( টবিলে ঘুরী । সে ঘুরী পড়ে যত্নে হাতেব উপব । সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি )

অলকা । কিন্তু কী করে ?

যহু । সেটা আলোচনা কবাব জন্তে একটা জরুরী মিটিং—

অলকা । হ্যা... কালই ।

ভীম । সিংহীবাব হাচিটা সংবাদ পব হলে হোতো না ।... In-  
fection ।

অলকা । ওব হাঁচি শীগ্গিব সাববাব নয় ।

যহু । তা' হলে মিটিংটা কাল বিকেলে গণেশ টিউটোরিয়ল হোমেই হো'ক । সেখানে দাবা সিদ্ধিদাতা স্বয়ং আছেন (উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতে করিতে) হ্যাচ্ছে ।

অলকা । ( হাসিয়া ) সত্যি হাচি ।

### ৪র্থ দৃশ্য

কুবেবেব বৈঠকখানা । পবেদ দিন সন্ধ্যা ।

[ কুবেব ও অনন্ত ]

অনন্ত । বল কী হে ' একটি অচেনা নাবী ভোমাব নাড়ী দেখলে ।

কুবেব । দেখলে ন'নে । থাকে বলে নিবীক্ষণ করে দেখা । হাত ধবে আব ছাডতে চায় না ।

অনন্ত । একেবারে পাণিগ্রহণ ।

কুবেব । ( লজ্জা পাইয়া ) ঐ তুমি কেমন ঠাট্টা কর, অন্ত । তবে, সত্যি কথা বলতে কী, মন্দ লাগছিল না ।

অনন্ত । বুঝেচি ।

কুবেব । কী আবাব বললে ?

অনন্ত । জীবনে প্রথম নারীব স্পর্শ ।

কুবের। (লজ্জা) না না। এ সব কী নাটক নভেলের কথা বলছ, অস্ত—

অনন্ত। নাটক নভেল নয়। এই সত্যি। আরে, আমি হলে ত' চোখ বুজে বুজেই বলতুম 'আর একটু ভাল করে দেখুন না। এই খানটা (হাট দেখাইয়া) যেন কেমন কেমন কবছে'—

কুবের। আমাবণ্ড যে বলতে ইচ্ছে কবছিল না, তা নয়—

অনন্ত। বললে না কেন ?

কুবের। জয়ন্তী ছিল যে—

অনন্ত। ও :।...তা ইঁা হে, মহিলাটি দেখতে কেমন ?

কুবের। নেহাৎ মন্দ নয়। নাচেব স্বলের প্রিন্সিপ্যাল 'ত'।

অনন্ত। মানে, একটু নাচিয়ে নাচিয়ে ভাব ? বযেস ?

কুবের। ওঃ! ওঃ হবে...

অনন্ত। ঠিক আছে।...হাতটা দেখি—

কুবের। আবাব কী দেখবে ?

অনন্ত। আতা দেখি না। (কুবের হাত দেয়) তোমাব এখন ক্ষত পরিবর্তনের সময়। (দেখিতে দেখিতে) এত দেখ। সেই বেগাটা আবণ্ড কত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। (কুবের দেখে) দেখেছ ? আব ভাবনা নেই, এবাব গাত্রে ধুম হবে।

কুবের। কী যে ঠাট্টা কব।

অনন্ত। ঠাট্টা নয় হে, ভবিতব্য।

কুবের। হঁ, ভবিতব্য। এতদিন ভবিতব্য হোলো না, আব এই বয়েসে...

অনন্ত। যাব যখন সময় হয়। বিয়ে 'ত' একজনের ব্যাপার নয়। যিনি তোমাব সঙ্গে life-business এব পার্টনারসিপে নামবেন তাঁবণ্ড 'ত' সময় হওয়া চাই—

কুবের। কি যে তুমি বল অস্তু! জয়ন্তী কী ভাববে বল ত'?

অনস্তু। কিছু ভাববে না। বরঞ্চ পুর্বানো মামা যদি নতুন মামীকে নিয়ে বাস্তু থাকে তা'হলে ভাগ্যবান কিছু সুবিধে হতে পারে—

কুবেব। আব বেশী সুবিধে কী হবে বল? শঙ্করের সঙ্গে ভাল করে আলাপ পরিচয় করার সুযোগ ত' জয়ন্তীকে পুরোপুরিই দেওয়া হয়েছে।

অনস্তু। সেটা ভালই হয়েছে। আত্মকালকার লেখাপড়া জানা সব ছেলেমেয়ে। শুধু পবম্পবকে দেখে শুনেই বিয়ে করা উচিত। আর, আমাদের সমাজেও ত' dating এব যুগ এসে গেছে তে...

কুবের। Dating!...সেটা কী জিনিস?

অনস্তু। সে একদিন বুঝিয়ে দেব।

কুবেব। যাক! কিন্তু কথাটা যখন উঠলো তখন তোমার বলি অস্তু, আমি লক্ষ্য করছি যে জয়ন্তী যেন শঙ্করকে বেশ seriously নেয় না! মানে, হাসি-ভামাসা-ঠাট্টাই যেন বেশী! তোমাদের ঐ নাটক-নভেলে যেটা নাকি খুব হয়—

অনস্তু। অর্থাৎ প্রেম!...Love?

কুবের। ঘণ্টা তিনেক কবে শঙ্কর জয়ন্তীকে কেবল Economicsই পড়ায়—

অনস্তু। তা যে Economics এ M. A. দেবে তাব মাষ্টার কী রোজ এসে তাৎ অঙ্ক কমায়ে!

কুবেব। না তা কেন? তবে মাঝে মাঝে একটু কবিতা-টবিতা পড়াতে ত' পাবে। জয়ন্তী'ব কবিতার দিকে খুব ঝোঁক কি না!

অনস্তু। আব শঙ্কর ঠিক উল্টো!

কুবের। যাই বল অস্তু, তোমার ভাগ্যেটী ..

অনস্তু। কলকাতার ছেলেদের মত smart নয়, এই ত? কোথা

থেকে হবে বল ? ববাবর মফঃস্বলে থেকেছে...M. A. ও দিয়েছে private এ...এখন এই I. A. S. টা দেওয়াব জন্তে ওর বাপ পাঠিয়েছে কলকাতায়...

(দরজার কাছে রিনি সেন। স্ত্রী, শ্রামবর্ণ। ছিপছিপে চেহারা।  
বয়স ২২।২৩)

রিনি। (দরজার কাছ হইতে। রুত্রিম সুরে) আসবো ?

অনন্ত। আসুন।

রিনি। (অগ্রসর হইয়া অসিয়া) নমস্কার। এসবো ?

অনন্ত। বসুন।

(রিনি বসে। তাহার পব ভ্যানিটির  
আয়নায় make-up ঠিক করিয়া লইয়া)

রিনি। এভাবে বলবো ?

অনন্ত। বলুন।

রিনি। আমি নৃত্যভাবতী রিনি সেন। নাচেব tutor এব  
জন্তে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—

কুবেব। হ্যাঁ—

রিনি। (ভক্তনের দিকে ভাল করিয়া দোঁখিয়া) কে নাচ শিখবে ?

অনন্ত। আমরা কেউ নয়। (কুবেবকে দেগাইয়া) ওঁব ভাগ্নী—

রিনি। তাকে ত' দেখছি না—

কুবেব। সে বাইবে গিয়েছে। এখন আসবে

অনন্ত। আপনি কার কাছে নাচ শিখেছেন ?

রিনি। আমি ? অনেকেব কাছে। আমাদের ঘুলে ভাল ভাল  
টিচাব ছিলেন। সকলের সার্টিফিকেট আমার আছে। দেখবেন ?  
(বাহির করে) এটা হোলো দয়াশঙ্করজীব !...লক্ষ্মীএব গঙ্গা মহারাজের  
সাকরেৎ ! ওঁব কাছে শিখেছি কথুথক ! (কুবেবকে) কথুথক জানেন ?

কুবের। না।

বিনি। সে কী ? কতখানক জানেন না ? কতখানক উদ্ভব ভাবতেব নাচ। তবলাব বোলেব সঙ্গে steps মিলিয়ে নাচতে হয়। 'আব তাব সঙ্গে 'ভাও'। অনেকটা এই বকম। (তবলাব একটি 'বোল' মুখে বলে ও steps দেখায়)

তৎ তৎ তা তক দন্ দন্

ঝিটি কিটি থো। খডন তক্

থন তক দিধি ঘিনি থৈ

(তক) তক থন তক দিধিঘিনি থৈ।

(তক) তক থন তক দিধিঘিনি থৈ ॥

অনন্ত। বাঃ। বেশ ত।

বিনি (খুসী) আপনি ভাল লেগেছে ? (আব একটি সাটিফিকেট বাহির করিয়া) এট শোলে। বালস্বয়াক্ষনিয়ম্ অষ্টাবক্রপাদম-এব সাটিফিকেট

কুবের। এমন দাতভাড়া নাম কাব ?

বিনি। (প্রথমে কানে আঙ্গুল দিয়া গবে উদ্বেগে প্রশ্ন করিয়া) উঃ হুঁ। এমন বলবেন না। ইনি কথাকলিও শ্রেষ্ঠ গুরু। কথাকলি South India বা নাচ। উঃ। কী এত নাচ বলাকলিতে মুখোস লাগে, জানেন ?

কুবের। না।

বিনি। আপনি বঝি নাচেন কোনে খবর বাতেন ন ?

অনন্ত। না। ও চিটগুডেব ব্যবসানব—

বিনি। আচ্ছা, আব একটা সাটিফিকেট আপনাকে দেখাই। (বাহির কবে) এটা হোলো খড়বস্ত্রীমাসাব। এ'ব কাছে শিখেছি ভবতনাট্যম্। জানেন, ভবতনাট্যমে মুদ্রাই আসল। (একটি মুদ্রা দেখায়) (কুবেরকে) এ মুদ্রাব মানে জানেন ?

অনন্ত। (হেসে) বুবেব যে মুজ্জার মানে জানে সেটা আরও solid (দবজার কাছে দেখা যায় জয়ন্তী ও শঙ্কবকে। শঙ্কবেব হৃদব চেহাৰা। বয়স ২৪।২৫। তাহাকে দেখিলেই ভাল ছেলে বলিয়া বোকা যায়। শঙ্কব ও জয়ন্তী প্রবেশ কৰে। শঙ্কবেব হাতে বড বড কয়েকটা প্যাকেট। জয়ন্তীৰ পিছনে শঙ্কব—তাহাব চোখ বিনিব দিকে। সে হোচট খায়। হাতেব প্যাকেট পড়িয়া যায়। জয়ন্তী হাসিয়া ওঠে। শঙ্কব লজ্জিত। প্যাকেট তুলিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। একটি প্যাকেট তুলিয়া বিনি তাহাব হাতে দিতে যায়। বিনি ও শঙ্কবেব দৃষ্টি বিনিময় হয়।)

শঙ্কব। (বিনিব হাত হইতে প্যাকেট লইয়া) ধন্যবাদ।

(বিনিব সলজ্জ হাসি।)

জয়ন্তী। (শঙ্কবেব) কোনো কর্মেব নয়। দিলে ত' ফেলে।

(শঙ্কব চুপ ববিয়া থাকে।)

(বিনিকে) আপনি?

বিনি। বিনি সেন। (নমস্কাৰ কৰে।)

বুবেব। (জয়ন্তীকে) তোমাব নাচেব tutor এব জন্তে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল—

জয়ন্তী। (বিনিকে) ওঃ! আপনি বয়ন। (অনন্তবে) জানো অস্থমামা, আজ শঙ্কবদা শাডীৰ দোকানে চুবে দস্তাবেজ এবটা scene create কৰেছে—

অনন্ত। কী নকম?

জয়ন্তী। (হাসিয়া লুটোপুটি খাওতে থাইতে) ওয়া। আমি চুকেছি শাডীৰ দোকানে... আমাৰ সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কব নাও চৰেছে—

অনন্ত। বেশ ত'! তাতে কী হয়েছে?

জয়ন্তী। কী হয়েছে? অস্থমামা, তুমি বুঝি জানো না যে বালিগঞ্জে শাডীৰ দোকানে পুৰুষেব প্রবেশ বেউ পছন্দ কৰে না। বিশেষ কৰে দোকানেব Salesmanৰ।

শঙ্কর। সেটা আমাকে আগে বলে দিলেই পারতে।

জয়ন্তী। (হাসিতে হাসিতে) আমি কী করে জানবো যে তুমি এবকম বোকা।...আব জান, অস্ত্রমামা দোকানে কী ভীড। কী ভীড। মেয়েতে মেয়েতে একেবাবে গিস্‌গিস্‌ কবছে। একটি মোটা বেঁটে কালো মহিলা সঙ্গে সাত-আটটি হবেকবকম বয়েসেব মেয়ে নিয়ে ঢুকেছে! দাঁড়াবাব জায়গা পাচ্ছে না...এদিক ওদিক ধাক্কা মেবে কোনোরকমে এগিয়ে আসছে—এমন সময় পড়লো সামনে, শঙ্কবদা। এই আর যায় কোথা। একেবাবে atom bomb burst কবলো। “আপনি শাড়ীর দোকানে কী মতলবে ঢুকেছেন?”—শঙ্কবদা ত’ হতভম্ব। ঘবভর্তি মেয়ে শঙ্কবদা’র দিকে চেয়ে খিলখিল কবে হেসে উঠলো! শঙ্কবদা কিছু বলার আগেই ভদ্রমহিলা অর্ডার দিলে—‘বাহরে গিয়ে দাডান’...শঙ্কবদা হুড়হুড় কবে বোঁবয়ে গেল। (আবাব হাসি)

কুবেব। তা তুই কেন বল্লি যে তোর সঙ্গে শঙ্কব গেছে—

জয়ন্তী। আমি তেমনি বোকা মেয়ে কি না।

বিনি। এটা কিন্তু আপনাব উচিৎ হয় নি। ওব হয়ে কিছু বলা উচিৎ ছিল। আমি হলে নিশ্চয়ই বলতুম—

জয়ন্তী। (কিঞ্চিৎ বিস্মিত) যাক শঙ্কবদা। আব ভাবনা নেই।

(হাসিতে থাকে। শঙ্কব অস্বস্তি অনুভব কবে)

কুবেব। চল অস্ত্র, আমবা উঠি। (জয়ন্তীকে) নাচ শেখার কথাবার্তা তুমি তাহলে মিস সেনেব সঙ্গে কয়ে নাও, জয়ন্তী—

জয়ন্তী। আমি?

কুবেব। ই্যা। আব শঙ্করও ত’ বইলো। তোমরাই যাহোক ঠিক করে ফেল। চল অস্ত্র।

(কুবেব ও অনন্ত বাহিব হইয়া যায়)

শঙ্কর। (বিনিকে) খুব ভুল জায়গায় এসেছেন, মিস সেন—



রিনি। কেন?

শঙ্কর। ছাত্রী আপনার মোটেই সুবিধে হবে না।

রিনি। সে কী?

শঙ্কর। দেখবেন কেবল ফাঁকি দেবে যাব ফাঁজলামি কববে।

জয়ন্তী। শঙ্করদা।

শঙ্কর। আমি দু'মাসে Economics এর দুটো chapter পড়াতে পারলুম না—

জয়ন্তী। শঙ্কর দা। আমাব নিন্দে কবছ। আমি মামাকে বলে দেব।

শঙ্কর। মাম। তাঁর ভাগ্নীটিকে যথেষ্ট চেনেন।

জয়ন্তী। (বিনিকে) আপনি শঙ্করদা'র কথা মোটে বিশ্বাস কববেন না। আপনি দেখবেন কত তাড়াহাড়ি আমি নাচ শিখে নেব।

বিনি। (হাসিয়া) খুব বেশী তাড়াহাড়ি শিখলে অবশ্য মামাব অসুবিধে আছে—

জয়ন্তী। (হাসিয়া) ওঃ!... তাহলে আস্তে আস্তেই শিখবো।

শঙ্কর। আপনি বুঝা চেষ্টা কববেন, মিস সেন। তা'র চেয়ে সেই চেষ্টা যদি আপনি আপনার অগ্রাধিকার হোনে। ছাত্রী'র জন্তে কবেন তা' অনেক বেশী ফল পাবেন।... আপনার আব ক'টি ছাত্রী আছে, মিস সেন?

রিনি। প্রাইভেট ছাত্রী আমার আব নেই। স্কুলে অবশ্য অনেক আছে—

জয়ন্তী। আপনি স্কুলে নাচ শেখান বুঝি?

বিনি। হ্যাঁ। লেখাপড়া বেশী দূর কবতে পাবলুম না। (শঙ্করের দিকে চাহিয়া) বি, এ, পড়তে পড়তেই ছেড়ে দিতে হোলো। ছোট খেকেই নাচের দিকে ঝাঁক ছিল। চেষ্টা কবে সেটাই শিখে... (হঠাৎ ধামিয়া যায়। ঘড়ি দেখিয়া) এবার আমার উঠতে হবে ..

জয়ন্তী। সে কী? নাচ শেখাবেন না?

বিনি। আপনি তাহলে আমার কাছেই নাচ শিখবেন ত' ?

জয়ন্তী। আজ থেকেই। এখনই শুরু করবো—

বিনি। এখনই ১০ বিস্তু, আমার এখনই ফিবতে হবে—

জয়ন্তী। আপনাকে বেশীক্ষণ আটকাবো না। কিন্তু আজ শুরু করতেই হবে—

শঙ্কর। মিস সেন, জয়ন্তীকে আজ প্রথম serious দেখছি...বোধ হয় আমার হাবাবাব জগ্গে।...আপনি শুরু ককন। আমি চলি।

বিনি। সে কী ? আপনি যাবেন কেন ?

শঙ্কর। আপনাদেব নাচেব ক্লাস। আমি নীবস Economics—  
একেবাবে misfit—

বিনি। না না, শঙ্করবাবু, আপনি বসুন।

জয়ন্তী। বোসো না, শঙ্ক দা—

বিনি। একজন সমঝদার দর্শক কা শ্রোতা না থাকলে কী নাচ বা গান হয় শঙ্করবাবু ?

শঙ্কর। সমঝদার আমার মোটেই নই, মিস সেন। দেখবেন ঠিক ভুল জায়গায় বাহবা দিয়ে বসে থাক'বা—

জয়ন্তী। মোটেই না। দেখবে হয় ত' ওর নাচেব সব জায়গাতেই বাহবা দেওয়া যায়

বিনি আগে থেকেই সত্য বলবেন না। আগে দেখুন—(শঙ্করের দিকে চাহিয়া বলে)

শঙ্কর। ছাত্রীকে 'দেখুন নয়—'দেখো'।

বিনি। (হাসিয়া)...ওটা আপনাকে।

জয়ন্তী। তাহলে first lesson শুরু হোক—

(শুরু হয় বিনিব নাচেব lesson দেওয়া। জয়ন্তীও শিথিতে আবদ্ধ কবে। বিনি যাহা দেখায় জয়ন্তী সেটা অনুকরণ করার চেষ্টা

কবে। নাচের মাঝে মাঝে রিনি শব্বরের দিকে চায়—যেন তাহার প্রশংসা পাওয়ার জন্য সে ব্যগ্র। শব্বব সপ্রশংস দৃষ্টিতে রিনির নাচ দেখে )

### ৫ম দৃশ্য

গণেশ টিউটোরিয়াল হোমেব অফিসঘর। ঐ দিন অপরাহ্ন।

[ বই খাতাপত্র, ফাইল ইত্যাদিব মধ্যে যাহা প্রথমেই চোখে পড়ে তাহা একটি মাটির গণেশ মূর্তি ঘরের কোণে একটি ব্র্যাকেটের উপর বসানো। তাহার নীচে লেখা—

ওঁ ধৰ্ম্মং স্থূলতন্মুং গজেন্দ্র বদনং লম্বোদরং স্তন্ববম্ ।

বন্দে শৈলস্থতাস্ততং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদম্ কামদম্ ॥

পদা উঠিলে দেখা গেল যত্নগোপাল গণেশপ্রণাম করিতেছে।

টেবিলেব একপাশে বসিয়া আছে নামাচরণ। জর্নেকা ছাত্রীও বাবা। ]

যত্ন। ( প্রণামান্তে ) এইবার বলুন, বামাচরণ বাবু—

বামা। কইছিলাম যে আমার ন্যাওয়া মাধবী যে ফ্যাল কবছে তার কী হইব ?

যত্ন। আবার ভাবিত্তি করে দিন।

বামা। হ। আবার আপনাব গল্পবে টাকা ঢালি! চালাকি পাইছেন ?

যত্ন। ই্যাচ্ছো। ( হাঁচিল )

বামা। ( লাফাইয়া উঠিয়া ) খাইসে! নাকে ক্রমাল দিয়া হাঁচতে পারেন না ?

যত্ন। ( নাক মুছিতে মুছিতে ) একটু জোরে বলুন। সর্দিতে কানটা বুজে আছে।

বামা। কইছিলাম, আমাব অমন intelligent মাইয়া সে ফ্যাল কবে ক্যামনে ?

যহু। Examinerবা যদি ইচ্ছে কবে ফেল করিয়ে দেয় তাহলে কী করবো বলুন ? আমবা ত' যথাসাধ্য করছি—

বামা। কিছুই কবেন নাই। শুধু আমাব মত নিবীহ লোকেরে ঠকাইছেন। বিজ্ঞাপন পড়িয়াই ত' মাইয়াটাবে ভর্তি কবাইছিলাম। অখন বিজ্ঞাপনেব কথামত কাজ কবেন—

যহু। কী কাজ ?

বামা। টাকা ফ্যারং ছান। (যহু হাঁচিল)—আরে কী করতে লাগছেন বে মশায়। ...ফ্যাচ্ছে। ফ্যাচ্ছে। অত সহজে তাড়াইতে পাববেন না। আমবা হইলাম গিয়া ব'বিশালেব বৈজ্ঞ। ফ্যাচ্ছে'ব ঔষধ আমরা জানি—

যহু। জানেন ত' দিন না একটা ব্যবস্থা কবে, বামাচরণ বাবু। সর্দিতে বড কষ্ট পাচ্ছি।

বামা। অগ্রে আমাব ব্যবস্থা কবেন। সাতমাসে ১৪০ টাকা দিছি। আবও পাখা ফী, চাকর ফী, বেঞ্চ ফী, বলে নিছেন ১০.। এই ১৫০. ফ্যাবং ছান।

যহু। বলেন কী মশাই ? টাকা ফেবং দেব ?

বামা। দেবেন না ক্যান ? বিজ্ঞাপনে লেখেন নাই ঐ কথা ? স্বরণ নাই ? আচ্ছা বয়েন, অবণ কবান্য় দিতেছি ' (কাগজ বাহিব করিয়া) এই ছাখেন।

যহু। দেখুন, বিজ্ঞাপনে অমন লিখতে হয়। এই ধরুন না, গুয়ুধেব বিজ্ঞাপন পড়লে আপনাব মনে হবে যে খেলেই সেয়ে গেলেন। কিন্তু কই ? এই যে সর্দিতে ক'দিন কী বকম কষ্ট পাচ্ছি, কত বকম গুয়ুধ খেলুম। কিন্তু সেবেচে কী ? (শেষ কবাব আগেই হাঁচিল)

বামা। ( বিবস্ত্র ) আচ্ছা বিপদে পড়লাম বে মশয়।

যত্ন। আপনি এক কাজ ককন, গুপ্ত মশাই। মাধবীকে আব একবার ভর্ত্তি কবে দিন। এবাব ওকে half-free কবে দেব—

বামা। কোনো প্রয়োজন নাই। টাকা ফ্যাবৎ ছান।

যত্ন। এ আপনাব অত্মায় আবদাব।

বামা। এ আমাব ত্রাযা দাবী—

যত্ন। আপনাব দাবী মানতে পাবলুম না, মাপ করবেন।

বামা। মাপ আমি কাউয়েবে কবি না। আমি হইলাম গিয়া ববিশালের বৈত্ত। জ্ঞানেন ত' ববিশালের ইতিহাস। আমি অগ্নিয়ুগেব ভস্ম।

যত্ন। কোন যুগেব ভীষ্ম?

বামা। ভীষ্ম নয়, ভস্ম। অগ্নিয়ুগেব ভস্ম।

যত্ন। আপনি চটছেন কেন বাম ই্যাচ্ছো।...চবণবাবু। আমাদেব আব একটা chance দিন। আমবা শীগ্গিবই একজন বড patron পাচ্চি—এবাব ভাল ভাল teacher appoint কববে।—

বামা। বাজে কথায় বাম নাই। টাকাটা ছান—

যত্ন। আপনাব সেহ এক কথা।

বামা। এক কথা ভিন্ন দুই কথা আমবা কই না। ববিশালের বৈত্তেবে চেনেন না?

যত্ন। ক'র দিতে হবে?

বামা। ছাউগত—

যত্ন। সবটাকা ফেরৎ দিতে হবে? আমাদেব কিছু দেবেন ত।

বামা। এক পয়সা না।

যত্ন। ই্যাচ্ছো। আসবেন দিন পনখো পব। তবে, একবাবে দিতে পারবো না। কিস্তীতে—

বাসা। কয় কিস্তী ?

যত্ন। দশ।

বাসা। উহু পাঁচ।

যত্ন। আচ্ছা, তাহ হবে। তবে কথাটা কাউকে বলবেন না।

বাসা। ক্যান ? বলবো না ক্যান ? আপনাব সন্তান কথ্য পাঁচ-  
জনেবে কইলে ত' আপনাব ভালই হইব—

যত্ন। দোহাই, অগ্নিযুগেন ভয় । আমাব ভালয় কাজ নেই। সব  
খেল কবা ছাত্রছাত্রী টাক। ফেবং দিতে গেলে 'হ্যাঁচ্ছো'।...হেঁচই  
গাবা যাবো—

বাসা। আচ্ছা, বলবো না। এং তত্ত্ব আবণ্ড পাঁচ দিয়া দেবেন।  
নমস্কাব। ( উঠিয়া হাততে ফাইতে ফিবিয়া ) খুচা। পাচটা অখন দিলে  
হইত না ?

যত্ন। একেবাবেই নেবেন। ( ঘড়ি দেখিয়া ) মিটিং এর টাইম হয়ে  
এল।

বাসা। আচ্ছা, তা হইলে আসি। প্রথম কিস্তিব জন্ম ঠিক পনের দিন  
পর আইব—

( বলিয়া বামাচরণ দ্বজাব কাছে গিয়াছে এমন সময়—যত্ন হাঁচিল।  
ঠিক সেই সময় প্রবেশ কবে অলকা-নন্দা। তত্নেব পায় বাক্স লাগে )

( অলকাবে ) মাপ কববেন । ..আপনাব পোলাও কী ...?

অলকা। ( বিস্মিত ও বিবক্ত ) আমাব 'পোলাও'।

বাসা। ( সহাস্ত্রে , ফাল কবছে বোব বঁবি ?

অলকা। ( যত্নকে ) উনি কী বলছেন, সিংহী মশাই ?

যত্ন। ( হাসিয়া ) উনি জিজ্ঞেস কবছেন আপনাব ছেলেও বেল  
কবেছে কি না ?

অলকা। ( চটিয়া ) আমাব ছেলে।

বামা। ( রাগের কারণ বুঝিতে না পারিয়া ) উনি অত চটছেন ক্যান, ষড়বাবু ?

( ষড়বাবু ইসারায় বুঝাইয়া দেয় অলকা অবিবাহিত )

বামা। ( বুঝিয়া ) বোঝলাম ! ( অলকাকে ) কিছু মনে করেন না যেন ! নমস্কার !

( চলিয়া যায় )

ষড়। বহ্নন, অলকানন্দা দেবী—

অলকা। ( ঘড়ি দেখিয়া ) এঁরা এখনও আসেন নি ?

ষড়। এই এলেন বলে—

( প্রবেশ কবে সনাতন ও ভীমাজ্জুন )

আহ্নন, আহ্নন, সনাতন বাবু... আহ্নন ভীমবাবু ! আপনাদের কথাই হ'..( হ্যাঁচ্ছো ) ছিল।

ভীম। ( অলকাকে ) সবে আহ্নন ! চাবদিকে ভয়ানক influenza হচ্ছে...

অলকা। ( ভীমের পাশের চেয়ারে বসিয়া ) কিছু ঠিক করলেন ?

ভীম। দেখুন, আমার সোজা কথা—বলং বলং বাহুবলং ! আদায় করতে চাও ত' ধোলাই দাও...

ষড়। ইতিহাস তাই বলে বটে ! সীজার, আলেকজান্দার, নেপোলিয়ন, হিটলার—

ভীম। আমার আখডায় সবই আছে। বলেন ত চারটে মস্তানকে একদিন রাত্রে পাঠিয়ে দি। নিয়ে আহ্নক কুবেবের ভাণ্ডার লুট করে—

অলকা। না না, তাতে পুলিশহাঙ্গাম হতে পারে—

ষড়। তাহলে ?

অলকা। এই জন্তেই বলে পুরুষমাহুষ চোখ থাকতেও অন্ধ।

ভীম। কেন ? কেন ?

অলকা। আমি ত' সেদিন আপনাদের বল্লুম যে ভায়ী ইসারা করলে আব মামা অমনি অসুস্থ হয়ে পড়লো! ভাবলে আমার চোখ এড়িয়ে যাবে!—অত সোজা নয়!

যত্ন। আমারও সন্দেহ হয়েছিল যেন মামা-ভায়ীতে একটা eye-communication হয়ে গেল।

সনা। ( কানে হাত দিয়া ) কী হয়ে গেল ?

যত্ন। Eye-communication! Student মহলে অমন কত দেখেছি! 36 years' experience ত'...

অলকা। কাজেই বুঝুন যে যতনেষ্টের গোড়া ঐ মেয়েটা। এখন বলুন কী কবা যায়? একটু তাড়াতাড়ি করুন, আমাব আর একটা মিটিং আছে। ( যত্নকে ) এক গ্রাস জল পাওয়া যাবে?

যত্ন। বিলক্ষণ! টিউটোরিয়ল হোম ত' জলেবই কাববার। এখানে সব জিনিষ আমবা জল কবে দি, আর এখানে জল পাওয়া যাবে না? ( উঠিতেছিলেন )

ভীম। থাক। শেষে জলেব গ্রাসেব ওপর হেঁচে infection ছড়াবেন! ( অলকাকে ) আমি দিচ্ছি। Boiled water—no infection! ...নির্ন, ইঁ ককন—( কাঁধের flask নামায )

অলকা। গ্রাস নেই?

ভীম। খববদাব গ্রাসে জল খাবেন না। গ্রাসই যত বীজাতু বহন করে। এক ঠোঁট থেকে আর এক ঠোঁট। ঠোঁট সম্বন্ধে খুব সাবধান—আপনি ইঁ করুন, আমি আন্তে আন্তে ঢেলে দিচ্ছি...

অলকা। ( হাসিয়া ) দেখবেন কিন্তু, আমার শাড়ী না ভেজে... আর ঠোঁটের ( লিপষ্টিক দেখায় )—

ভীম। কিছু ভাববেন না। ইঁ করুন...একটু বড করে...আর একটু...বাস্... ( অলকা ইঁ করে। ভীম জল দেয়। যত্ন ইঁচে। যত্ন



হাঁচিতে ভীম ও অলকা চমকাইয়া উঠে। অলকাব শাড়ীতে জল পড়িয়া যায়। বিষম খাইয়া সে কাশিতে হুঙ্কার করে। সনাতন তাহাব মাথায় হুঁ দিতে থাকে )

ভীম। ( চটিয়া ) চলুন আমরা যাই। হাঁচিবাবুব সর্দি সাবলে মিটিং হবে।

অলকা। ওঁব সর্দি জীবনে সাববে না। ( মুখ মুছিয়া ) বিশ্ব আমাদেব কর্তব্য আজই ঠিক কবতে হবে।

সনা। তাহলে আপনি এখন বলছেন যে ঐ ভাগ্নীই যত নষ্টেব মূল ওকেই আগে হাত কবতে হয়।

অলকা। আমাবও তাই মনে হয়।

ভীম। কিন্তু ঢেটা কী কবে কবা যাবে।

যহু। কোনোরকমে আমাব Tutorial Home- ভিত্তি কবানো যায় না ?

সনা। তাহলে ভিত্তিৰ সময় নোট। donationটা আপনি মাংবেন ?

অলকা। ও সব বাজে কথা থাক। কুবেব মালিক তার ভাগ্নীৰ জন্তে বার্ডাতে প্রোফেসর বাখতে পাবে না।

ভীম। ঠিক বলেছেন। ববঙ্ক আপনাব Music Hallএ ভবি হতে পারে—

অলকা। সেও ওব মান পাঠাবে কি না সন্দেহ।

সনা। তাহলে আমি বলি, আপনিই কুবেবেব অনবমহলে ঢুবে পড়ুন।

অলকা। কী কবে।

সনা। গানেব মাষ্টাব হযে। আজই বাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে ( বাহির কবে ) কুবেব মালিক, একজন গানেব tutor এব জন্তে—

অলকা। তাই নাকি ? কই দেখি—( বিজ্ঞাপনটা লইয়া পড়ে )

সনা। দেখেছেন ত ?...আপনি ভেতর থেকে আক্রমণ শুরু করুন।  
কুবের-বিজয় স্থনিশ্চিত -

যহ। যুদ্ধ জয়ে fifth column খুবই helpful—

ভীম। পেছন থেকে আক্রমণ আমি নিজে পছন্দ না করলেও  
আপনারা সকলে মিলে যদি তাই ঠিক করেন আমি আপত্তি করবো না।

সনা। (অলকাকে) আমার প্রস্তাবে আপনি রাজী ত' ?

অলকা। আমি আপনাদের প্রতিনিধি মাত্র।

সনা। তাহলে এই স্থিতি হোলো যে অলকানন্দা দেবী জয়ন্তী গানের  
টিউটর হয়ে কুবের মল্লিকেব অন্দরে প্রবেশ করবেন।

যহ। কুবের মল্লিকেব অস্তরে প্রবেশ করবেন।

সনা। (হাসিয়া) ও একই কথা। অস্তরে প্রবেশ না করলে টাকা বের  
করবেন কী কবে ?

যহ। কিন্তু ..

ভীম। আবাব কিন্তু কী ?

যহ। যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে (অলকাকে) একটা কথা  
বলি—

অলকা। বলুন না।

যহ। (অগুদেন দিকে চাহিয়া) ধরুন, কুবের জয় করার পর উনি যদি  
আমাদের ফাকি দেন ? ..কী জানেন, দেবেন এমন কথা বলছি না। তবে  
টাকা বড় পাজী জিনিষ মশাই...

সনা। ভাববাব কথা বটে। অবশ্য ধর্মরাজা হলে এ সব কথা উঠতো  
না।

( অলকা চোখে ক্রমাগত দিয়া কাঁদিতে শুরু করিয়া দিয়াছে )

ভীম। (বাস্ত) কী হোলো ? আপনার চোখে কী পড়লো ? এ কী ?  
(অলকা জোরে ফোঁস ফোঁস কবে ) আপনি কাঁদছেন, অলকাদেবী ?

অলকা। (কমাল সরাইয়া) আপনারা সবাই আমাকে এমনি অবিশ্বাস করতে পারলেন ! ( পুনরায় কারা। দেখিয়া ভীম কাঁদিয়া ফেলিল )

ভীম। অলকাদেবী, আপনি কেঁদে আমায় কাঁদাবেন না। আমার দেহ লোহার মত শক্ত বটে কিন্তু আমার মন মাখমের মত নরম ! আপনি যেমন হাঁচি শুনলে হেঁচে ফেলেন আমিও তেমনি ( যত্ন হাঁচিল। সঙ্গে সঙ্গে অলকাও ) কারা দেখলে কেঁদে ফেলি ! আপনি চুপ করুন, অলকাদেবী ! আমি বলছি আমি আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

অলকা। ( কিছুটা সামলাইয়া ) ভদ্রতার খাতিরে, জোরে করে কোনো কথা বলবেন না।...আমার দিকে চেয়ে আপনারা বলুন ত’—

ভীম। আপনার দিকে না চেয়েই আমি বলছি—“অলকানন্দাদেবী ! আপনি স্বর্গের অলকানন্দার মতই স্বচ্ছ !” (যত্ন হাঁচিল—হ্যাঁচ্ছো ! )

অলকা। ভীম বাবু, আপনার কথা আমি কোনোদিন ভুলবো না।

( ভীম চোখ মুছিয়া খুসার হাসি হাসে )

এবার আপনারা বলুন—আমায় দেখে কী আপনাদের মনে হচ্ছে যে আমি আপনাদের ঠকাতে পারি ? দেখুন। আমার দিকে চেয়ে বলুন। যত্ন-সনা। কখনই না।

অলকা। আমি কথা দিচ্ছি যে যে উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছি তা আমি সফল করবো। কুবের মল্লিককে আমি জয় করবো।

যত্ন। হ্যাঁচ্ছো !

সনা। ( হাসিয়া ) সত্যি হাঁচি।

( সকলে হাসিয়া উঠিল )

---

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

জয়ন্তীব ঘব। বর্ষার সন্ধ্যা।

[ জয়ন্তী ও শঙ্কর। শঙ্কর জয়ন্তীকে পড়াইবাব চেষ্টা করিতেছে।

জয়ন্তীর সেদিকে মন নাই। ]

শঙ্কর। Hopeless! একটা Question এরও answer দিতে পাবলে না। ( জয়ন্তী আপনমনে কবিতা পড়িতেছে ) E. C. M. সেদিন বুঝিয়ে দিলুম, আজ ভুলে বসে আছি।

জয়ন্তী। ( কবিতা পড়িতে পড়িতে অশ্রুমনস্ক ভাবে ) হঁ।

শঙ্কর। GATT কী?

জয়ন্তী। ( সজোবে বই বন্ধ কবিতা ) কী বললে?

শঙ্কর। GATT! GATT কী জানো?

জয়ন্তী। 'গ্যাট' নয়—গাঁটু। গাঁটু কী জানো?

শঙ্কর। খুব জানি। গ্রামেব স্কুলের পণ্ডিতমশাইয়ের হাতে কত খেয়েছি—

জয়ন্তী। অজ্ঞও পাওয়া উচিত। ( উঠিয়া জানালাব ধাবে যায় )

শঙ্কর। কেন?

জয়ন্তী। কেন? উঠে এসো, বুঝিয়ে দিচ্ছি...( শঙ্কর ইতস্ততঃ কবে )...কই এসো।

শঙ্কর। কী হবে?

জয়ন্তী। এসো না, বলছি ( শঙ্করের হাত ধবিয়া টানিয়া জানালায় লইয়া যায় )

( দুজনে পাশাপাশি জানালায় দাঁড়ায়। বাহিরে ঝুষ্টি পড়িতেছে। মাঝেমাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। শঙ্করের হাতে জয়ন্তী হাত রাখে )

জয়ন্তী। বাইরে চেয়ে দেখ—

শঙ্কর। দেখছি ত'—

জয়ন্তী। কী দেখছ?

শঙ্কর। ঐ ইলেকট্রিক পোস্টটার গায়ে একটা কালো গরু দাঁড়িয়ে  
ভিজছে—

জয়ন্তী! ( সজোরে হাত নামাইয়া দিয়া ) Hopeless !

শঙ্কর। কী হলো?

জয়ন্তী। আচ্ছা শঙ্করদা, তুমি কী?

শঙ্কর। কেন?

জয়ন্তী। এই বর্ষার সন্ধ্যায় বাতরে চেয়ে তুমি আব কিছু দেখতে  
পেলেনা?

শঙ্কর। কেন পাবো না? ছাতি মাথায় দিয়ে ভিজতে ভিজতে  
কত লোক যাচ্ছে ...এত রুষ্টিতেও ফিবিওয়ালার হাঁক বন্ধ নেই...  
রিক্সওয়ালার ঠিকঠাক রিক্স টানতে। শুনেব, মানে দেশেব জনসাদাবণেব  
per capita income কত জানো?

জয়ন্তী। আবার Economics! শঙ্করদা, তোমার মতো কী  
poetry একেবারে নেই? বাইরে চেয়ে তুমি দেখতে পেলেনা যে  
আকাশে কী ঘন কালো মেঘ! দেখলে শুধু কালো একটা গরু!  
দেখতে পেলেনা মেঘের বুকে বিদ্যুতের খেলা? দেখলে শুধু  
ইলেকট্রিক ল্যাম্পপোস্ট। নববর্ষার শ্যামসমারোহ তোমাকে বলাতে  
পারলো না—

হৃদয় আমার নাচেবে আজিকে

ময়ূরের মত নাচেবে, হৃদয় নাচেবে—

শঙ্কর। Economics এর সঙ্গে কাব্যের চিরকালের ঝগড়া!  
কবিতা আমার আসে না।

জয়ন্তী। চেষ্টাই নেই। আসবে কোথা থেকে? আচ্ছা, পড় ত' এই কবিতাটা—

শঙ্কর। (জয়ন্তীর হাত হঠাতে বই লইয়া) —এই টে?

এমন দিনে তারে বলা যায়

এমন ঘনঘোব বরিষায়—

(শঙ্কর পড়িতে থাকে। জয়ন্তীও তাহাব সঙ্গে আবৃত্তি শুরু কবে।  
যখন শঙ্কর পড়িতেছে—

সমাজসংসার মিছে সব

মিছে এ জীবনের কলব

কেবল আশি দিয়ে

আগিব সব পিষে

হৃদয় দিয়ে হৃদি অন্তর

আবাবে নিশে গেছে আব সব।

সেই সময় পবেশ হবে বিনি। দবজায় দাড়াইয়া সে শোনে)

জয়ন্তী। (স্বানকে দেখিয়া) আপনি কখন এলেন?

বিনি। এষ্ট মাত্র। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে (শঙ্করের দিকে চাহিয়া)

আবৃত্তি শুনছিলুম। ১মৎকার। নমস্কার, শঙ্করবাবু—

শঙ্কর। নমস্কার।...এই বর্ষাব বেঁচেয়েছেন?

বিনি। বর্ষা বলেই ত' বেঁচেয়েছি। তবে মন বসলো না।

জয়ন্তী। কিছু কবি বলেছেন—

নীল নবঘনে আষাঢ় গগণে তিলঠাই আব নাহিরে

ওবে আজ তোবা হাস নে ঘরের বাহিরে—

বিনি। (হাসিয়া) কবি ঠিকই বলেছেন—‘আজ তোবা হাস নে ঘরের বাহিরে’। অর্থাৎ ঘরে দু’জন আছে। দু’জন থাকলে বাইরে যাবার

দরকার কী? কিন্তু আমি যে একলা, তাই মেঘ দেখে আর ঘরে থাকতে পারলুম না।

জয়ন্তী। শঙ্করদা দেখো, মিস সেনের ভেতর কী রকম কাব্য—

শঙ্কর। আচ্ছা, এবার নাচের training শুরু হোক। আমি উঠি—

রিনি। না, শঙ্করবাবু, আপনি বসুন।

শঙ্কর! আমি থাকলে আপনাব শেখানোব অস্ববিধে হবে।

রিনি। না না, কোনো অস্ববিধে হবে না।

জয়ন্তী। বরং গুঁর আবও ভালো করে শেখাতে ইচ্ছে করবে।

( রিনির দিকে চাহিয়া হাসে )

রিনি। ( কোনো উত্তর না দিয়া ) আপনি বসুন শঙ্করবাবু—

শঙ্কর। বেশ! তাহলে কিন্তু বর্ষাব নাচ—

রিনি। ( খুসীভাবে ) বর্ষাব ত' অনেক নাচ আছে। কোনটা বলুন—

শঙ্কর। “শাঙন গগণে ঘোর ঘনঘটা—”

জয়ন্তী। শঙ্করদা! তবে যে বলে তোমার মধ্যে কাব্য নেই?

রিনি। জয়ন্তী, কাব্য সবার মধ্যেই থাকে। কেউ প্রকাশেব সুযোগ পায়, কেউ পায় না—

জয়ন্তী। ( ক্র কঁচকাইয়া ) তাই বুঝি?

শঙ্কর। মিস সেন, আপনি শুরু করুন।

( প্রবেশ করে গজানন )

গজা। দিদিমণি, চা নিয়ে আসি? ( রিনিকে দেখিয়া )—আপনিও এসে গেছেন মাস্টারমণি! তাহলে আপনাবও আনি।

( গজানন চলিয়া যায় )

রিনি। বেশ লোকটি। যেমন চালাক চতুর, চটপটে—তেমন সুন্দর কথাবার্তা—

জয়ন্তী। তাই বুঝি ?

বিনি। আমায় ও ‘মাষ্টারমণি’ বলে—শুনতে বেশ লাগে। অত্ন সকলে এমন সব বলে, শুনলে মন খাৰাপ হয়ে যায়। জানেন শঙ্করবাবু, নাচ শেখাই বলে সবাহ যেন মুখ ফিবিয়া হাসে। কিন্তু কী করবো বলুন ? উপায় ত’ আমায় কবতেই হবে—

শঙ্কর। আপনি শুরু করুন, মিস সেন। জয়ন্তীর mood নষ্ট হয়ে যেতে পারে—

জয়ন্তী। দাঁধান, পাশেব ঘবে বেব উটা চালিয়ে দিয়ে আসি।

( জয়ন্তী চলিয়া যায়। বেবর্ডে গান শুরু হয়—“গাঙন গগনে ধোন ঘনঘটা ( ববান্দ্র সঙ্গীত ) জয়ন্তী পুনবায় প্রবেশ কবে— )

—এহবাব আবন্ত করুন।

( গানেব সঙ্গে বিবিব নাচ শুরু হয়। নাচেব সঙ্গেই দৃশ্য শেষ হয় )

## দ্বিতীয় দৃশ্য

কুবেরেব বৈঠকখানা। সন্ধ্যা ৬টা।

[ কুবের ও অনন্ত। ]

অনন্ত। শঙ্কর আজও আসে নি।

কুবের। না। ক’দিনই তাকে দেখছি না। আজকাল ও কমই আসে। আব এলেও বেশীক্ষণ থাকে না।

অনন্ত। তাই না কি ?

কুবের। অবশ্য দোষ জয়ন্তীরই। মেটে পডতে চায় না। আর শঙ্কর পডাব ব্যাপাবে হৈম্যান serious।

অনন্ত। ব্যাপাবটা বোব হয় অত সহজ নয় হে, কুবের। মনে হচ্ছে কোথাও যেন একটু জট পাকিয়েছে—



কুবের। সে কী ?

অনন্ত। দাঁড়াও, আর ছ'চার দিন দেখি। তারপর বলবো—

( প্রবেশ করে গজানন )

গজানন। ( কুবেরকে ) ডাক্তার মাসীমা এসেছেন।

অনন্ত। ডাক্তার মাসীমা !

( গজানন কুবেরের হাতে একটা কার্ড দেয় )

কুবের। ( কার্ড দেখিয়া অনন্তকে দেয় ) এই নাও।

অনন্ত। ( কার্ড দেখিয়া, একটু পরে ) যাও, ভেতরে পাঠিয়ে দাও।

( গজানন চলিয়া যায় )

( গম্ভীর ভাবে ) কুবের, হাতটা দেখি ! ( কুবের হাত বাডায় )

না না, বেথা-বিচার নয়, নাড়ী দেখবো—

কুবের। ( নার্ভাস ) নাড়ী দেখবে !

অনন্ত। হ্যাঁ। ( কুবেরের নাড়ী দেখিতে দেখিতে ) নারী আসছেন !

তাই নাড়ী দেখবো—

কুবের। ( একটু পরে, ভয়ে ভয়ে ) কী দেখছ ?

অনন্ত। একটু দ্রুত চলছে—

( প্রবেশ কবে অলকানন্দা )

অলকা। নমস্কার !

কুবের-অনন্ত। ( উভয়ে ) নমস্কার !

অলকা। ( মিষ্টি হাসিয়া ) আপনাকে দেখতে এলুম কেমন আছেন।

সেদিন আপনাব নাড়ী দেখার পর থেকেই ক'দিন খুব ভাবনায় ছিলুম।

কিন্তু এত কাজের চাপ মোটে দেখতে আসার সময় করতে পারি নি।

অনন্ত ! ধন্যবাদ !

অলকা। ( অনন্তর দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া ) কেন ?

অনন্ত । ( বিস্মিত )—আপনি কষ্ট করে দেখতে এসেছেন—

অলকা । কাকে দেখতে এসেছি ?

অনন্ত । ( বিব্রতভাবে )...এঁকে...মানে আমার বন্ধু কুবেরকে—

অলকা । তাহলে ধনুবাদটা ঠুঁই দেওয়া উচিত । ( অস্ত্র স্তরে )

কিন্তু...( কুবেরকে ) আপনি ত' আমাকে বসতেও বলেন না ।

কুবের । ( লজ্জা পাইয়া ) বসুন, অলকাদেবী !

অলকা । ( বসিতে বসিতে ) ধনুবাদ ! সেদিন কতক্ষণে হুস্থ বোধ কবলেন ?

কুবের । একটু পরেই । আমার ভাঙ্গী...জয়ন্তী...সেই যে, যে মেয়েটিকে সেদিন দেখেছিলেন...ও আমাব ধাত জানে ত' ! বাড়ীতে একটা গুপ্ত ছিল—সেটা দিতেই কাজ হলো—

অলকা । আপনার ভাঙ্গীটি বেশ মেয়ে ! খুব চালাকচতুর—! দেখতেও দিকি । কই, তাকে ত' আজ দেখছি না—

কুবের । জয়ন্তী ভেতরেই আছে । ওব নাচের tutor এখনই আসবে কি না—

অলকা । জয়ন্তী তাহলে নাচ শিখছে ! গানের tutorও নিশ্চয়ই আছে—

কুবের । না । এতদিন নিজে নিজেই শিখছিল । তারপর, আমাব এই বন্ধু, ( অনন্তকে দেখাইয়া ) অনন্ত, ওই বললে একজন ভাল টিউটর রাখতে—তাই কাগজে একটা বিজ্ঞাপনও দিয়েছি—

অলকা । ( অনন্তর দিকে চাহিয়া ) বন্ধু আপনার ভাল কথাই বলেছেন—

অনন্ত । সাধারণতঃ বন্ধুটী ভাল কথাই বলে । কেবল 'ধনুবাদ'টা বেকাদায় বলে ফেলেছিল ! আশা করি তাব জন্তে মার্জনা পেতে তার দেরী হবে না ।

অলকা। আমাকে আর লজ্জা দেবেন না, অনন্তবাবু! কী জানেন, ফুলের মেয়েদের বকে বকে মেজাজটাই কড়া হয়ে গেছে—

অনন্ত। ( হাসিয়া ) না না, মন আপনার বেশ নবম।

অলকা। ( খুসী ) আপনি কী করে জানলেন ?

অনন্ত। তা না হলে আপনি ঠুঁকে দেখতে আসবেন কেন ? সেদিন ত' আরও ক'জন আপনার সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা ত' কই খোঁজ নেন নি—

অলকা। ( সলজ্জ হাসি ) কী জানেন, অনন্তবাবু, মনটা আমার নরম, মেজাজটা কড়া—

অনন্ত। ( খানিকক্ষণ স্থির ভাবে দেখিয়া ) তবে আর বেশীদিন কড়া থাকবে না—

অলকা। কী কবে জানলেন ?

অনন্ত। ( হাসিয়া ) ও আমবা জানতে পাবি...

( অলকা বুঝিতে পারে না )

কুবের। অনন্ত জ্যোতিষ চর্চা কবে। হাত দেখতে পাবে।

অলকা। আপনি হাত দেখতে পাবেন।

কুবের। ওর দস্তবমত চেঁষাব আছে ! সেখানের ভীড় যদি আপনি দেখেন—

অলকা। ( ডান হাত বাড়াইয়া দিয়া ) দেখুন না আমার হাতটা একবার, অনন্তবাবু—

অনন্ত। ডান হাত নয়। বাঁ হাত। ( অলকা বাঁ হাত দেয় )...কী দেখব বলুন।

অলকা। ( সলজ্জ হাসি ) আপনার যা ইচ্ছে।

অনন্ত। তা কখনও হয় ? আপনি কী জানতে চান বলুন।

অলকা। ( সলজ্জ ) ঐ যে...আপনি বলেন...মেজাজ নরম হবে!...কবে হবে ?

অনন্ত । ( হাসিয়া ) বুঝেচি । ( হাত পর্দা ফাকি কবিয়া )—যা বলেছি ঠিক তাই—

অলকা । ( ব্যগ্রভাবে ) কী ?

অনন্ত । এই দেখুন । আপনার এই কনিষ্ঠাব মূলদেশে, বুকের কেন্দ্রকে বিদীর্ণ কবে এই যে দিশিবা দেখা যাচ্ছে... এব সঙ্গে এই যে আয়ুর্বেদ, এব দুবছর মাপ বন্ধানি, দেখতে পাচ্ছেন ?

( অনন্ত দেখায় । অলকা নীচু হইয়া দেখাব চেষ্টা কবে )

অলকা । ( বু কিয়া পড়িয়া ) কই না ত'—

অনন্ত । ( কুবেবকে , আচ্ছা, কুবেব তুমি দেখ ত'—

( কুবেব নীচু হইয়া দেখায় চেষ্টা কবিতো অলকাব সহিত মাথা

ঠোকাঠুকি হয় )

কুবেব । উঃ ।

( মাথায় হাত পুনাইতে থাকে । অলকা লজ্জিত, বিব্রত )

অনন্ত । ( কুবেবকে কপালে হাত বুলাইতে দেখিয়া ) না, এখনও শিঙ বেবোয় নি ।

কুবেব । ( ভয় পাইয়া ) শঙ্ক ?

অনন্ত । হ্যা । শিঙ, বেকব । আর একবার ঠোকাঠুকি কব — নয় ত' বেকবে, দুজনেই ।

অলকা । ( ভয় পাইয়া ) ও মা, সে ব । শিঙ বেকবে কী ?

অনন্ত । খণাব বচনে নো তাম নো

অলকা । তাহলে ?

অনন্ত । আর একবার ঠোকাঠুকি ককন । কোন উপায় নেই ।  
কুবেব ।

কুবেব । বলছ । ( অলকাকে ) তাহলে আসুন ।

অলকা। কিন্তু খুব আস্তে।

( কুবেরের সহিত মাথা ঠোকাঠুকি করে )

উঃ !

অনন্ত। ( হাসিয়া ) ঠিক আছে। এইবার দেখুন, অলকাদেবী... এই যে বুকের ক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে যে দ্বিধিরা গেছে সেটা থেকে আপনার আয়ুরেখা মোটেই দূরে নয়। এটাই হোলো লক্ষণ যে আপনার মধুরভাব আসার সময় প্রায় এসে পড়েছে—

অলকা। ( খুসী ) মধুরভাব !

অনন্ত। হ্যাঁ। সময় এসেছে...খুবই কাছে এসেছে, যদি না—

অলকা। ( হতাশ ) এর মধ্যে আবার ‘যদি না’ আছে ?

অনন্ত। হ্যাঁ। ...যদি না ইতিমধ্যে শনি প্রকট হয়ে গুঠে—

অলকা। ( হাত টানিয়া লইয়া ) তাহলে হোলো না। শনি অনেক দিন থেকেই আমাব পেছু নিয়েছে ! ( কুবেরকে ) এক কাপ চা খাওয়াবেন কুবের বাবু ? গলাটা শুকিয়ে গেছে।

কুবের। ( ডাক দেয় ) গজানন !

গজা। ( ভিতর হইতে ) ঘাই---

অলকা। ( দীর্ঘশ্বাস ) কুবেরবাবু, আপনি ভাল আছেন চোখে দেখে গেলুম—এই যথেষ্ট ! ( অনন্তকে ) আর অনন্তবাবু, আপনার সঙ্গে আলাপ হোলো, সেও খুব আনন্দের কথা ! মাঝে মাঝে আপনার চেয়ারে গিয়ে বিরক্ত করবো।

অনন্ত। না না বিরক্ত করবেন কেন ? গিয়ে বরঞ্চ আমায় খুসী করবেন ! এই যে গজানন—

( গজানন একেবারে চা লইয়া প্রবেশ করে )

অলকা। একেবারে চা নিয়ে এসেছ, গজানন ?

গজা। ( একগাল হাসি ) কখন কী দিতে হয় আমি সব জানি, ডাক্তার মাসীমা !

( চায়ের ট্রে টেবিলের উপর রাখে )

অলকা। ডাক্তার মাসীমা !

কুবের। সেদিন আপনি আমার নাড়ী দেখেছিলেন—সেই থেকে গজানন আপনাকে ঐ নাম দিয়েছে—

( গজানন হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায় )

অলকা। ডাক্তার মাসীমা। ( বলিয়াই সম্ভারে হাসে। তারপর লজ্জা পাইয়া ) ছিঃ ছিঃ ! কী অসভ্যের মত হাসলুম বলুন ত' !

কুবের। না না, হাসি ত' ভাল জিনিষ !

অনন্ত। জানেন অলকাদেবী, বন্ধুটী আমাব ঐ কথা বলছে বটে, নিজেকে কিন্তু মোটে হাসে না। দিনরাত বসে বসে কী সব ভাবে—

অলকা। কী ভাবেন আপনি ?

অনন্ত। ওর ভাবনার কী মাথামুণ্ড আছে ? লোকে যে জন্তে বেশী ভাবে, অর্থাৎ টাকা...তার অভাব ওর নেই ! তার ওপর নিজে bachelor...কোন বামেলা নেই। অথচ দিনরাত মুখ গোমড়া করে থাকে ! আপনি আজ এসেছেন তাই ওকে একটু হাসি হাসি দেখছি ..

অলকা। দেখুন, আমাবও তাই। এই আপনাদের সঙ্গে বসে একটু গল্পসল্প করছি তাই হাসতে পারছি। ত না হলে স্কুলের মেয়েদের বক্তে বক্তে হাসি ভুলেই গেছি !...আজ অনেকদিন পর হো-হো করে হাসলুম।

কুবের। হাসতে আপনার ভাল লাগে ?

অলকা। হাসতে কার না ভাল লাগে বলুন ? কিন্তু হাসতে পাই কই ?

কুবের। জয়ন্তী, আমার ভাগ্নী...ও খুব হাসাতে পারে। আর নিজেও ভাবী হাসিখুসী।

অনন্ত। মানে, মামাব ঠিক উন্টো। আবার, জানেন অলকাদেবী, মামাব ভাগ্নেটী আমাব উন্টো। আমি কী রকম দেখছেন ত' ? আর আমার ভাগ্নেটী মনে করে যে হাসলে বুঝি একটা মস্ত অগ্নায় করা হয়—

অলকা। আমি কিন্তু সে রকম নয়। খুব হাসতে চাই, কিন্তু লোক পাই না যার সঙ্গে একটু মন খুলে হাসতে পারি—

অনন্ত। আপনি সত্যি হাসতে চান ?

অলকা। খুব চাই।

অনন্ত। তা হলে আপনি জয়ন্তীব সঙ্গে বোজ ঘণ্টা দুই করে বহ্নন ...দেখবেন হাসি কাকে বলে !...ওব music lesson এর ভারটা আপনিই নিন ! কী বল কুবেব ?

( অলকা মনে মনে খুসী হয় )

কুবেব। উনি কী বাজী হবেন ? ( অলকার দিকে চায়। অলকা চুপ কবিয়া থাকে )

( চঠাং ) নেবেন অলকাদেবী আমাব সে ভাব ?

অলকা। আপনাব ভাব ?

অনন্ত। ওব...মানে, ও বলছে ওব ভাগ্নী, জয়ন্তীব—

কুবেব। ই্যা, জয়ন্তীব ভাব নিলেই আমাব ভাব নেওয়া হোলো। মানে আমি অনেকটা নিশ্চিত হয়ে গেলুম !

অনন্ত। আপনি 'আব ই-তস্তঃ' কববেন না, অলকাদেবী—

অলকা। আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন, কুবেববাবু ! আপনাকে দেখতে এসে আপনার ভাগ্নীর মাষ্টারী করতে আরম্ভ করে দেব !  
আমার লজ্জা লজ্জা করছে !

অনন্ত। এতে কোনো লজ্জা নেই, অলকাদেবী! জয়ন্তীরও গান শেখা হবে আর আপনিও হেসে বাঁচবেন! আপনি ত' বলেন আপনি হাসতে চান! দেখবেন, জয়ন্তী কী রকম হাসাবে!...আপনি খুব হাসবেন—

অলকা। ( কুবেবকে দেখাওয়া ) আব উনি? উনি হাসবেন না?

অনন্ত। ( হাসিয়া ) উনি? ঠ্যা আপনার উনিও হাসবেন!... নিশ্চয়ই হাসবেন—আপনি হাসবেন, আপনার উনি হাসবেন, আমি হাসবো, আমবা সবাই হাসবো।...হো হো করে হাসবো।

( বলিয়া অনন্ত হাসে। ওবাও হাসিতে যোগ দেয়। ওদের হাসির

মাঝে প্রবেশ করে বিগি। অলকাকে দেখিয়া বিস্মিত হয়।

অলকাও সমান বিস্মিত হয় বিগিকে দেখিয়া )

বিগি। ( বিস্মিত ) মাসামা।

অলকা। ( বিস্মিত ) বিগি।

( কুবেব ও অনন্ত বিস্ময়ে পদক্ষেপের দিকে চায় )

## তৃতীয় দৃশ্য

জয়ন্তীর ঘর। অপরাক্ষ, প্রায় ছটা।

[ জয়ন্তীর কলোড্রেব বন্ধু অজয় বসির একটি ম্যাগাজিন পড়িতেছে অজয় বাঙলায় এম্, এ পড়ে। সুন্দর চেহারা—অত্যন্ত স্মার্ট। গরনে দামী স্মার্ট। শব্দের বিপরীত। প্রবেশ করে জয়ন্তী। বাহিরে যাওয়াব জন্ত বিশেষ কবিয়া প্রশোধন কবিয়াছে ]

জয়ন্তী। ( হাসিতে হাসিতে ) I'm so sorry, জয়! তোমায় অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি—



অজয়। That's all right, জয়! মন থাকে চায় তার জন্তে প্রতীক্ষা করা যে কত মধুর তা যদি তুমি জানতে জয়, তাহলে এ কথা বলতে না! তুমি আসছ...তুমি আসছ...তুমি আসছ!—এই যে কল্পনা, এতেই ত' আনন্দ!

জয়ন্তী। (সকৌতুকে) তাই না কি?

অজয়। নিশ্চয়! তুমি যতক্ষণ আসনি আমি চোখ বুজে কল্পনা করছি—

জয়ন্তী। কী?

অজয়। তোমার রোমাঞ্চকর প্রসাধন চিত্র—

জয়ন্তী। রোমাঞ্চকর প্রসাধন?

অজয়। নিশ্চয়ই!

(অজয় বলিতে আরম্ভ করে। জয়ন্তী মুক অভিনয়ে

নৃত্যের ভঙ্গীতে সে বর্ণনাকে রূপ দেয়)

অজয়। আমি কল্পনার চোখে দেখছি তুমি showerটা খুলে দিলে! ওটা কালিদাসের কালের 'ধারাবাহিকের' আধুনিক সংস্করণ!...স্বিচ্ছন্দ্রানে সে তোমাকে করলে রমনীয়!..বসলে তুমি গিয়ে "মুকুরখানি সামনে নিয়ে"—অর্থাৎ, তোমার ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে।

জয়ন্তী। আচ্ছা! বলে যাও!

অজয়। আয়নায় নিজের কপ দেখতে দেখতে ফুটে উঠলো হাসির রেখা তোমার ঐ অধব কোণে!

জয়ন্তী। চমৎকার।

অজয়। এলিয়ে পড়েছে তোমার পিঠভরে মেঘের মত কালো ঘন চুল! চাঁপাফুলের মত ঐ অঙ্গুলির নিপুণসঞ্চালনে তুমি রচনা করলে সর্পিল একটি বেণী!

জয়ন্তী। আরে ছিঃ ছিঃ! সেই পুরোনো বেণী! Sky-scraper কী cabbage type hair-do নয়?

অজয়। For Heavens' sake, জয় !...ওর মধ্যে কোনো poetry নেই !

জয়ন্তী। বেশ ! তারপর ?

অজয়। তারপর কালিদাসেব নাট্যিকার 'লোঞ্ছফুলের শুভরেণু'... অর্থাৎ মুখে উপর বুলিয়ে দিলে আলতো কবে নরম পাউডারের 'পাফ'টি !

জয়ন্তী। দিলুম। তারপর ?

অজয়। তারপর দুটি আঙ্গুলের মাঝে লিপষ্টিকটী ধরে টানলে সুন্দর একটা রেখা তোমার ঐ পাতলা ঠোঁটের ওপর।...দিলে য়ুহু চাপ...হুই ঠোঁটে হোলো কোলাকুলি...লালে হয়ে গেল লাল !

জয়ন্তী। এখানেই শেষ না কি ?

অজয়। উহু ! লালের পর কালো।

জয়ন্তী। সে কোথায় ?

অজয়। তোমার ঐ ভাসাভাসা ছুটি চোখে ! দিলে টেনে কালো কাজলের রেখা !

জয়ন্তী। এর পবেও আছে না কি ?

অজয়। এলো eye-brow pencil ! দেখতে দেখতে ক্র চলে এলো কানের কাছে '।

জয়ন্তী। ( হাসিতে হাসিতে ) আর আমি চলে এলুম তোমার কাছে—সিনেমা যাবো বলে !

অজয়। তখন আমি বলুম—

হে নিকরপমা

আজি চপলতা যদি ঘটে কবিও ক্ষমা।

( প্রবেশ করে শঙ্কর—এই কবিতাটা বলাব মাঝখানে )

জয়ন্তী। ( শঙ্করকে দেখিয়া ) শঙ্করদা কখন এলে ?

শঙ্কর। ( গম্ভীর ) এই আসছি। তুমি কী বেরুচ্ছ ?

জয়ন্তী। আজ একটু অজয়ের সঙ্গে সিনেমায় যাচ্ছি, শঙ্করদা !  
 Sorry ! তোমাদের আলাপ করিয়ে দেওয়া হয় নি !...অজয় মিত্র,  
 আমাদের সঙ্গে P. G. তে পড়ে, বাঙলায় এম, এ দেবে ! আর শঙ্করদা,  
 এর কথা তোমায় ত' আগেই বলেছি, অজয় !...শঙ্করদা এ বছর I.A.S.  
 দেবে—

অজয়। নমস্কার !

শঙ্কর। নমস্কার ! ( জয়ন্তীকে ) সিনেমায় যাচ্ছ ?

জয়ন্তী। একটা খুব ভাল ছবি 'Elite'এ এসেছে—

অজয়। A Street Car Named Desire—আপনি দেখেছেন ?

শঙ্কর। না।

অজয়। দেখেন নি ? Tennessee Williamsএর কী বই  
 দেখেছেন ? Summer Smoke ?—A Cat On A Hot Tin  
 Roof ?

শঙ্কর। না।

অজয়। Eugene O'Neillএর Oh ! Wilderness !—কিংবা  
 Desire Under The Elms ?

শঙ্কর। না।

অজয়। Strange ! একখানাও দেখেন নি ? Arthur Williams  
 এর Death of a Salesman নিশ্চয়ই দেখেছেন—

শঙ্কর। না।

অজয়। আশ্চর্য ! অথচ I. A. S. দিতে যাচ্ছেন।

শঙ্কর। ছুটোর মধ্যে যোগটা কী ঠিক বুঝতে পারলুম না।

অজয়। ( হাসিয়া ) একেবারে Vivaর সময় বুঝবেন। Fox Tort  
 জানেন ?

শঙ্কর। না।

অজয়। Belly Twist দেখেছেন ?

শঙ্কর। না।

অজয়। Embassy, Princess, Mocambo, Blue Fox এ  
গেছেন ?

শঙ্কর। মাপ কববেন, Blue Fox, Sly Fox কাকুর সঙ্গেই পবিচয়  
নেই।

অজয়। Jazz King কে জানেন ?

শঙ্কর। না।

অজয়। শঙ্করবাবু, take my advice —এবাব I. A. Sএ বসবেন  
না।

জয়ন্তী। No... no... জয় ! Don't discourage him ! শিলার  
দাদা গতবছর I. A. S. পেয়েছে ! তাব দৌড় আমি জানি।

অজয়। সব vegetable I. A. S. ! যাক্ চল ! ছটা বাজ্ছে !  
নমস্কাব শঙ্করবাবু—

জয়ন্তী। শঙ্করদা please don't mind ! অজয় একটু বেগী  
নকে ! আসি, কেমন ? তুমি কিষ্ট্ চা না খেয়ে যেয়ো না ! আমি  
গজাকে বলে গেছি !

( জয়ন্তী ও অজয় ঢলিয়া যায়। শঙ্কর একখানি বই দেখিতে থাকে।  
একটু পরে প্রবেশ কবে বিণি। এবই সময়ে ভিতর দিক হইতে প্রবেশ  
করে গজানন )

গজা। ( বিণিকে দেখিয়া ) ওঃ ! আপনিও এসে গেছেন মাঠার  
মণি ! ভালই হয়েছে। বড়ন, চা নিয়ে আসি।

বিণি। নমস্কাব শঙ্করবাবু। জয়ন্তী কোথা ? ( শঙ্কর জবাব দেয়  
না। গজাননকে ) গজানন, তোমাব দিদিমণি কোথা ?

গজা। দিদিমণি অজয় দাদাবাবুব সঙ্গে সিনেমায় গেছেন

আপনাকে কাল আসতে বলে গিয়েছেন। আপনি বসুন, চা নিয়ে আসি—

রিণি। না, আজ আর চা খাবো না। তুমি যাও—

( গজানন চলিয়া যায় )

আপনি কতক্ষণ একলা বসে আছেন ?

( শঙ্করের পাশের চেয়ারে বসে )

শঙ্কর। এই খানিকটা।

রিণি। একলা থাকতে আপনার ভাল লাগে ?

শঙ্কর। মন্দ লাগে না।

রিণি। আমার কিন্তু মোটে ভাল লাগে না।

শঙ্কর। কেন ?

রিণি। যতরাঙ্গের চিন্তা এসে মাথায় ভীড় করে।

শঙ্কর। কী চিন্তা ?

রিণি। অনেক রকম। তাই কোনো একজনের সঙ্গে বসে গল্প করতে ভাল লাগে—সময় কেটে যায়।

শঙ্কর। যে কোনো একজন হলেই হোলো ?

রিণি। হ্যাঁ...তাই।

শঙ্কর। কোনো বিশেষ লোকের দরকার নেই ?

রিণি। থাকলেই বা পাচ্ছি কোথা ? এই সেদিন সেই বর্ষার সন্ধ্যাবেলায় যেমন আপনাকে পেয়ে গেলুম !

শঙ্কর। আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে পথ চলতে আপনার ভাল লাগছিল ?

রিণি। খুব !...কেন, আপনার বুদ্ধি ভাল লাগে নি ?

শঙ্কর। আমারও বেশ লাগছিল !

রিণি। অমাবস্তার অন্ধকার রাত...আকাশে মেঘ...ঝিপঝিপ করে

বৃষ্টি পড়ছে...পথঘাট জলে ভর্তি...লোকজন বিশেষ কোথাও নেই !  
রাস্তার আলো পর্যন্ত নিভে গেছে...

শঙ্কর । আপনার ভয় করছিল না ?

রিণি । ভয় করবে কেন ? আপনি ত' সঙ্গে ছিলেন । তাছাড়া  
অন্ধকারকে আমি ভয় করি না ।

শঙ্কর । অন্ধকারের মানুষকে ?

রিণি । অন্ধকারের মানুষ আমি চিনি । সেদিন আপনার সঙ্গে  
পথ চলতে চলতে মনে হচ্ছিল এ পথ যদি না ফুরোয় —

শঙ্কর । তাই না কি ?

রিণি । আপনি কিছ খুব সাবধানে আস্তে আস্তে চলছিলেন —

শঙ্কর । অন্ধকারে সাবধানেই পথ চলতে হয়—

রিণি । আপনি বড় বেশী সাবধানী ! এটুকু পথ কতক্ষণে হাঁটলেন  
বলুন ত' ?

শঙ্কর । আস্তে হাঁটার অন্য কারণও থাকতে পারে ।

রিণি । কী কারণ ?

শঙ্কর । নাই বা জানলেন—

রিণি । বলুন না ।

শঙ্কর । কী হবে শুনে ?

রিণি । শুনে ভাল লাগবে বলে—

শঙ্কর । কী করে জানলেন ভাল লাগবে ?

রিণি । ভাল লাগবে না এমন কথা ছেলেরা মেয়েদের বলে না ।

শঙ্কর । কী করে জানলেন ?

রিণি । অনেক যে শুনেছি—

শঙ্কর । অনেক শুনেছেন ?

রিণি । হ্যাঁ ।

শঙ্কর। সে সব কী মিথ্যে ?

রিণি। সব মিথ্যে।

শঙ্কর। আমিও যদি তেমন একটা কিছু বলি ?

রিণি। ইচ্ছে হয়, বলবেন।

শঙ্কর। সেই মিথ্যেই শুনবেন ?

বিণি। হ্যা, তাই শুনবো। তবু 'ত' কিছুক্ষণের জন্তে ভাল লাগবে।

সেও লাভ !

শঙ্কর। সে কী ?

রিণি। হ্যা। শুধু মিথ্যে শুনে না তুললেই হোলো—

শঙ্কর। কিঙ্কলোকে যে ভোলে —

রিণি। যারা ভোলে তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা কম—

শঙ্কর। তোমার কী খুব বেশী ?...মাপ করবেন, হঠাৎ 'তুমি' বলে

ফেলেছি—

রিণি। আপনি আমাকে 'তুমি'—ই বলবেন, শঙ্করবাবু—

শঙ্কর। তাহলে তুমিও আমাকে 'শঙ্করবাবু' বলতে পাবে

না—

রিণি। কী বলবো ?

শঙ্কর। শঙ্করদা ! বয়েসে আমি বড়—

রিণি। শুধু বছর গুণে কী বয়েস হিসেব হয় ?

শঙ্কর। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে রিণি, কোথায় যেন তোমার একটা ব্যাথা...

রিণি। ও কথা এখন থাক, শঙ্করদা ! তোমার কাছে যা শুনেচে চেয়েছি তাই বল।...কিঙ্কল এখানে আব নয়—

শঙ্কর। কোথায় যাবে ?

রিণি। চল না লেকের ধারে বেড়াতে বেড়াতে—

শব্দ। ( বাহিবে আকাশের দিকে দেখিয়া ) কিন্তু আকাশে মেঘ  
যে বেশ ঘনিষ্মে এসেছে । ..এখনি ঝড়পৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে—

বিগি। হোক না ।

( পাশের বাড়ী হইতে বেড়িওব গান ভাসিয়া আসে )

( রবীন্দ্রসঙ্গীত )

“আজ ঝড়ের বাতে তোমার অভিসার

পবাণ-সখা বন্ধ হে আমাব—”

( কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া শোনার পব ওবা ডুজনে বাহিব হইয়া যায় )

[‘মকে পদা নামে । প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার । গান চলিতে থাকে । গান  
শেষ হইলে পবের দৃশ্য শুরু হয় ।]

### চতুর্থ দৃশ্য

জয়ন্তী ব ঘব । সঙ্ক্যা ।

[ অলকানন্দাব কাছে জয়ন্তী গান শিখিতেছিল । একটা গান শেষ  
হওয়া ব পব ]

অলকা । না । জয়ন্তী । শেপাব চাড তোমাব মোটেই নেই । আর  
তা না থাকলে কোনো কিছুই শেখা যায় না । এই কথাটা আমার  
Music Hall অব মেয়েদেব ব্যববাব বলি । ভেবেছিলুম তোমায়  
বলতে হবে না ।

জয়ন্তী । কেন ? যা সবাইকে বলেন তা আমাকে বলবেন না কেন ?

অলকা । ছোট মেয়েদেব যা বলতে হয় তোমার মত ধাড়ী মেয়েকেও  
তাই বলতে হবে ?

জয়ন্তী । আমায় ধাড়ী মেয়ে বলেন । আমি মামাকে বলে দেব ।

অলকা । এই দেখ ! কী ছেলেমানুষ ! সব কথা মামাকে  
লাগানো !



জয়ন্তী। তা না হলে আর কাকে বলবো?

অলকা। তোমার মামা বুঝি বিয়ে করেন নি?

জয়ন্তী। বিয়ে! মামা মেয়ে দেখলে তেড়ে যায়—

অলকা। সে কী?...কই আমায় ত' সে রকম তেড়ে আসেন নি—

জয়ন্তী। আপনাকে তেড়ে আসাব আগেই যে মামার নিজের নাভী ছেড়ে যাচ্ছিল!

অলকা। কেন, সেদিন তুমি বাড়ী ছিলে না, আমি ফিরেই যাচ্ছিলুম। তোমার মামা দেখতে পেয়ে আমায় ডেকে কাছে বসালেন, কত গল্প কবলেন! তেড়ে আসার মতন ত' মনে হোলো না—

জয়ন্তী। বাইরে থেকে কিছু বুঝতে পারবেন না।

অলকা। তাই বুঝি?

জয়ন্তী। ই্যা।...মামা আপনার সব খবর নিচ্ছিল ত'?

অলকা। হুঁ।

জয়ন্তী। বলেছি!.....এইবাব একদিন তেড়ে আসবে। খুব সাবধান!

অলকা। আচ্ছা। সাবধানেই থাকবো।... তবে আমার ভয় কী? তুমি ত' রয়েছ! তুমি বলে দিও—“মামা, আমার গানের টীচার খুব ভাল লোক! ওকে যেন কোনোদিন তেড়ে যেও না—”

জয়ন্তী। সে আমি বলবো। কিন্তু শুনলে হয়! মামা যা বদমেজাজী লোক!

অলকা। অনেক বয়েস অবধি বিয়ে না করলে অমন হয়—

জয়ন্তী। মামার আর ‘অনেক বয়েস’ কোথা? তবে ত' ৪৫—। আপনার কত?

অলকা। আমার?...আমার আর কত হবে?

জয়ন্তী। চল্লিশ!

অলকা। নানা! আমার এখনও ৩৫ই হয় নি! আচ্ছা, জয়ন্তী, আমাকে দেখলে কী বয়েস হয়েছে বলে মনে হয়?

জয়ন্তী। মোটেই না।

অলকা। তোমার মামা বিয়ে করেন নি কেন, জয়ন্তী?

জয়ন্তী। টাকা রোজগার করতে ব্যস্ত ছিল, সময় পায় নি। এদিকে যখন টাকা হোলো তখন বিয়ে বয়েস পেরিয়ে গেছে—

অলকা। কিন্তু জয়ন্তী, তুমি যে বললে পুরুষমানুষের ৪৫ বয়েসই নয়!

জয়ন্তী। সে ত' আমি বল্লাম! মামা যে মনে করে বুড়ো হয়ে গেছে...বিয়ের কোনো chanceই নেই!

অলকা। তা কেন? আজকাল ত' চল্লিশে কত মহিলাদেরই বিয়ে হচ্ছে! এই ত' সেদিন, আমার এক বন্ধু এক প্রোফেসরকে বিয়ে করলে—ভুললোক ওকে পড়াতে...বরের বয়েস ৩৭, কনের বয়েস ৪০! মেয়েদেরই যদি চল্লিশে বিয়ে হয় পুরুষের ৪৫এ হবে না কেন?

জয়ন্তী। তাইত'...

অলকা। তোমার মামাকে বুঝিয়ে বোলো জয়ন্তী যে আশা ছেড়ে দেবার কোনো কারণ নেই। বোলো যে আমি বলেছি...না না, আমি বলেছি সে কথা বলার দরকার নেই। এমনি বোলো যে কোনো কাজেই হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়—

জয়ন্তী। হাল অবশ্য মামা ছাড়চে না, অন্ততঃ যতদিন অন্তমামা পাশে আছে। অন্তমামাকে জানেন ত'?

অলকা। ঐ ত' যিনি ভাল হাত দেখতে পারেন—

জয়ন্তী। হ্যাঁ। অন্তমামা বলেছে যে আর দেরী নেই। অন্ত মামার কথা ঠিক মিলে যায়—

অলকা। যা বলেন সব মিলে যায়?

জয়ন্তী। প্রত্যেকটি! আমি অনেকবার দেখেছি।

অলকা। অস্তবাবু আমার হাত দেখে একটা কথা বলেছেন।

কলবে?

জয়ন্তী। নিশ্চয়ই। কী কথা?

অলকা। (ইতস্ততঃ কবে) বলবো?...বলেই ফেলি! তুমি কিন্তু কাউকে বোলো না।

জয়ন্তী। না না। কাউকে বলবো না।

অলকা। অস্তবাবু বলেছেন, আমাব...আমার ঠাণ্ডা হবার সময় হয়ে এসেছে—

জয়ন্তী। ...ঠাণ্ডা হবাব সময়? কী সর্বনাশ!

অলকা। না না, সেরকম ঠাণ্ডা নয়। মানে, আমাব temper-টা এবার নবম হবে! জানো জয়ন্তী, আমি নিজেই যেন টেব পাচ্ছি যে ভেতবে ভেতরে আমি যেন কেমন নরম হয়ে আসছি।

জয়ন্তী। আমিও ক'দিন ধবে তাই লক্ষ্য কবছি।

অলকা। আচ্ছা, কেন এমন হোলো বল ত'?

জয়ন্তী। বোধ হয় মামাব সঙ্গে বসে গল্প সল্প কবার জন্তে—

অলকা। আচ্ছা, জয়ন্তী, তোমাব মামা আমাব কথা কিছু বলেন?

জয়ন্তী। মামা ত' আজকাল আপনার কথা ছাড়া অগ্র কথা বলেনই না।

অলকা। (খুসী) তাই নাকি? কী বলেন আমার কথা?

জয়ন্তী। বলবো। কিন্তু তার আগে আপনি আমাব কথার জবাব দিন—

অলকা। কী কথা?

জয়ন্তী। রিনি সেন আপনাব নিজের বোনের মেয়ে?

অলকা। কোনো বোনেরই নয়। মাসীমা বলে যেমন স্কুলেব জুনিয়র  
টিচাররা বলে ! রিগি Alakan Music Hall এর নাচের টিচার।

জয়ন্তী। আপনাব সঙ্গে ওব কোনো সম্বন্ধই নেই ?

অলকা। না। তবে আমি ওকে বেশ ভাল করেই জানি। বেশ  
মেয়ে—

জয়ন্তী। ওব সঙ্গে কী কোনো একটা ছেলেকে দেখেছেন ?

অলকা। কিছুদিন থেকে একটা ছেলেকে দেখছি বটে। বেশ  
সুন্দর চেহারা—ভালমানুষ ভালমানুষ দেখতে। কী নাম যেন  
বুলে সেদিন। ও, হ্যাঁ, শঙ্কর।

জয়ন্তী। তাব সঙ্গে বিনিব কী সম্পর্ক জানেন ?

অলকা। শঙ্করের কাছে বিনি পড়ছে প্রাইভেটে B.A. দেবে বলে।

জয়ন্তী। ঠিক জানেন ?

অলকা। বাঃ। আমারই গুলেব একটা ঘবে বসে ত' ওরা  
পড়াশোনা কবে। বিনিব বাসায় সুবিধে মত ঘব নেই বলে আমিই  
এই বন্দোবস্ত কবে দিমেছি।

জয়ন্তী। ওঃ।

( প্রবেশ কবে অজয় )

অজয়। Sorry, Disturb কবলুম। ( অলকাকে ) আপনার গান  
শেখানো হোলো ?

অলকা। ( হাসিয় ) অনেকক্ষণ হয়ে গেছে—

জয়ন্তী। ( গম্ভীর ) অজয়, তোমাব এত দেবী ?

অজয়। ( জয়ন্তী'র অস্বাভাবিক স্ববে বিস্মিত ) দেবী। না, ঠিক  
সময়েই ত' এসেছি।

জয়ন্তী। না, তোমাব দেবী হয়েছে।...চলো।

( জয়ন্তী আগে যায়, পিছনে অজয় )

অলকা। (আন্দাজ করিতে না পারিয়া)—ব্যাপারটা কী হোলো?—ওঃ।

(একটু পরে আন্দাজ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে। যাইবার জন্ত প্রস্তুত হয়। বাহির হইতে প্রবেশ করে কুবের)

কুবের। নমস্কার! চলে যাচ্ছেন না কি?

অলকা। হ্যাঁ। জয়ন্তী ত' আজও বেশীক্ষণ শিখলো না।

কুবের। জয়ন্তী গেল কোথা?

অলকা। অজয়ের সঙ্গে এইমাত্র বেরিয়ে গেল—

কুবের। অজয়! ঠিক জানেন?

অলকা। হ্যাঁ। জয়ন্তী ছেলেটাকে ধমক দিলে—“অজয়! তোমাব এত দেবী?”

কুবের। ধমক দিলে? আবার তা'বই সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

অলকা। হ্যাঁ।

কুবেব। (চিস্তিত) ..তাই ত'!

অলকা। কী ভাবছেন?

কুবের। ভাবছি কেন এমন হয়?

অলকা। কী হয়?

কুবের। লোকে ভাবে এক, হয় আর...

অলকা। আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছি—

কুবেব। আশ্চর্য্য ত'। আপনাব আমার ভাবনা এক লাইনে যাচ্ছে না কি?

অলকা। আপনি নিশ্চয় জয়ন্তীর কথা ভাবছেন—

কুবের। ঠিক বলেছেন—

অলকা। আমিও তাই।

কুবের। জয়ন্তীর কথা আপনি কী ভাবছেন?

অলকা । ভাবছি ঐ ছেলেটাব সঙ্গে অমন করে ও বেবিয়ে গেল কেন ? চোখ মুখে ঘেন কেমন একটা ভাব—

কুবেব । ঐ ছেলেটা মানে, অজয় ?

অলকা । হ্যাঁ ।

কুবেব । অথচ, জানেন অলকাদেবী, আমি চেয়ে ছিলুম যদি শঙ্করের দিকে ওব মনটা—

অলকা । কে শঙ্কব ?

কুবেব । আমার বন্ধু অনন্তব ভায়ে ।

অলকা । বিনি যাব কাছে পড়ছে ? বিনি সেন, জয়ন্তী'ব নাচের টাচার—

কুবেব । শঙ্কব বিনি সেনকে পড়াচ্ছে ।

অলকা । আমার ঝুলেব ঘবে বসেই off-period এ বিগি শঙ্করের কাছে পড়ে । আব দাবোয়ানের কাছে শুনেছি শঙ্কব অনেকক্ষণ ধরে পড়ায়—

কুবেব । শুধু পড়ায় না, অনেকক্ষণ ধবে পড়ায় । তাহলেই হয়েছে ।

অলকা । কী হোলো ?

কুবেব । সব গোলমাল হয়ে গেল । হিসেব মত কিছুই হোলো না । শঙ্কব জয়ন্তীকে অনেকক্ষণ না পড়িয়ে বিনি সেনকে অনেকক্ষণ পড়াচ্ছে । জয়ন্তী শঙ্কবের সঙ্গে বেড়াতে না গিয়ে অজয়ের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে । কিস্তী মাং হোলো না ।

অলকা । কুবেববাবু, এ যে মনের খেলা, দাবাব খেলা 'ত' নয় যে আগে থেকে চাল ঠিক করে রাখবেন...ঘব হিসেব করে ঘুঁটা চালবেন !

কুবেব । অঙ্ক ও তাই বলছিল ।

অলকা । মন চলে আপনার নিয়মে । সে 'ত' কোনো গার্জেনের কথা শোনে না । জোর করে শোনাতে গেলে উট্টো ফল হবে—

কুবের। আপনি এত কথা জানলেন কী করে ?

অলকা। এ ত' সহজ কথা ! আপনি জানেন না ?

কুবের। না। আমার মনকে কড়া শাসনে আমি এতদিন একটা কাজে লাগিয়ে রেখেছিলুম। সে শাসন আমার মন মেনেছে—

অলকা। সেটা কী কাজ ?

কুবের। ব্যবসায় টাকা রোজগার ! মনকে শক্ত করে দিনরাত পরিশ্রম করেছি—

অলকা। দুটো একেবারে আলাদা জিনিষ, কুবেরবাবু।

কুবের। কোন দুটো ?

অলকা। টাকা রোজগার... আর...( ইতস্ততঃ করে )

কুবের। আর কী ?

অলকা। ( লজ্জা ) সে আমি বলতে পারবো না।

কুবের। কেন ?

অলকা। লজ্জা করে—

কুবের। ( বিস্মিত ) লজ্জা ?

অলকা। হ্যাঁ। আপনার সামনে সে কথা কী করে বলবো ?

কুবের। তাতে কী হয়েছে ? আমি ত' কাউকে বলতে যাচ্ছি না। বলুন।

অলকা। না।

কুবের। না কেন ?

অলকা। ( সলজ্জ ) আপনি বুঝতে পারছেন না বুঝি ?

কুবের। না।

অলকা। খুব পারছেন। আপনার খালি দুষ্টুমি ! আমায় লজ্জায় ফেলতে চান—( একটু পরে ) ভালবাসার কথা জানেন না বুঝি ?

কুবেৰ। ভালবাসা। কী কবে জানবো? কখনও ত' ও লাইনে  
যাই নি।

অলকা। আমি বুঝি গেছি?

কুবেৰ। যান নি বুঝি?

অলকা। (সলজ্জ) এব আগে কী কখনও গেছি?

কুবেৰ। এঁ। এব আগে।...মানে?...ওঃ। বুঝেচি।

(কুবেৰ ও অলকা দুজনেই হাসিয়া উঠে—লজ্জা মেশানো হাসি)

### পঞ্চম দৃশ্য

অনন্তব জ্যোতিষ চৰ্চ্চাব চেম্বাব। পবেব দিন সন্ধ্যা।

[রক্তাশ্রবণাবী অনন্তেখব একট চোকীব উপর ধ্যানস্থ।  
অপেক্ষা করিতেছে বেস-কোর্সেব জয়াডী বাখাল হালদাব। অনন্ত  
ধ্যানশেষ কবিয়া কালিব পটেব সামান গিয়া প্রণাম কবিল। তাহাব পর  
“তাবা। তাবা” বলিতে বলিতে তক্তাব উপর গিয়া বসিল। চেম্বারটি  
জ্যোতিষীব ব্যবসায়েব মন কন্দিয়াই সাজানো। অনন্তব হাতে গলায়  
রক্তাক্ষেব মালা। কপালে সিঁজুবেব বড় টিপ।]

অনন্ত। (কালি প্রণামান্তে) তাবা। ত'রা। মা।

(তক্তায় আসিয়া বসিল)

(অনন্ত বসাব সঙ্গে সঙ্গেই বাখাল হ দাব উঠিয়া গিয়া তাহাব পা  
জড়াইয়া ধবিল। বাখাল কিঞ্চিৎ মত্পান করিয়াছে)

বাখাল। বাবা। (অনন্তব পা জড়াইয়া ধরে)

অনন্ত। কে?

বাখাল। আমি বাখাল হালদাব।

অনন্ত। এ কী। পা জড়িয়ে ধবছেন কেন?



রাখাল। (স্বরূপানজনিত জড়িতকণ্ঠে) বাবা! আমি বড় অভাগা! বড় অন্ডায় করেছি বাবা!... (উঠিয়া) এই নিন! আমার কানটা মলে দিন—

অনন্ত। (মুখে গন্ধ পাইয়া) সন্ধ্যাবেলাই চড়িয়েছেন দেখছি!

রাখাল। কী বল্লেন?

অনন্ত। বলছি সন্ধ্যাবেলাতেই স্বরূপান কবেছেন?

রাখাল। (জিব কাটিয়া, স্বরে) “স্বরূপান কবি না মাগো, স্খা খাই জয় কালি বলে।” ভুলে থাকবো বলে বাবা। বড় দাগা পেয়েছি! (পায়ে মাথা ঠোকে)

অনন্ত। আঃ! কী হচ্ছে কী? এখনই লোকজন আসবে! কী হয়েছে, তাই বলুন। ...কী চান?

(রাখাল পা ছাড়িয়া চোখ মুছিতে মুছিতে)

রাখাল। গত হপ্পায় বড় ঠকেছি বাবা!...আপনি Blue Flash ধরতে বলেছিলেন আমি Golden Eagle ধবেছিলুম! আপনার কথা অমান্য করেছি বাবা! Blue Flash ফাষ্ট'হোলো, Golden Eagle ফ্রাট! অনেক টাকায় যা খেয়েছি বাবা।

অনন্ত। আমার কথা শোনেন নি, যা খেয়েছেন! এখন আমি কী করবো?

রাখাল। কালকের টিপটা দিয়ে দিন বাবা। আর আমি অবাধ্য হবো না। এবার যা বলবেন বাপের স্পৃহুরের মত তাই করবো।

অনন্ত। যা বলবো তাই কববেন?

রাখাল। ই্যা বাবা! আপনি আমার গুরু।

অনন্ত। তাহলে আমি বলি ঘোড়াবাজী ছেড়ে দিন—

রাখাল। অমন বেয়াড়া কথা কেন কইছেন বাবা? রাত্রে যে শুম হবে না! ঘোড়ায় আমায় খেয়েছে বাবা! আমি এবার ঘোড়াকে

খাবো ! আপনি পায়ের ধুলো দিন বাবা ! ( এক খাবলা লইয়া মাথায় দেয় ) অনেক কষ্টে আপনার খোঁজ পেয়েছি ! আপনার টিপ্‌নিষে কুবের মল্লিক লটারীর ওপর লটারী পায় ! আমি সব শুনেছি ! এড়িয়ে গেলে চলবে না বাবা !...এই আমি ত্রিচরণে হত্যে দিলুম—

অনন্ত । ( পা সরাইয়া লইয়া ) না না হত্যে দিতে হবে না—

রাখাল । তবে বলুন, কাল কী খেলবো ? এই যে বই...

( রেসিং গাইড দেয় )

অনন্ত । ( বই লইয়া ) দেখুন রাখালবাবু, নেহাৎ পেড়াপীড়ি করলেন বলে গত শনিবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও যা হোক একটা বলে দিয়েছিলুম ! ঘোড়াবাজী মা' ঠিক পছন্দ করেন না ! তাই কিছু বলতেও চান না ! আর আমিও—

রাখাল । এ শুধু আমাকে বঞ্চনা করার জন্তে বলছেন বাবা ! আপনার কাছে ঘোড়ার নিজের মুখের খবর আছে, আমি জানি ।

অনন্ত । কী করে জানলেন ?

রাখাল । তা না হলে Blue Flash...যার বাবার খোঁজ নেই, কোন রেকর্ড পর্যন্ত নেই, সেই হোলো ফাষ্ট ! আর Golden Eagle... Quick Silver এর পয়লা বাচ্ছা ..তিন তিনবার President's Cup মারনেওয়াল, সে nowhere !...তার ওপর Bill Johnson এর মত ঘাগী জকি ! আমি কোনো কথা শুনেছি না বাবা ! বলতেই হবে ! আমি বড় অভাগা !

( কাঁদিতে শুরু করে )

অনন্ত । থাক্ থাক্ ! আর কাঁদবেন না ! দেখি মা কী বলেন—

রাখাল । ( কালীর পটের সামনে গিয়া ) মা'কে একটু জানাবেন বাবা ! আমি তাঁর অভাগা সন্তান ! কুপুত্র ষণপি হয় কুমাতা কখনও নয় ! বাবা ! আপনি জিজ্ঞেস করলে মা ঠিক বলে দেবে ।

অনন্ত । দেখি !...কাল সকালে একবার আসবেন ।

রাখাল । ( উঠিয়া ) এই নিন বাবা, মা'র পুজো ! ( দিল )

অনন্ত । ( গুনিয়া ) এ কী ! মোটে সওয়া পাঁচ আনা !

রাখাল । এখন সওয়া পাঁচ আনাই দিলুম বাবা !...নয়া পয়সায় কত হয় ঠিক মিলিয়ে দেবেন বাবা ! ( আরও কিছু খুচরা দেয় )—মা'কে আমি ঠকাবো না বাবা !...মা পকেটে ছিল সব মা'কে দিলুম ! মা ! ( পকেট দেখায় ) মা ! সন্তানকে দেখো মা ! যদি পাইয়ে দাও, জোড়া পাঠা দেব মা ! বাবা ! মা'কে ভক্তি করে জানাবেন—‘মা রাখালকে treble tote লাগিয়ে দাও !’

( উদ্বেগে প্রশ্নাম করিতে করিতে টলিতে টলিতে বাহির হইয়া যায় )

অনন্ত । তারা ! তারা !

( রেসিং গাইড দেখিতে থাকে । একটু পরে এধার ওধার সতর্কভাবে দেখিতে দেখিতে প্রবেশ করে মাদনী, বামাচরণের কণ্ঠা )

মাদনী । ( দরজার কাছ হইতে ) ভেতরে আসবো ?

অনন্ত । কে ?

মাদনী । আমি মাদনী গুপ্ত ।

অনন্ত । এসো ।

মাদনী । ( ভিতরে আসিয়া ) আমার মাতুলিটা হয়েছে ?

অনন্ত । তোমার পরীক্ষা পাশের মাতুলী না ?

মাদনী । ই্যা । আপনি তৈরী করে রাখবেন বলেছিলেন ।

অনন্ত । ( হাসিয়া ) বেখেছি ।

মাদনী । পরলে ঠিক পাশ ত' ?

অনন্ত । সকলই মা'র ইচ্ছা ! তারা ! তারা !

মাদনী । আমি কিন্তু পড়াশোনা কিছুই করি নি । গতবার ‘ফেল’ করেছি...কলেজের দুবছরের মাইনে, টিউটোরিয়াল হোমের ‘ফী’, সব

জলে গেছে। বাবা ভীষণ বেগে আছে। এবাব পাশ না করলে বন্ধে রাখবে না—

অনন্ত। মনে বিশ্বাস বেখে মাদুলী এবাব কব। বিশ্বাস না থাকলে কিন্তু বোনো কাজ হবে না। ‘বিশ্বাসে মিলায় বস্তু’...

মাধবী। গণেশ টিউটোবিয়ল হোমে খুব বিশ্বাস করেছিলুম। সিদ্ধিদাতাকে বোজ প্রণাম কবতুম। কিন্তু সিদ্ধি ত’ হোলো না—

অনন্ত ( হাসিয়া ) মাদুলী আর টিউটোবিয়ল হোম। ‘ দু’য়েব মধ্যে অনেক তফাৎ। মাদুলী মাতৃদত্ত দৈবশক্তি। ( প্রণাম করিয়া, বাহির কবে। মাদুলীটি মাধবীকে দেখাইয়া ) এ মন্তঃপুত।

মাধবী। ( সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া ) দিন।

অনন্ত। দেব বলেই প্রস্তুত কবে বেখেই। নেবাব জগ্রে প্রস্তুত হয়ে এসেছ ত’?

মাধবী। আজ্ঞে হা।

অনন্ত। আজ প্রাতে গঙ্গাস্নান কবেছ ?

মাধবী। কবেছি।

অনন্ত। সাবাদিন উপবাসে আছ ?

মাধবী। শুধু গঙ্গাজলে তেবী চা, চিনি না দিয়ে, সাতকাপ খেয়েছি।

অনন্ত। তাতে দোষ নেই। আসামের চা ও ... দাজিলিং এর নয় ?

মাধবী। হ্যাঁ।

অনন্ত। আসামের চা কামাখ্যাদেবীর চরণে উৎসর্গিত। বেশ ! তাহলে এবাব তোমাব হাতটি দাও, পরিস্কার দি।

মাধবী। হাতে পবাত হবে ?

অনন্ত। মাদুলী ত’ হাতেই এবাব কবতে হয়। না হয় গলায়।

মাধবী। গলায় মাদুলী / অত বড় ? Low-cut ব্লাউস পরলে দেখা যাবে যে।

অনন্ত । তাহলে হাতেই পর । এসো !

মাধবী । ( ভাবিয়া ) Sleeveless পরবো কী করে ?

অনন্ত । তাহলে বল কোথায় ধারণ করবে ?

মাধবী । ধারণ না করে যদি বাস্তবে রেখে দি ! আর রোজ সকালে কপালে ঠেকিয়ে পড়া আরম্ভ করি ?

অনন্ত । না । মাদুলী শরীরে রাখতে হবে । Divine force ছাড়া ওর একটি chemical action আছে ।

মাধবী । যদি রোজ রাতে শোওয়ার সময় পরি, সকালে খুলে রাখি ?

অনন্ত । হবে না ।

মাধবী । (চিন্তিত) তাহলে ? (একটু পরে) কোমরে পরলে হয় না ।

অনন্ত । তা হতে পারে ।

মাধবী । তাহলে তাই পরবো । দিন ।

অনন্ত । রোজ সকালে গঙ্গাজলে এটিকে ধুয়ে সেই জলটি খাবে ।

মাধবী । আর কিছু নিয়ম আছে ?

অনন্ত । প্রথম তিন দিন নিরামিষ খাবে ।

মাধবী । আর কিছু নয় ত' ?

অনন্ত । আর একটি নিষেধ আছে । পালন করা একটু শক্ত । কিন্তু করতেই হবে ।

মাধবী । বলুন, নিশ্চয়ই পালন করবো । পরীক্ষায় পাশ করতেই হবে ।

অনন্ত । এখন থেকে ছ'মাস কোনো ছেলের সঙ্গে মিশতে পারবে না । এটি মা'র বিশেষ আদেশ ! আর চা ছাড়া কফি খাবে না ।

মাধবী । তাই হবে । (অনন্ত মাদুলীটি কালির চরণে চোঁয়াইয়া মাধবীকে দেয় )

মাধবী। (কপালে ঠেকাইয়া মা কালিকে প্রণাম করিয়া ভ্যানিটিতে বাগিতেছিল) কত ?

অনন্ত। উত্তং . ত্তং । মাতুলী প্রথানে বেথো না। ওটা চামড়াব ত' ?

মাধবী। হ্যাঁ।

অনন্ত। মাতুলীৰ গুণ নষ্ট হয়ে যাবে।

মাধবী। তা'হলে একটুকুবে। কাগজ দিন, তাতে মুড়ে নিয়ে যাই—

( অনন্ত কাগজ দেয় )

( মুড়িতে মুড়িতে ) কত দিতে হবে ?

অনন্ত। এটা Extra Special power এর দিয়েছি। এব মূল্য ২৫.।

মাধবী। একটু ধর দয়া করেন...টিউটোবিয়ল হোমে অনেকগুলো টাকা গেছে। বাবা বেগে আগুন হয়ে আছে। ২৫. বড় বেশী হচ্ছে—

অনন্ত। আচ্ছা দুটাকা কম দাও...

মাধবী। (দিতে দিতে হাত টানিয়া) আর Refugee concession কিছু দেবেন ত' ? সব জায়গাতেই দেয়—

অনন্ত। ( হাসিয়া ) তোমার পাশ করা কেউ আটকাতে পাববে না।...দাও কুড়ি দাও...

মাধবী। ( খুসী মনে দিতে দিতে ) পাশ হয়ে গেলে মা'র পুজো দিয়ে যাবে।

( অনন্তকে প্রণাম করে )

অনন্ত। ভয়োস্তু। তাবা। তাবা।

( মাধবী চলিয়া যায় )

( একটু পরে ঝাডেব বেগে প্রবেশ করে সমীৰণ। গণেশ টিউটোবিয়ালের ছাত্র। বয়স ২০। পরণে ডেনপাইপ ট্রাউজার। লতাপাতা-

মার্ক। বঙীন হাওয়াইসার্ট। ছুঁচোলো মুখ জুতো।

সিনেমার হিরো প্যাটার্ণ চুল।)

সমীরণ। (অনন্তর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মত স্বরে) আজও ত' মুখ ফিরিয়ে চলে গেল!

অনন্ত। কে?

সমীরণ। আমি সমীরণ বোস!

অনন্ত। তা ত' দেখতে পাচ্ছি! জিজ্ঞেস করছি—মুখ ফিরিয়ে চলে গেল কে?

সমীরণ। মাধবী গুপ্ত! যার কথা সেদিন আপনাকে বল্লুম! আমাদের টিউটোরিয়াল হোমের! ডাকলুম, সাড়াই দিলে না!...আমার তাহলে কী কল্লেন?...ও কতদিন আর অমন কবে মুখ ফিরিয়ে যাবে?

অনন্ত। আরও অন্ততঃ ছ' মাস—

সমীরণ। এখনও ছ' মাস!...আমি বাঁচবো কী করে?

অনন্ত। কেন? বাজারে ত' মাছ-মাংস, ডিম-দুধ সবই পাওয়া যাচ্ছে! বাঁচার ব্যবস্থা ত' সবই রয়েছে....

সমীরণ। ও বাঁচা meaningless! মনকে উপোসী রেখে দেহকে মোটা করে কী লাভ?

অনন্ত। কিন্তু ও মেয়েটির মন যদি তোমায় না চায়! ও যদি তোমায় পছন্দ না কবে—

সমীরণ। করাতে হবে। সেইজন্মেই ত' আপনার কাছে আসা! তা না হলে আসবো কেন? Acid ছুঁড়ে ত' ঐ মুখের বারোটো বাজিয়ে দিতে পারতুম! আপনার মাহুলীর জোরে ওর মন খোকা গ্রোফেসার রবি দত্তর কাছ থেকে টেনে আমার দিকে ফিরিয়ে দিন! খরচ বা লাগে দেব—

অনন্ত। মাহুলীতে এ কাজ করা যায়—এ কথা কে তোমায় বলে?

সমীরণ। আমি কি কচি খোকা? (পকেট হইতে পাজির ছেঁড়া পাতা বাহির করিয়া) এটা কী?...কী লেখা রয়েছে এতে?

অনন্ত । কী আছে ?

সমীরণ । কী আছে ? ( পড়ে ) “এই মন্ত্রসিদ্ধ মাহুলী ধারণ করিলে আপনি যে রমণীকে চান সে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। শুধুমাত্র একবার মাহুলীটি আপনার বাক্তিতা নানাব অঙ্গে স্পর্শ করাহতে হইবে!”... সে আমি বাসে ওঠার সময় ম্যানেজ করবো!...আপনি মাহুলীটা তৈরী করে দিন।

অনন্ত । তুমি ত’ বেশ করিৎকম্মা ছেলে দেখছি—

সমীরণ । বাগবাজারের ছেলেরা একটু চালু মাল হয়—

অনন্ত । ঐ মেয়েটার মন তোমার দিকে কেবাতে চাও কেন ?

সমীরণ । ওকে আমার বেশ লাগে ! ওর সঙ্গে একটু বেড়াবো টেডাবো !

অনন্ত । ঐ মেয়েটাকে তুমি ভালবাস ?

সমীরণ । এই মরছে ! Out-of-syllabus question করছেন কেন ?

অনন্ত । বল না। তা না হলে মাহুলী তৈরী হবে কী করে ? সব কথা জানলে তবে ত’ সেই মত মাহুলীকে মন্ত্রসিদ্ধ করতে হবে ! তুমি মাধবীকে ভালবাস ?

সমীরণ । হ্যা—

অনন্ত ? ঠিক ত’ ? মিথ্যে বললে কিছু ফল হবে না। ভালবাস ত’ ?

সমীরণ । হ্যা।

অনন্ত । মাহুলীর জোরে ওর মন তোমার দিকে কিরিয়ে দিলে ওকে বিয়ে করবে ?

সমীরণ । ওরে ‘Father’ ! এ শুু সিলেবাসের বাইরে নয় একেবারে বইয়ের বাইরের question !

অনন্ত । কী ? বিয়ে করতে রাজী আছ ?



সমীরণ। ক্ষেপেছেন! বরিশালের বন্দী বামাচরণের মেয়েকে বিয়ে করবে বাগবাজারের সমীরণ বোস! মাদুলী তৈরী করতে অর্ডার দিয়েছি করে দেবেন! না পারেন সাফ বলে দেবেন! কলকাতায় জ্যোতিবীব অভাব নেই!... আর বাগবাজার থেকে গ্রে ষ্ট্রিট বেশী দূরও নয়—

অনন্ত। তাহলে সেখানেই যাও। আমার দ্বারা ও কাজ হবে না—

সমীরণ। বিচ্ছেদ থাকলে ত' হবে! সব ভাঁওতা বাজী! ফুঃ! মিচিমিচি সাতটা দিন loss হয়ে গেল! জলন্ধর কী লুধিয়ানায় লিখলে বশীকরণ-মাদুলী এতদিন (কস্মী দেখাইয়া) এইখানে উঠে যেত! ফুঃ।

(বিরক্তভাবে বাহিব হইয়া যায়)

অনন্ত। তারা! তারা! কী দিনকালই পড়লো মা!

(প্রবেশ করে কুবের)

কুবের। কে হে ছেলেটি, তোমায় গালাগাল দিতে দিতে বেদিষে গেল?

অনন্ত। বাগবাজারেব সমীরণ বোস! আবদার, মাদুলী'ব জোবে একটা মেয়ের মন ওর দিকে ফিরিয়ে দাও—

কুবের। এও হয় না কি?

অনন্ত। ও'ব ধারণা হয়।

কুবের। যদি হয় তাহলে তোমার নিজে'ব ভাগ্নেটিকে একটা দিও যাতে আমার ভাগ্নী'ব মন ওর দিকে একটু ফেরে!

অনন্ত। ব্যাপার কী?

কুবের। জয়ন্তী ত' শব্দকে মোটেই আমল দিচ্ছে না। অজয় বলে একটা ছেলে তাকে জয় করে বসে আছে—

অনন্ত। এই কথাটাই সেদিন তোমায় ইঙ্গিত করেছিলুম। মনে আছে?

কুবের। এখন উপায়?

অনন্ত। নিরুপায়।

কুবেব। কেন ? তোমাব দৈবশক্তি ?

অনন্ত। যৌবনের শক্তির কাছে তাব হাব। জয়ন্তী যদি অজয়কে পছন্দ কবে,—বাধা দিও না। মন যাকে চায়—

কুবেব। অলকাও ঠিক এই কথা বলছিল।

অনন্ত। কী বল্লে ?

কুবেব। হ্যাঁ, অলকাও বলছিল যে মন যাকে চায়—

অনন্ত। অলকাব সঙ্গে তো-াব এই সব কথা হয়েছে না কি ?

কুবেব। শুধু এই সব ? আবও অনেক কথা। মাতুলী আমারও একটা চাই, অনন্ত। কী কুক্ষণেই যে ঐ মহিলা আমার নাতী দেখেছিল।

অনন্ত। ( হাসিয়া ) বৃক্ষণ কেন ?

কুবেব। হঠাৎ ভেতরটা দুর্বল কবে দিলে।

অনন্ত। অকস্মাৎ কী যেন একটা হাশ্ব গেল।—তাই না ?

কুবেব। আগে যাও মাঝে মাঝে ঘুম হোতো এখন চোখ বুজলেই অলকানন্দ।

অনন্ত। অহো ! কী আনন্দ। কী আনন্দ।

কুবেব। কী যে ঠাটা কব। চোখেব সামনে অত বড় ভাগ্নী—

অনন্ত। দিন কয়েকেব জন্তে সবিয়ে দাও—

কুবেব। বাধায় ? কাব সঙ্গে ?

অনন্ত। যাব সঙ্গে যেতে এস আনন্দ পাব। অজয়েব সঙ্গে। দিন-কতক যুবে আসুক না।

কুবেব। তাতে কী হবে ?

অনন্ত। কী হবে জিজ্ঞেস কবো না। যা বলি তাই কব—

কুবেব। বলছ ?

অনন্ত। হ্যাঁ। কেন, জিজ্ঞেস কোবো না। আব আপাততঃ গজাননকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিও।

## তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জয়ন্তীর ঘর।

[ জয়ন্তী গান গাহিতেছিল। (রবীন্দ্র সঙ্গীত) “ঘরেতে ভ্রমর এলো”।  
গানের মধ্যেই প্রবেশ করে কুবের। বসিদ্ধা গান শোনে ]

জয়ন্তী। ( গান শেষ করিয়া পিছন ফিরিয়া দেখে কুবের। আশ্চর্য্য  
হয় )—মামা !

কুবের। কী বে ?

জয়ন্তী। এ তুমি কি কল্লে ?

কুবের। ( বুঝিতে না পারিয়া ) কী কবলুম ?

জয়ন্তী। তুমি চুপটা কবে বসে সব গানটা শুনলে ?

কুবের। শুনলুম। তাতে কী হয়েছে ?

জয়ন্তী। এর আগে ত’ কখনও শোনো নি—

কুবের। ( লজ্জা পাইয়া ) শুনি নি বুঝি ?...শোনার সময় কই বল ?

জয়ন্তী। ( সর্কোতুকে ) না মামা ! তুমি যেন কী রকম হয়ে  
যাচ্ছ ! তুমি গান শুনছ ! কবিতা পড়ছ !

কুবের। ( বিবত ) কবিতা পড়ছি ?

( জয়ন্তী ততক্ষণে রবীন্দ্রনাথের ‘সঞ্চয়িতা’ আনিয়াছে )

জয়ন্তী। ( দেখাইয়া ) এই যে...। রবীন্দ্রনাথের ‘সঞ্চয়িতা’ তোমাব  
হিসেবের খাতার পাশে কী করে এলো ?...আব এই পাতাটি খোলা ?  
( আরম্ভ করে )

আপনারে তুমি কবিরে গোপন কী করি—

হৃদয় তোমার আঁখির পাতায় থেকে থেকে পড়ে ঠিকবি !  
পড়ছিলে ত’ ?

কুবের। না না, একটু বোধ হয় পাতা উণ্টে দেখছিলুম! আমি কী তোর মতন অমন করে পড়তে পারি ?

জয়ন্তী। আমি কী পড়ি মামা! আমার চেয়ে অনেক ভাল পড়ে—( ইতস্ততঃ করে )

কুবের। কে ? শঙ্কর ?

জয়ন্তী। হায় হায়, শঙ্করদা পড়বে কবিতা ? কবিতার বই দেখলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

কুবের। তবে কে ?

জয়ন্তী। সেই যে সেদিন যার কথা তোমায় বল'ছিলুম...

কুবের। কে বল ত ?

জয়ন্তী। এর মধ্যে ভুলে গেছ ? অজয় ! ... অজয়েব আরাতি যদি শোনো না মামা...

কুবের। বেশ ত' একদিন শুনবো। অডয় ত' প্রায়ই আসে—

জয়ন্তী। না মামা, প্রায় নয় ! ... মাঝে মাঝে আসে ! আজ অবশ্য আসার কথা আছে।

কুবের। কখন ?

জয়ন্তী। তার কী কোনো ঠিক আছে ? এখনও আসতে পারে আবার ( প্রবেশ করে অডয়। দরজার কাছে ভাঙাকে দেখিয়া )—

এই ত' বলতে বলতেই এসে গেছে । ( হাসিতে হাসিতে ) অজয়, তোমার কথা এই মাত্র মামাকে বল'ছিলুম—

অজয়। আমার কথা !

কুবের। হ্যাঁ। জয়ন্তী বল'ছিল তুমি নাকি খুব সুন্দর কবিতা পড়তে পার ! তাই আমি বল্লুম যে একদিন শুনবো—

জয়ন্তী। 'একদিন' কেন মামা ? আজই শোনো না ! অজয় আবার কবে আসে তার ত' ঠিক নেই।

কুবের। ওঃ! হ্যাঁ! তাও ত' বটে! অজয় ত' রোজ রোজ আসে না!  
তাহলে আজই শোনাও অজয়—

অজয়। ( জয়ন্তীকে ) তাহলে তুমিও আমার সঙ্গে বল—

কুবের। সেই ভাল! তু' জনে একসঙ্গেই বল—

( জয়ন্তী ও অজয় আবৃত্তি করে )

অজয়-জয়ন্তী। পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রস্থি

আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।

রঙিন নিমেষ ধুলার তুলাল

পরাণে ছড়ায় আবীর গুলাল

ওডনা ওডায় বর্ষাব মেঘে দিগঙ্গনার নৃত্য

হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত।

কুবের। বাঃ! বেশ বলেছে ত! “হঠাৎ আলোর ঝলকানি  
লেগে ঝলমল করে চিত্ত!” —তারপব?

অজয়-জয়ন্তী। নাই আমাদের কনক চাঁপার কুঞ্জ

বন বীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ।

হঠাৎ কখন সন্ধ্যা বেলায়

নামহারা ফুল গন্ধ এলায়

প্রভাত বেলায় হেলাভরে কবে অরুণ কিরণে তুচ্ছ

উদ্ধত বত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন শুচ্ছ!

কুবের। চমৎকাব! চিটেগুডের কারবার কবতে গিয়ে কী মিষ্টি  
জিনিষই হারিয়েছি!

অজয়-জয়ন্তী। নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন

নাই রে ঘরের লালন-ললিত যত্ন।

পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়

বন্ধন তারে করি না খাঁচায়

ডানা মেলে দেওয়া মুক্তি প্রিয়ের কুঞ্জে হুজনে হুজনে তুণ্ড

আমরা চকিত অভাবনীষের কচিং কিরণে দীপ্ত।

কুবের। বাঃ! বাঃ! 'অভাবনীষের কচিং কিরণে দীপ্ত'!

অভাবনীষ কিছু ঘটলেই ত' মজা!

জয়ন্তী। যা বলেছ মামা! এই যে তুমি হঠাৎ গান-কবিতা ভালবাসতে আরম্ভ করেছ, এটা অভাবনীষ! কাজেই বেশ মজা লাগছে! তোমার লাগছে না?

কুবের। একটু একটু!...হবে দেখ জয়ন্তী, তোবা যেন পাঁচজনকে এ কথা বলে বেডাস নি।

জয়ন্তী। না মামা, তুমি দেখো, আমি কাউকে বলবো না—

কুবের। তোকে বিশ্বাস নেই! ভুই যা বক্ বক্ করিস! অজয়, তুমি ওকে একটু সামলে দিও ত'—

অজয়। দেবো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

জয়ন্তী। ( একটু পরে ) মামা!

কুবের। কী বলছিস?

জয়ন্তী। ( ইতস্ততঃ করিয়া )...বল'ছিলুম,...Economics-এর বদলে বাঙলায় M.A. দিলে হয় না?

কুবের। সে কী? এত দিন পবে?

জয়ন্তী। ক' মাস চেষ্টা কবে দেখলুম কিছুতেই সুবিধে করতে পারছি না। তার চেয়ে বাঙলা...মাতৃভাষা...অনেক সোজা।

কুবের। তা ঠিক!

জয়ন্তী। ( ইতস্ততঃ করিয়া ) তা ছাড়া অজয় ত' বাঙলায় M. A. পড়ে—

কুবের। ( বুঝিতে পারিয়া )—মাঝে মাঝে এসে একটু দেখিয়ে দিতেও পারে—

জয়ন্তী। ( উৎসাহিত ) হ্যা, মাঝে মাঝে দেখিয়ে দিলেই হবে—  
কুবেব। আর শব্দর বেচারী বোজ বোজ দেখিয়ে দিয়েও স্তব্ধে  
করতে পারলে না।

জয়ন্তী। ও subject-টা আমার ভালই লাগতো না—

কুবেব। তাহলে শব্দর এখন কববে কী ?

জয়ন্তী। সে তুমি ভেবো না মামা। শব্দরদা ভাল ছাত্রী পেয়েছে।  
সে খুব মন দিয়ে শব্দরদার কাছে পড়ছে। শব্দবদাব আজকাল ত'  
এখানে আসাবই সময় হয় না।

কুবেব। ক' দিন তাকে দেখিনি বটে—

জয়ন্তী। মামা, তাহলে subject change করি ?

কুবেব। Subject, object সবই change কব! আমি ওব  
কী বুঝি বল ? অজ্ঞেয় সঙ্গ পবামর্শ কবে যা হয় ঠিক বরে নিস।

জয়ন্তী। লেগে ভাল !...জানো মামা, অজ্ঞ বাংলায় খুব strong !  
আর তা ছাড়া যে subject-টা পড়তে মন চায় সেটা চর্চা কবে তৈরী  
হয়ে যায়—

কুবেব। কাজেই, অজ্ঞ মাঝে মাঝে এলেই চলবে, কেমন ?

জয়ন্তী। হ্যা !...কেবল এই আবশ্বেক সময়টা.. একেবারে নতুন  
আবস্থা বববো ত'—

কুবেব।—বোজ বোজ এলেই ভাল হয়। ..আমিও তাই  
ভাবছিলুম .

জয়ন্তী। ভাবছিলে ত ?...আমি জানি তুমি ভাববে। আমার  
ভাবনাতেই ত' বাত্রে তোমাব দৃম হয় না। (কাছে সর্পিয়া আসিয়া) দেখ  
দাঁক ক' মাসে তোমাব শরীর কী হয়ে গেছে।

কুবেব। না না জয়ন্তী, আমার শরীর ঠিক আছে। তোকে যেন  
বরঞ্চ একটু বোগা বোগা দেখাচ্ছে ! কী অজ্ঞ, তাই না ?

অজয়। আমি ত' ক'দিন ধবেই জয়ন্তীকে সে কথা বলছি। ওর শরীর বেশ খাবাপ। আপনাকে ও কিছু বলে নি?

কুবের। কিছু না। 'আব আমিও কাজেব বায়েলায় কোনোদিকে নজর দিতে পারি না।

অজয়। আপনি লক্ষ্য করেন নি আবৃত্তি করার সময় ও কী বকম ইফাচ্ছিল?

কুবের। কই না। - বী বে জয়ন্তী, বী ব্যাপাব?

জয়ন্তী। এমন বিছা না। ( হাট দেখাইয়া ) এট খানটা নায়ে নায়ে কী বকম

কুবের। হাটে--।

জয়ন্তী। ( ঘাড় নাড়িয়া ) মনে হয় যেন এড পড এবছে—নিঃশেষ নিতে কষ্ট হচ্ছে।

কুবের। এ বকম কতদিন হয়েহে?

জয়ন্তী। Economics পড়াটা পড়'ওই

কুবের। হবেই ত'। Economics পড়া কী মেয়েদের কাজ। এক এক খানা বর্গয়েব ওজন দেখে'ছ ত'। না না, তো'ব Economics পড়ে কাজ নেই। বাপ, আমি ব'লি পড়াশোনা বিছা দিন বন্ধ থাক। আমি ডাঃ বোসকে একটা 'ল' দি বা'ল অজব?

অজয়। আমার মনে হ'ল নানাবাবু, এ'ই সব case এ ডাক্তার ওষুধেব চেবে হাওয়া বদলে বেশ কাজ হয়। আপনি এবক জয়ন্তীকে নিয়ে দিন কতক গু'বা কী Vizag বে অ'লুন।

কুবের। কথাটা ত' ভালহে বলে, বাবাটো। কিন্তু কাজকম ফেলে আমি যা'হ কী কবে?

অজয়। আমি অবশ্য গোপালপুর যাচ্চ ত, একদিনেব মপো! আমার বাবা ওখানে সিভিলসার্জন।



কুবেব। তাই নাকি? তাহলে ত' জয়ন্তী তোমাব সঙ্গেই যেতে পারে। যদি অবশ্য তোমাব কোনো অস্ববিধে না থাকে—

অজয়। না না। আমাব কোনোই অস্ববিধে নেই। বাবা, মা, ছোট বোন সবাই ওখানে থাকে, লোকজনও আছে—

কুবেব। তাহলে জয়ন্তী, অজয়ের সঙ্গেই তুই এখন যা। আমি দিন কয়েক পবে অস্ত্রকে নিয়ে না হয় কয়েক দিনেব জন্তে বেড়িয়ে আসবো। ( অজয়কে ) তোমাব বাবা-মা'ব সঙ্গে আলাপ কবাও হবে। কী বে জয়ন্তী?

জয়ন্তী। তোমাব যখন তাই ইচ্ছে— তবে তোমায় একলা ফেলে যেতে ভবসা হচ্ছে না মামা।

কুবেব। আমাব জন্তে তুই কিছু ভাবিস নি জয়ন্তী। তোব শবীবটা আগে সাবা দবকাব। আমি একলা ঠিক থাকবো—

জয়ন্তী। অবশ্য, যদি খুব একলা মনে হয় ত' কবিতা পড়তে পাব—

অজয়। কিন্না বেডিওটা খুলে দিযে গানও শুনতে পাবেন—

জয়ন্তী। তা ছাড়া, আমাব গানেব টীচাবকে বলে যাবো মাঝে মাঝে তোমায় গান শুনিয়ে যাবে, কি বল?

কুবেব। হ্যা, সে মন্দ হয় না—

জয়ন্তী। ( হাসিয়া ) তবে পোজ বোজ নয়--মাঝে মাঝে।

কুবেব। হ্যা মাঝে মাঝেই ভাল। ( হাসিয়া ) আচ্ছা, আমি এখন উঠি—

( কুবেব চলিযা যায়। ওবা হাসিয়া ফাটিয়া পড়ে )

অজয়। বাহাদুর মেয়ে বটে।

জয়ন্তী। কেন?

অজয়। তুমি চালাক জানতুম। কিন্তু এতটা আন্দাজ করতে

পারি নি! ভালমামুষটী সেজে থাক! গোপালপুর trip-টা কী wonderfully manage করলে! আর তোমার শঙ্করদাকে—

( প্রবেশ করে শঙ্কর )

জয়ন্তী। এ কী শঙ্করদা যে! আজ কী সূর্য্য পশ্চিমে উঠেছে না কী?  
শঙ্কর। কেন?

জয়ন্তী। তোমাব দেখা পাওয়া গেল!

অজয়। আস্তন আস্তন, শঙ্করবাবু! ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? আমি না হয় যাচ্ছি ( উঠে )—

শঙ্কর। ( অগ্রসর হইয়া আসিয়া ) না না, আপনি যাবেন কেন?  
আপনি বসুন। ( নিজেও বসে )

অজয়। ( বসিয়া ) Thank you । I hope you have excused me, শঙ্করবাবু—

শঙ্কর। কিসেব জগ্গে?

অজয়। সেদিন কতকগুলো inconvenient questions.

শঙ্কর। ( গম্ভীর ) Inconvenient নয় impertinent.

অজয়। But believe me, I never meant to hurt you—

শঙ্কর। শুনে সুখী হলুম।

জয়ন্তী। শঙ্করদা বোসে। চা আনতে বলি।

শঙ্কর। না। আমি এখনই উঠবো। কবে থেকে পড়া আরম্ভ কববে তাই জানতে এলুম। ক দিন আসতে পারি নি, একটু ব্যস্ত ছিলাম—

জয়ন্তী। কিসে এত ব্যস্ত ছিলে, শঙ্করদা? ( শঙ্কর একটি ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাওতে থাকে ) নতুন ছাত্রীকে নিয়ে বুঝি? কী রকম পড়ছে তোমাব নতুন ছাত্রী?

শঙ্কর। পুরোনোব চেয়ে ভাল।

জয়ন্তী। পূর্বোক্ত চেয়ে নতুন চিবদিনই ভাল।

শঙ্কর। (অজয়ের দিকে চাহিয়া) — হুঁ।

জয়ন্তী। মিস সেন খুব intelligent, না?

শঙ্কর। Intelligent কি না জানি না। তবে তোমার পড়াটা সখের, তাবটা প্রয়োজনের। দু'য়েব মধ্যে তফাৎ আছে। যেখানে প্রয়োজনের তাগিদে পড়া সেখানে মনোযোগ বেশী পাওয়া যায়। —  
যাক। মামাবাবু কোথায়?

জয়ন্তী। এই মাত্র বেবিয়ে গেলেন—

শঙ্কর। এলে ড্রানিয়ে দিও যে যে ভাব উনি আমায় দিয়েছিলেন সেটা আমার পক্ষে—

জয়ন্তী। —“বহন করা অসম্ভব” —এই ত’ বিবৃতি, কাবণ জিজ্ঞেস করলে কী বলবো?

শঙ্কর। যা গুসী একটা বোলো।

জয়ন্তী। তা কেন? বলবো, শঙ্করদা খুব ব্যস্ত হয়ে ‘ভেঁচে ত’ নতুন intelligent ছ’ড়াবে নিয়ে। বী বল? Intelligent বলবো না clever বলবো? বল না, ‘হবদা’ জানো ত’ ইংবিজীতে ববাববই আমি বাচা।

শঙ্কর। কিসে তুমি পাকা?

অজয়। (হাসিয়া জয়ন্তীর দিকে চাহিয়া) শুধু কথাই। তাই ভাবছি শঙ্করবাবু আপনি যেখানে fail করেছেন আমি সেখানে venture করবো না। ওহো! আপনাকে এতক্ষণ বগাই হয় নি যে জয়ন্তী subject change ববছে...

(শঙ্কর জয়ন্তীর দিকে চায়)

জয়ন্তী। এম, এটা বাঙলাতেই দেবো ভাবছি, শঙ্করদা। মামাবেণ্ড তাই বলোছি—

শঙ্কর। (উঠিয়া) Then I can go with a clean conscience ..

জয়ন্তী। শঙ্করনা রাগ করলে ?

শঙ্কর। না। (অজয়কে) Wish you the best of luck,

অজয়বাবু—

অজয়। Thank you !

শঙ্কর। আচ্ছা, নমস্কার।

জয়ন্তী। কবে আসছো ?

শঙ্কর। বলতে পারছি না। পরীক্ষার বেশী দেবী নেই।

জয়ন্তী। পরীক্ষার পর কিন্তু নিশ্চয় এসো—

অজয়। আমরা ততদিনে গোপালপুত্র থেকে কিংবা আসবো—

শঙ্কর। গোপালপুত্র !

অজয়। (হাসিয়া) গোপালপুত্র-অন-না'। জয়ন্তী যাচ্ছে আমার

সঙ্গে—

শঙ্কর। ওঃ।

( শঙ্কর চলিয়া যায় )

## দ্বিতীয় দৃশ্য

রিনি সেনের বাসা। রাত ন টা।

[ ছোট একটি ঘর। চাবিদিহীন দারিদ্র্যের চিহ্ন। ঘরে একটি হারিকেনের আলো জ্বলিতেছে। একটি তক্তাপোষের উপর অত্যন্ত একটি ময়লা বিছানায় শুইয়াছিল রিনির গ্রামসম্পর্কের দাদা নরেশ। নরেশ অসুস্থ। বয়স ৩০/৩২। চেহারা দেখিলেই লোকটির স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। দারিদ্র্য ও শরীরের উপর অত্যাচারই এই অসুস্থতার কারণ ]

নরেশ। (মুড়ি দিয়া শুইয়াছিল। সেই অবস্থায়) মিনি! এই মিনি!  
(কেহ সাড়া দেয় না। উঠিয়া বসিয়া)—মিনি, এক গ্লাস জল দে! (সাড়া  
নাই) মিনি!...ওঃ! এখনও ফেরে নি! আজও এত দেবী!...  
আচ্ছা।

(নিজে উঠিয়া ঘরের কোণে রক্ষিত কুঁজা হইতে জল লইয়া খানিকটা  
খাইয়াছে এমন সময় প্রবেশ করে মিনি। অর্থাৎ রিনি সেন। কাঁধে  
Side-bag, ক্লাস্ত চেহারা)

(মিনিকে দেখিয়া) এই যে, রাজরানী এলেন!

মিনি। (কণ্ঠে বিরক্তির স্বর) কী হয়েছে কী?

নরেশ। বাড়ীতে যে একটা রুগী পড়ে আছে সে কথাটা মনে থাকে  
না?

রিনি। (ব্যাগ বাখিতে বাখিতে) নিজে ইচ্ছে কবে যে বোগ  
ডেকে আনবে তাকে দেখার জন্তে রোজ রোজ কে বাড়ীতে বসে  
থাকবে?

নরেশ। আমি ইচ্ছে করে রোগ ডেকে এনেছি?

বিনি। তা নয় ত' কী? ছাউ-পাশ কতকগুলো এখানে সেখানে  
খেয়ে বেড়ালে আর তার সঙ্গে খানিকটা সস্তার দিলী মদ গিললে রোগে  
ধববে না?

নরেশ। মুখের ওপর কথা বলার সাহস হয়েছে আজকাল।

রিনি। মাস্তুল চিরকাল চুপ কবে থাকতে পাবে না। চোখ  
ফুটলেই কথা বলে—

নরেশ। বটে! চোখ ফুটেছে! ফুটতো কোথা থেকে যদি এই  
নরেশদা সেদিন গুণ্ডার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে রানাঘাট  
রেলকুলীর বস্তিতে লুকিয়ে না রাখতো!

রিনি। (প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্ত) নরেশদা!

নরেশ। ( বলিয়া চলে ) বাপ-মা, ভাই, সবাই ত' গেছে গুণ্ডার হাতে ! থাকতো কোথায় এতদিন মীনাঙ্কী সেন ?

রিনি। নরেশদা !

নরেশ। আজ রিনি সেন সেজে নাচের স্কুলে মাস্টারী করে বড় তেজ হয়েছে ! বড় বড় কথা শোনাতে লজ্জা করে না ? ( উত্তেজনায ঠাফাইতে থাকে )

রিনি। তোমায় পায়ে পড়ি নরেশদা ! তুমি চুপ কর ! পুরোনো দিনেব সে সব কথা আব মনে করিয়ে দিও না ।

নরেশ। কেন ? আজ একবার ভাল করে চোখটা ফুটিয়ে দি !  
! রানাঘাট থেকে ব্যারাকপুর পথস্থ লোক্যাল ট্রেনে, পায়ে ঘুঙুব আর মাথায় কাগজের রঙীন টুপি পরে, দাঁতের মাজন আর পচা ঘা' এর মলম বিক্রী করে রাত এগারটায় শেষ ট্রেনে ছুটী টাকা পকেটে নিয়ে ফিবেছি। সেই টাকায় খাইয়েছি, পবিয়েছি, মিশনারীদের ফ্রীস্কুলে হাতে পায়ে ধবে ভতি কবে দিয়েছি ! মনে নেই ?

বিনি। সব মনে আছে নরেশদা ! কিন্তু তুমি অমন করে বোলো না !

নরেশ। নিজে অর্ধেক দিন না খেয়ে, কোনদিন বা আধপেটা খেয়ে, পাড়াব সম্পর্কে কে এক খুঁড়ো—তাব মেয়েকে খাইয়েছি ! তারপব কোলকাতায় নিয়ে এসে সমাজে মেশার স্রযোগ করে দিবেছি ! তাই আজ মীনাঙ্কী সেন হয়েছেন রিনি সেন ! তাই আজ বড় বড় কথা ! আমি ছাই পাশ গিলি। আমি সস্তার মদ খাই ! বেশ করি খাই ।

রিনি। নরেশদা, কেন তুমি কোলকাতায় এলে ? কোলকাতায় এসে ঐ সব বদলোক গুলোর সঙ্গে না মিশলে তোমায় ত' আজ এ অবস্থা হোতো না ! ট্রেনে ট্রেনে মাজন আর মালিশ বিক্রী করে তুমি সামান্য ষা পেতে সেই ত' ভাল ছিল !

নবেশ । না । চোখের সামনে সবাই মুঠো মুঠো টাকা লুটবে, ভাল কবে বাঁচবে...আব আমি থাকবো আবেপেটা থেয়ে, ছেঁড়া কাপড় পবে, পায়ে ছেঁড়া চটা দিয়ে—

বিনি । ভালভাবে বোজগাবের চেষ্টা না কবে কেন তুমি মিশলে ঐ জুয়াব আড্ডায় ? কেন তুমি বোজ বাদে ঐ বদমাস্ জোচোবগুলোব সঙ্গে ঘুবে বেড়াও ?

নবেশ । সহজে ভাডাতাডি বেশী টাকা বোজগাব কববো বলে । যাবা বাবাব পয়সায় কাপেনী কবে...যাবা লোক ঠকিয়ে টাব । কামিয়ে বডমাগুয়ী কবে . যাদের অনেক টাকা...তাদের নিয়ে আসি জুয়াব আড্ডায় । বেশ ববি । তাদের মদ দি । মেয়েমানুষ দি । বেশ কবি ।

( বালিশের নীচে হুইতে একটি দেশী মদেণ বোতল বাহিব কবিয়া  
মুখে ঢালে )

বিনি । ( ছুটিয়া গিয়া হাত ধবে ) ও কী কবছ নবেশদা । গেয়ো না । থেয়ো না ।

নবেশ । ( হাত সরাইয়া দিবাব চেষ্টা ) চেডে দে ।

বিনি । দোহাই তোমাব নবেশ দা । এই অস্থখের ওপর ঐ বিষ আব গিল না—

নবেশ । বিষ...কে বলে বিষ ? এই আমাব অমৃত ।...আমাব বন্ধু ।

কে ? ( দরজায় কড়া নাড়াব শব্দ )

( পুনবায় ওই শব্দ । বিনি দবজা খুলিয়া দেয় । প্রবেশ কবে শঙ্কব )

বিনি । ( বিস্মিত ) শঙ্কবদা ।...

শঙ্কব । ( অপ্রস্তুত ) তুমি ড'দিন পডতে আস নি । তাই স্থল থেকে তোমাব ঠিকানা নিয়ে খোঁজ কবতে এসেছিলাম—

নরেশ। ( বিজ্রপ ) মাস্টার মশাই! “ও আমার মাস্টার মশাই, এসো তোমায় হৃদে বসাই!”—সেই মাস্টার বুঝি!

রিনি। নরেশদা! একেবারে গোলায় গেছ।

নরেশ। ( উঠিয়া ) তা মাস্টার মশাই! এত রাস্তিরে ছাত্রীর সঙ্গে কী দরকার? ( মদ খায় )

রিনি। ( শঙ্করকে চলিয়া যাউতে ইসারা কবে ) শঙ্করদা!

নরেশ। ( বিজ্রপ ) বা! শঙ্করদা! মাস্টার দা’ হয়ে গেছে! তবে আর কী? ( শঙ্করকে ) দা’!...এবাব তাহলে ( রিনিকে দেখাইয়া ) কাটো!

( শঙ্কর নিকরাক )

রিনি। শঙ্করদা! তুমি যাও! তুমি যাও!

নরেশ। না না! ‘দা’ তুমি যেয়ো না!...দা’ দিখে ত’ কাটে! তাই না মাস্টার? ( হাসে )...তুমিও কাটো! আগে কেটে তারপর কেটে গড়। আমিও এবার কেটে পড়ি—

( যাউতে উত্তত )

রিনি। এ অবস্থায় কোথায় যাচ্ছ, নরেশদা?

নরেশ। আমিও কাটতে যাচ্ছি! রোজ যেমন যাই! ( পকেট হইতে ব্রেড বাহির করিয়া ) বড়লোকের পকেট কাটতে যাচ্ছি! কটা বাজলো মাস্টার?

শঙ্কর। ( বিরক্তির সহিত ) দশটা।

নরেশ। তাহলে আমাবও সময় হয়েছে! ( ব্রেড দেখাইয়া ) এই দেখ! দেখেছ? তোনার পকেটে কত আছে, মাস্টার—?

( নরেশ শঙ্করের পকেট দেখিতে যায়। শঙ্কর বাঁকুনি দেয়। নরেশ ছিটকাইয়া পড়ে )

শঙ্কর। Nonsense!



নবেশ। ( শঙ্কবেব ঝাঁকুনিতে পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া ) কী !...  
অপমান ! যিনি, তোর শঙ্করদা আমাষ অপমান কল্লে ! এবাব আমি  
টেঁচিয়ে লোকজুড় কবি !

বিনি। ( ভয় পাইয়া ) নবেশ'দা !

নবেশ। সবাইকে ডেকে বলি যে এই শালা ( শঙ্কবেব জামার  
কলাব ধবিয়া ) আমাব বোনের পেছু নিয়ে আমাদেব ঘবে ঢুবেছে !  
মতলব খাবাপ ! চোঁচাই...

( শঙ্কব হতবাক্ )

বিনি। নবেশদা এ তুমি কী কবছ ! এমনি কবে তুমি আমাব  
সর্বনাশ কবতে যাচ্ছ ।

নবেশ। ( তিরু বিদ্রপেব হাসি ) মবে বসেই কিছু মোটা নোজগাব  
হবে বে ।

বিনি। নবেশদা ! তোমাব পাস পডি ! ( নবেশেব পা ভুটাইয়া  
ধবে )

নবেশ। পাষে পড্‌ছিস !...আচ্ছা ষা...ছেড়ে দিলুম। তোব  
জন্তেই ছেড়ে দিলুম। ( শঙ্কবে চাড়িয়া দিয়া ) তবে বলে দিচ্ছি  
মাস্টাব, থাবদাব। বেইমানি কোবো না !...মেয়েটা বড ভাল নে,  
মাস্টাব। মেয়েটা বড ভাল। বেইমানি কোবো না, থাবদাব !

( বোতল পকেটে পুবিয়া বাহিব হইয়া যায় )

( কিছুক্ষণ শঙ্কব ও বিনি দুজনেই চুপচাপ। শেষে শঙ্কব ডাকিল )

শঙ্কব। বিনি।

বিনি। ( কানায় ফাটিয়া পড়িয়া ) শঙ্কবদা ! কেন তুমি এখানে এলে ?  
শঙ্কব। আমি জানতুম না—

বিনি। সেই ত ভাল ছিল। জেনে তোমাব কী লাভ হোলো ?  
কী লাভ হোলো আমাব ?

শঙ্কর । তোমাব কী লাভ হোলো জানি না । কিন্তু আমার হয়েছে—

বিণি । কী ?

শঙ্কর । সত্যেব সঙ্গে পরিচয় । অর্থনীতিব বই শুধু এতদিন পড়েছি । আজ চোখে দেখলুম ।

বিণি । শঙ্করদা ।

শঙ্কর । বাইবে থেকে ত' সব কথা, সব সময় জানা যায় না । চোখের সামনে ক' মেয়েকে কত ভাবে দেখেছ । বিশ্ব তাব পেছনে যে কীথাও কোথাও এই ইতিহাস লুকিয়ে আছে তা এ' কোনোদিন কল্পনাও কবতে পাষি নি ।

বিণি । কতটুকুই বা তুমি দেখলে শঙ্করদা ? আবও দেখতে চাও ? যাবে তুমি আমার সঙ্গে ? আমার গ্রামও অনেক বন্ধু আছে... বাইবে ঠিক আমারই মত হাসে, গায়, গল্প বলে নাচে, অভিনয় কবে... হয়ত' ফেউ কেউ সামান্য কাজও করে । দেখলে কল্পনাও কবতে পারবে না যে তাদের জীবন কী করণ । এ' নিঃসঙ্গ গোছেড়ীর হাহাকাবকে টুটি দিগে নাববে বলে তাবা হাস...ছোব বলে হাসে । এমনি কবে খিলাখিলা কবে হাসে ।

( বলিতে বলিতে বিণি নিচ্ছে পাগালব . . . হ সিয়া উঠে । শঙ্কর ভয় পায় )

শঙ্কর । ( বিণিব কাছে গিয়া—তাহার ধরিয়৷ ) বিণি ! বিণি ! কী হোলো তোমাব ?

বিণি । ( সম্মত হইয়া ) কিছু হয় নি ত' ।

শঙ্কর । তোমাব চোখে জল ।

বিণি । না না । আমি ত' হাসিনি । আমি হেসে দেখাচ্ছিলুম ওরা কী করে হাসে ! আমি কী করে হাসি ।

শঙ্কর। কী করে তুমি হাসতে পাব, রিগি!

রিগি। কষ্ট হয় শঙ্করদা! হাসতে কষ্ট হয়! কিছুতে হাসি আসে না। তবু হাসতে হয়—

শঙ্কর। সে কী?

রিগি। হ্যাঁ। হাসতে হয় শুধু নিজেকে টুকিয়ে রাখার জন্তে... সমাজে মেশাবাব জন্তে! আমাব কান্না ত' কেউ শুনবে না শঙ্করদা! আমার কান্না, সে শুধু আমাবই...সে আমার গভীর রাতেব সাথী। শঙ্কর। রিগি।

রিগি। শঙ্কর দা, হয় ত' আজ বাতে স্বপ্ন দেখবো বুড়ো বাবাকে! ছোট একটি গ্রামের পোষ্ট মাষ্টাব! বিটায়ার করেছেন—সামান্স পেনসেন পান। রাত ন'টা। বাবা থেতে বসেছেন। মা পাশে বসে। আমিও আছি। দাদা পড়ছে পাশের ঘরে। ছোট বোনটা ঘুমিয়ে পড়েছে। আমাবস্তাব বাত। চারিদিক অন্ধকাব! হঠাৎ হৈ হৈ কবে ক'জন ঢুকে পড়লো আমাদেব বাড়ীতে! হাবিকেনের আলোতে দেখলুম এই গ্রামেবই লোক। নদীব ওপাবে থাকে। ছোট বোনটাকে একজন বিছানা থেকে তুলে নিয়ে পালালো। একজন ছুটে এলো আমাব দিকে...বাধা দিতে গিয়ে বাবাব মাথা ফাটলো। দাদা ছুটে আসতে একজন একটা ছুরি বসিয়ে দিলে তার বুকে। মা'ব কী হোলো জানি না। ঐ নবেশদা ছুটে এসে আমায় ছিনিষে নিলে সেই লোকটাব হাত থেকে। অন্ধকাবে নদী পেরিয়ে নবেশদা আমায় নিয়ে ছুটলো! তারপব আর জানি না! যখন আমাব জ্ঞান ফিবে এলো তখন আমাব আব কেউ নেই কিছু নেই! পাশে বসে শুধু ঐ নবেশদা! যাকে আজ দেখলে মাতাল, দুশ্চবিত্ত, জুয়ার আড্ডার দালাল।

শঙ্কর। বিগি, তুমি চুপ কর

রিণি। শঙ্করদা, কেন তুমি এলে? কাল সকালে আমি যে তোমাব কাছে মুখ দেখাতে পারবো না!

শঙ্কর। কেন পারবে না, রিণি?

রিণি। কেমন করে পারবো, শঙ্করদা? তুমি যে আমার সব সত্যি জেনে ফেললে, শঙ্করদা! আমি যে মিথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলাম! যেমন আছে আজ অনেক বেবা, শিপ্রা, মালবিকার দল! সে মুখোসটা যে আজ খুলে গেল! কাল তুমি আমায় ঘণা করবে, শঙ্করদা! আর ত' তুমি আমায় পড়াবে না! অথচ আমার স্বপ্ন ছিল কোনো রকমে বি, এ টা পাশ করে নিজের পায়ে দাড়াবো...আব পারি ত' নরেশদা'কে ও পথ থেকে ফেরাব—

শঙ্কর। নরেশদা'কে ফেরাতে পারবে কি না জানি না! সে ভার তোমার! তবে তোমাব ভার আজ থেকে আমিই নিলুম!

রিণি। (অভিভূত) এই সব দেখার পরেও!

শঙ্কর। দেখলুম বলেই নিতে হোলো! ন' দেখলে, না জানলে, হয় ত' নেওয়া হতো না।

রিণি। শঙ্করদা!

(শঙ্করের পায়েব ধূলা লয়। শঙ্কর তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া কাছে টানিয়া লয়)

## তৃতীয় দৃশ্য

গণেশ টিউটোরিয়ল হোম। অপবাহু ৫টা।

[ অফিসখরের দেওয়ালে 'নোটিশ' টাঙানো। আজ 'হোম' বন্ধ। প্রবেশ করে সমীরণ। সমীরণের হাতে সিগারেট। সিগারেট টানিতে টানিতে কাগজ পত্রের মধ্যে সমীরণ নোটিশ খোঁজে। না পাইয়া— ]

সমীৰণ। কই বাবা! কোথায় ছুটির নোটিশ! (দেওয়ালে দেখিয়া) ঐ যে! ছালে লটকানো! (পড়ে) Ganesh Tutorial Home remains closed to-day!

(প্রবেশ করে মাধবী)

মাধবী। (গণেশ প্রণামের পব) ছুটিব নোটিশটা কোথায়?  
বেয়ারা বলে এখানে আছে—

সমীৰণ। (দেওয়ালেব নোটিশ দেখাইয়া) ঐ যে!

(মাধবী দেখিয়া ফিবিতেছিল)

সমীৰণ। বাড়ী চলে না কী?

মাধবী। (ক্লান্তভাবে) হ্যা—

সমীৰণ। সাড়ে পাঁচটায় বাড়ী ফিবে কী হবে?

(মাধবী অবাক হইয়া সমীৰণের দিকে চায়)

ক্লাস হলে 'সাড়ে আটটা অবরি থাকতে হোলে, বাড়ী ফিবতে ন'টা।

মাধবী। তাই বলে কী এইখানে বসে আড্ডা দিতে হবে না কি?

সমীৰণ। এখানে কেন? (হাসিয়া) চলনা সিনেমায় যাওয়া হকি—  
একটা ভাল ফিল্ম ৩ বি এসে—দাপকুমার আব গয়লাবাড়। অপূর্ণ ছবি হয়েছে

মাধবী। ফিল্ম ছবি আমি দেখি না।

সমীৰণ। তাহলে বাঙলা

মাধবী। কোনা ছবিই আ'ম দেখ না।

সমীৰণ। তাহলে কফি শাউস।

মাধবী। যাই না।

সমীৰণ। সিনেমা দেখ না, কফি শাউস যাও না, আড্ডা নাও না।

তবু ফেল ! খুব চেষ্টা করে ফেল করতে হয়েছে বল !—যাক্ গে ! তার চেয়ে চল একটু লোক বেড়িয়ে ফেরা যাক —

মাধবী । তার জগ্রে অত্র মেয়ের সন্ধান করলে ভাল হয়—

( হন্থন্থ কপিয়া চাণিয়া যায় )

সমীরণ । আচ্ছা !!

( প্রবেশ করে যত্নগোপাল । গণেশ প্রণাম করিয়া

ফিণিয়া দেখে সমীরণকে )

সমীরণ । নমস্কার, স্ত্র ।

যত্ন । অকস্মরে কী কচ্ছ ?

সমীরণ । নোটিশ দেখতে এসেছিলুম ।

যত্ন । আজ ক্লাস হবে না । বাগের দ' নোটিশ দেওয়া হয়েছে ।

সমীরণ । এবার থেকে কবে ক্লাস হবে সেই নোটিশটা দেবেন

স্ত্র !

যত্ন । হ্যাঁচ্ছা ! ( হাঁচিল ) ...তাই দেব !

সমীরণ । ( হাসিয়া ) তাহলে আর বেশী নোটিশ দিতে হবে না—

যত্ন । ( হাঁচি শু বুঝিতে পারিয়া ) ফাজিল ছেলে কোথাকার !

পড়ে ত' উঠে যাচ্ছে ! একদিন ক্লাস না হলেই দোব ।

সমীরণ । আজ কী জগ্রে বন্ধ, স্ত্র !

যত্ন । মিটিং আছে ।

সমীরণ । কিসের মিটিং, স্ত্র ? মাইনে বাড়াবার ?

যত্ন । ( চটিয়া ) না । তোমাদের ভাবস্বত্ব সংক্ষেপে আলোচনা—

সমীরণ । ( কাধ ফুটকাইয়া ) আমাদের ভবিষ্যৎ !!

( হাসিতে হাসিতে বাহির হওয়া যায় )

( কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করে সনাতন ও ভোমাজুন )

সনাতন । দোষ মশাই আপনার ।

যহ। (অভ্যর্থনা করিয়া) আহ্নন, সনাতন বাবু আহ্নন! ভীম বাবু, নমস্কার—

ভীম। (প্রতিনমস্কারের পর বসিতে বসিতে) আমি কি করলুম?

সনাতন। আপনিই ত' মেয়েমানুষের চোখে এক ফোটা জল দেখে গলে গেলেন!

যহ। কথাগুলো আমার বেশ মনে আছে—“অলকাদেবী! আপনি স্বর্গের অলকানন্দার মতই”—হ্যাঁ, ছো! (হাঁচিল)

ভীম। স্বর্গের অলকানন্দার মত ‘হ্যাঁ, ছো’ নয়, ‘স্বচ্ছ’ বলেছিলুম। তাতে কী হয়েছে?

যহ। কী হয়েছে এখন বুঝেন ত'?

ভীম। কিছুই বুঝি না।

যহ। কোথা থেকে বুঝবেন? শরীর চর্চা কবেই জীবন কাটালেন! মাথার চর্চা ত' কবলেন না। ৩৬ বছর শুধু মাথা চালিয়েছি—

ভীম। চালিয়ে সেখানে সর্দি জমিয়েছেন। বুদ্ধি কোথা?

যহ। আপনার চেয়ে বেশী আছে। এটুকু জানি যে, ‘বিশ্বাস নৈব কর্তব্য স্ত্রীযু রাজকূলেষু চ’—

ভীম। আপনারা অলকাদেবীকে মিথ্যে সন্দেহ করছেন! আর ক'টা দিন দেখুন! উনি নিশ্চয় কাজ বাগিয়ে আসবেন।

যহ। বাগ্‌বাবু! উনি নিজের কাজ ঠিকই বাগাবেন। আপনি, আমি “যে তিমিরে সেই তিমিরে!”

সনাতন। সত্যি! কুবের মল্লিককে হাত করতে সেই যে তুমি গানের মাষ্টার হয়ে ঢুকলে তার অন্তরে, ব্যস! আর কোনো উদ্দেশ নেই!

ভীম। কিন্তু কাজটাও ত' সোজা নয়, হাতী বাবু। আর সিংহাইমশাই, এ আপনার ঘরে বসে লাল নীল পেন্সিল দিয়ে ছেলে কাটা নয়, যে দিনে পঞ্চাশটা কাটা যাবে! কুবের মল্লিককে ঘায়েল করতে সময় লাগে—

সনাতন । কিন্তু কত সময় ?

ভীম । আপনাবা বাস্তব হবেন না । আমাব মন বলছে অলকানন্দা দেবী আসবেন ।

যহু । আসতে পারেন । কিন্তু তখন আমি হয়ত' থাকবো না ।  
ঐ বামাচরণই আনায়—হ্যাঁছে । ( ঠাঁচিল )

ভীম । যদি না সন্ধিতে তাব আগে...

( দবজার কাছে অলকানন্দা )

( একগাল হাসিয়া ) ঐ ত' । ঐ দেখুন । বে এসেছে ।

অলকা । ( সহাস্তে ) নমস্কাব ।

যহু । ( এক গাল হাসিয়া ) আসুন । আসুন । • এই মাত্র বলছিলাম  
সনাতন । ( মুখেব কথা কাড়িয়া লহয়া ) • যে ব্যস্ত হওয়াব দবকাব  
নই । অলকানন্দা দেবী এলেন বলে ।

ভীম । ( বিস্মিত ) নাঃ । • বেশ আছেন সব...

যহু । ( বাপা দিবাব জন্ত হঠাৎ )—হ্যাঁছে । ( ঠাঁচিল )

অলকা । ওমা । আপনাব সদি এখনও সারে নি ।

ভীম । ও সাববাব সদি নয় । ( অলকাকে ) আপনি সবে আসুন !

( অলকা সবিয়া আসে )

সনাতন । ( অলকানন্দাকে )—কুবের-বিজয় পালা কতদূব, তাই  
বলুন এবাব—

অলকা । ( স্মিতহাস্তে ) স্কব হয়েছে । তবে শেষ হতে একটু  
সময় লাগবে— । ( ভানিটা বাগ হইতে এক তাড়া নোট বাহিব  
কবিয়া )

আপাততঃ এই ৩০০—

( টেবিলেব উপব বাখে । যহু তাড়াতাড়ি তুলিতে যায় ।

ভীম চট কবিয়া হাত চাপিয়া ধরে )



ভীম। উঠ। সেটা হচ্ছে না।—(অলকাকে) আপনি ভাগ কবে দিন, অলকাদেবী।

অলকা। (হাসিয়া) আমি। আচ্ছা। এই মিন ১০০ টাকা করে তিনজনে। আশাব তিনমাসের টুইশন ফী।...যা পেয়েছি সবটাই আপনাদের হাতে তুলে দিলুম।

ভীম। নিজের জন্তে কিছুই রাখলেন ন?

অলকা। সে পবে হবে।

যত্ন। (টাকা গুনিতে গুনিতে) আপনার মত মহীয়সী নাবীর জন্তেই বাংলাদেশ এতদিন অপেক্ষা করছিল।

ভীম। মাষ্টারী কবে বেশত' বলতে শিখেছেন, সিংহীমশাই। (দীর্ঘশ্বাস) আমি কিছু বলতে পাবলুম না বলেত'.. (অলকার দিকে ছলছল দৃষ্টিতে চায়।)

সনাতন। (টাকা গুনিতে গুনিতে) ফাষ্ট বাউণ্ডেই একশ কবে মন্দ কী দাদা?

(যত্না দিকে চায়)

অলকা। আমাকে আপনার। আর তিনটে মাস সময় দিন। তাব মধ্যেই আশা করছি বুবেব নল্লিক আমার ..

যত্ন। হাতে এসে পড়বে। ইচ্ছা। (হাঁচি।)

(ব্যস্তভাবে পবেণ কবে গজানন। হাঁচির শব্দে চমকিত হওয়া গাত।)  
গজা। এই মবেছে, চুকেতেই হাচ।

অলকা। (গজাননের এখানে দোখা। বিস্মি.) ওকী। গজানন।  
তুমি এখানে?

গজা। (ইকাহতে হাফাতে, অত্যন্ত ভা।তাডি) আপনাকে খুঁজতেই এসেছি গো, মাষ্টারমাণি।

অলকা। কেন? কী হয়েছে?

গজা। বলার সময় নেই! আপনি শীগগির চলুন!

অলকা। ( আরও বিস্মিত ) কোথায় যাবো?

গজা। আমাদের বাড়ীতে—

অলকা। কেন?

গজা। ( মাথা চাপড়াইয়া কান্দ কান্দভাবে ) আর কেন? বোধহয়  
এতক্ষণে...

অলকা। এতক্ষণে কী? কী হয়েছে? কি এলছো গজানন?

গজা। বলার আর কিছু নেই! এখন যা করার তাই করুন গো,  
মাষ্টারমামণি।

সনাতন। তুমি ত' দেখছি কুবের মল্লিকের বাড়ীর.. সেই চালাক  
চেতু—

গজা। ( শেষ করিতে না দিয়া ) আমি কে তা আমি জানি না!  
আপনারা কে তাও দেখতে পাচ্চি না। আমি চোখে দেখতে পাচ্চি না,  
কানে শুনেও পাচ্চি না! মাষ্টারমামণি, আপনাকেই শুধু একটু একটু  
দেখতে পাচ্চি—

অলকা। তুমি এখানে এলে কী করে?

গজা। আপনার হস্তুলে গিয়েছিলুম! তারা এখানে পাঠিয়ে দিলে  
—গণেশ মার্কী হস্তুলে! কই বাবা গণেশ! ( গণেশ খোঁজে ) জয় বাবা!  
( দেখিতে পায় ) সিদ্ধি দাও বাব! ( প্রণাম করে )

ভীম। লোকটা পাগল না কি?

গজা। হলেন ভাল ছিল গো, পালোয়ানবাবু! ( মিটিমিটি দেখিয়া )  
আপনি ত' সেই পালোয়ানবাবু?

ভীম। তবে যে বলে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কাউকে চিনতে  
পারছে না—

সনাতন । এখনও তাহলে চৈতন্ত আছে ! চোখে মুখে জ্বল দাও ।  
চোখে মুখে জ্বল দাও ।

গজা । আমারি নয় গো, কণ্ঠিবাবু !...আমার নয় ! বাবু  
মুখেচোখে জ্বল দিতে হবে ! আপনি শীগ্গির চলুন, মাষ্টারমামণি ।

অলকা । তোমার বাবু কী হয়েছে ?

গজা । বাবু আমার কেমন ঈকুপাকু করছে ! এতক্ষণে বোধহয়--

অলকা । ( অত্যন্ত ব্যস্ত ) তোমার বাবু অস্ত্র, গজানন !

গজা । ( কাঁদিয়া ) এখন এখন অবস্থা গো, মাষ্টারমামণি । গিয়ে  
দেখতে পাই কী না পাই । দোতাই আপনার । আব দেবী কববেন না ।  
আপনারা একটু বলুন না ঠিক । ( যত্ন কাড়ে গিয়া ) আপনি ত' সেই  
হাঁচিবাবু ! ( যত্ন হাঁচিল । গজানন লাফাইয়া সবিয়া যায ) এই মবেছে ।  
আবার হাঁচি !

যত্ন । ( অলকাকে ) আপনি যান গজাননের সঙ্গে...দেখুন কুবেব  
মল্লিকের কী হোলো—

ভীম । টেসে গেলে ত' আগাদেবই লোকসান ।

সনাতন । একশ'তেই খতম হয়ে যাবে । অলকাদেবী ! আপনি  
যান । আমবাও একটু পবে যাচ্ছি ।

অলকা । সেই ভাল । গজানন, একটা ট্যাক্সী । ( তাড়াতাড়ি ধটে )

গজা । চলুন, রাস্তায় ধবে নেব । তাড়াতাড়ি চলুন ।

( গজানন ও অনাব দবজার কাছে গিয়াছে এমন সময় )

যত্ন । হ্যাচ্ছে ! ( হাঁচিল )

গজা । আবার হাঁচি ! . এখন গিয়ে বাবুবে দেখতে পেলো বাঁচি ।

( অলকা ও গজানন দ্রুত বাহির হইয়া যায । যত্ন, সনাতন  
ও ভীম পবম্পবের দিকে চায় )

## চতুর্থ দৃশ্য

কুবেরের শোকার ঘর। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

[ কুবের ও অনন্ত। কুবের অর্ধশায়িত অবস্থায়—যেন delirium-গ্রস্ত।

পাশে অনন্ত ]

কুবের। ( শুইয়া শুইয়া ) অলকা ! অলকা ! আমি ঘর চাই... জ্বী  
চাই...বাঁচতে চাই। ( হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া ) না ভাই অন্ত ! আমি  
পারবো না।

অনন্ত। ( দৃঢ়স্ববে ) পারতেই হবে।

কুবের। না ভাই থাক। যদি এক কথা বলতে গিয়ে অন্য কথা  
বলে ফেলি !

অনন্ত। তাহলে পাখিপড়া করে ক'দিন ধরে তোমায় কী শেখালুম ?

কুবের। ( ভয়ে ভয়ে ) আটকের দিনটা থাকলে হতো না ! আর  
ছ'একদিন বিহাসাল দিয়ে নি।

অনন্ত। ওঁ' আর তার মধ্যে ভয়স্তী-অজয় ফিরে আসুক !

কুবের। তাও ত' বটে !...তাহলে আর একবার বলে দাও আমায়  
কী করতে হবে—

অনন্ত। (বিরক্ত) যা বলার সব বলে দিয়েছি, এখন আর বলার সময়  
নেই। গজানন চলে গেছে অলকানন্দাকে ডেকে আনতে তোমার খুব  
অস্থগ বলে—

কুবের। এঁয়া ! চলে গেছে !

অনন্ত। এখনই এলো বলে— ! তাড়াতাড়ি শুয়ে পড় !...শীগ্গির !

( বাহিবে ট্যান্ড্রী আসার শব্দ শোনা যায় )

এই রে ! এসে পড়েছে ! কুবের শীগ্গির শুয়ে পড় !

( কুবেরকে জোর করিয়া শোয়াইয়া দিয়া

অনন্ত বাতাস করিতে থাকে )

ଗଜା । ( ବାହାରି ହସିତେ ) ଆମି ଏସେଛି, ବାବୁ ।

ଅନନ୍ତ । କେ ? ଗଜାନନ ଏଲେ ?

( ପ୍ରବେଶ କରେ ଗଜାନନ । ପିଛରେ ଅଳକାନନ୍ଦା )

ଗଜା । ଆଜ୍ଞେ ଝା । ମାଷ୍ଟାବସାମଣିକେ ଓ ଧରେ ଏନେଛି ।

ଅନନ୍ତ । ଆପନି ଏସେଛେନ ଅଳକାନନ୍ଦା ଦେବୀ । ବାଟାଲେନ ।

ଅଳକା । ( ଉଦ୍‌ଘିଗ୍ନ ) କି ହସେଛେ, ଅନନ୍ତବାବୁ ?

ଅନନ୍ତ । ଆବ ବୀ ହସେଛେ । ( ବୁବେବକେ ଦେଖାଈୟା ) ଏହି ଦେଖୁନ ।  
ବହୁବ ଆମାବ କି ଅବହା ।

ଅଳକା । ( ବାତେ ଗିୟା ) କି ହସେଛେ ବୁବେବ ବାବୁ ?

( ଅନନ୍ତର ହାତ ହସିତେ ପାଖା ଲଈୟା ବାତାସ କରିତେ ଯାୟ )

ଅନନ୍ତ । ନା ନା ଆପନି ନୟ । ( ଗଜାନନଙ୍କେ ) ତୁଟି ଦାଢ଼ିୟେ କି  
ଦେଖାଛିସ ? ଏକଟି ବାତାସ କରତେ ପାସିନା ?

ଗଜା । ( କାଦ କାଦ ) ବକତେନ ନା ମାୟାବାବୁ, ବବବେନ ନା । ( ପାଖା  
ଲଈୟା ଜୋରେ ଜୋରେ ବାତାସ କରେ ) ଆମାତେ କି ଆବ ଆମି ଆଛି ଗୋ,  
ବାବୁ ? ଆମାବ ଦେବ ନାବ ମନୁ ରନିବ ଗୋ, ମାଷ୍ଟାବସାମଣି । ଆପନି ପାଖାଟା  
ଏକଟି ଧକନ ତ' ( ଅଳକାଙ୍କେ ପାଖା ଦେଖ ) ଆମି ଜଳ ନିୟେ ଆସି । ( ଡ଼ିଠିୟା  
ଜଳ ଆନିତେ ଆନିଲେ ) ବସେ ଥେକେ ଏବ କୈଣା ଜଳ ଅବବି ବାବୁ ଥାୟ ନି  
ଗା ।

( ବସିତେ ବସିତେ ଅଳକାଙ୍କେ ହାସ ଦିୟା ପାଖା ନେବ )

ଅନନ୍ତ । ଗଜା । ତୁଟି ଏକଟି ଥାମ ଦିବିନ ।

ଗଜା । କା ବସେ ଆମି ଥାମି ଗୋ ମାୟାବାବୁ ? ଆମାବ ଏହିଥାନଟା ବେ  
( ବୁକ ଦେଖାଈୟା ) ଡିଢ଼ିକ ଡିଢ଼ିକ ମେବେ ଉଠିଛେ । ଡିଢ଼ିକ ଡିଢ଼ିକ ।

ଅଳକା । ତୁମି ସବ ତ' ଗଜାନନ । ଦେଖି ଏହି ଜଳଟୁକୁ ଥାଓସାତେ  
ପାରି କି ନା—

ଗଜା । ( ସରିୟା ଗିୟା ଆବଓ ଜୋରେ ଜୋରେ ପାଖା କରିତେ କରିତେ )

বাবু গো! চেয়ে দেখুন! মাষ্টারমামণি আপনাকে জল দিচ্ছে!  
( অলকাকে ) দিন! দিন! আপনি দিলে বাবু হাঁ কবতে পারে—

অলকা। কুবেরবাবু! এই ভলটুকু খেয়ে নিন ত'...

( কুবের এতক্ষণ ছটফট করিতেছিল। হঠাৎ স্থির হইয়া গেল )

কুবেরবাবু! জল!...জল খাবেন?

অনন্ত। ( মিষ্টিমুখে ) কুবের! কুবের! চেয়ে দেখ কে এসেছে!  
দেখ কে তোমায় নিজে হাতে জল দিচ্ছে!...দেখো! (কোনো সাজা নেই)  
দেখুন ত' কী মুগ্ধ! জয়ন্তী এখানে নেই। আপনিও ক'দিন আসেন নি!  
তারই মধ্যে এই কাণ্ড। তাও যদি গজা একটু আগে আমায় খবর দেয়—

গজা। আমি নীচু হয়ে গেবেছি গো, মানাবাবু? আয়নার সামনে  
দাঁড়িয়ে বাবু আপন মনে বিড়বিড় করে কী বলছে দেখে আমাদের ঠিকে  
বা লক্ষ্মীম'কে ভেঙ্গে চুপি চুপি দেখালুম! সে দেখে বললে, বাবুর কাঁধে  
অপদেবতা ভব করেছে! অঙ্ক বাবুকে বলিস একটা মাটলি দিতে!  
তাই আমি আপনার পথ চেয়ে ছিলাম! বাবুকে একলা ফেলে যাই  
কী করে? আমি কী জানি যে দেখতে দেখতে এমন বেড়ে যাবে!  
বাপরে বাপ! অপদেবতাটার কী ভয়ানক জোর গো, মাষ্টার  
মামণি।

( বাপিতে বসিতে গজানন ভিতরে যায় )

অলকা। ( জলের ঘাস রাখিয়া ) অস্থখটা কী, অনন্তবাবু?

অনন্ত। হাট!...হাটে আক্রমণ!

অলকা। করোনারী?

অনন্ত। না।

অলকা। তবে?

অনন্ত। বরনারী!—

অলকা। কী বলেন?

অনন্ত। বরনারী—

অলকা। থ্রুস্টোমিস?

অনন্ত। না। ক্র্যাম্পোসিস্—

অলকা। বরনারী ক্র্যাম্পোসিস। (অনন্ত সজোরে ঘাড় নাড়ে)

এ রোগের নাম ত' আগে শুনি নি—

অনন্ত। কী করে শুনবেন? এ বোগ নতুন বেবিয়েছে!

অলকা। তাই বুঝি?

অনন্ত। আব চারধাবে খুব হচ্ছে।

অলকা। এর injection বেরোয় নি?

অনন্ত। না, এখনও বেরোয় নি।

অলকা। তবে ত' বড় ভাবনার কথা!

অনন্ত। ভাবনার কথা ত' বটেই! সেই জন্টেই ত' তাড়াতাড়ি আপনাকে ডেকে এনেছি। আপনি আব একবার চেষ্টা করুন ত' জলটা খাওয়াব।

অলকা। (ধাস লইয়া) কুবেবাবু! ...একবার ইঁা করুন ত'... জলটুকু খাইয়ে দি।

(কোনো সাড়া নেই)

অনন্ত। এবারও সাড়া পেলেন না? তাই ত'!

অলকা। অস্থখটা হোলো কী কবে, অনন্তবাবু?

অনন্ত। অলকানন্দা দেবী, এ রোগেব কারণ আপনি—

অলকা। (বিস্মিত) আমি।

(কুবেব মাঝে মাঝে 'অলকা' 'অলকা' করিতে

করিতে এপাশ ওপাশ করে)

কুবেব। (আচ্ছন্ন অবস্থায়) অলকা!

অনন্ত। ঐ শুন! আপনার জন্টেই কুবেবের এই অস্থখ!

অলকা । কী বলছেন অনন্তবাবু ! আমি শুঁকে এত ভাল... ( চোখে  
ক্ৰমাল দিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদে )

অনন্ত । সেই জন্তেই ত' heart attack ! বরনারী ক্যাম্পোসিস্ !

অলকা । তাতে কী হয় ?

কুবের । ( আচ্ছন্ন অবস্থায় ) অলকা ! অলকা !

অনন্ত । ঐ শুধুন আবার ! বুঝতে পারছেন কী হয় ?

অলকা । না ।

অনন্ত । একটা obsession হয়—

অলকা । সেটা কী ?

কুবের । ( আচ্ছন্ন অবস্থায় ) অলকা !

অনন্ত । আপনার ঐ নামটাই ষত নষ্টের গোড়া !

অলকা । আমার নামে কী হোলো, অনন্তবাবু ?

অনন্ত । তাতেই ত' হোলো দেখছি !

কুবের । অলকা ! অলকা !

অনন্ত । ঐ দেখুন থেকে থেকে কিরকম বিকারের কগীর মত  
'অলকা' 'অলকা' করে উঠছে ! ( অলকা ঘাড় নাড়ে )

অলকা । কেন বলুন ত ?

অনন্ত । আপনি মলকানন্দার 'নন্দা' বাদ দিয়ে শুধু 'অলকা' হয়েই  
ত' গুর সঙ্গে ভাব-সাব করেছেন ?

অলকা । ( ভয়ে ভয়ে ) ই্যা ।

অনন্ত । আর সেই সময়ে ওকে কী সব বলেছেন—

অলকা । কী বলেছি ?

অনন্ত । সব কথা কী আমি জানি ? মোদ্দা কথাটা এই যে কুবেরের  
মাধ্যম একটা fixed idea রয়েছে দেখতে পাচ্ছি যে আপনি শরৎ  
চাট্জোয় 'ষোড়শী'র অলকা, আর ও জীবানন্দ !



অলকা। এরা কারা অনন্তবাবু?

অনন্ত। সে পবে বলবো। এখন রুগীব ত' একটা ব্যবস্থা করতে হয়—

অলকা। বলুন, আমি কী কবতে পাবি?

অনন্ত। একটু অপেক্ষা করুন। ...মা'কে একবার জিজ্ঞেস করি—

অলকা। (বুঝিতে পাবে না) মা।

অনন্ত। (ধ্যানে বসাব উপক্রম কবিতে কবিতে) মা। আমাব তা'বা মা! তা'রা। তা'বা। (ধ্যানস্থ হয়)

(সেই সময় প্রবেশ কবে গজানন—তাহাব কাঁধে একটি নতুন গামছা, অনন্তকে ধ্যানস্থ দেখিয়া সেও চোখ বুজিয়া হাত জোড় কবিয়া দাঁড়াইয়া যায়। একটু পবে অনন্ত অলকাব দিকে স্থির দৃষ্টি বাখিয়া গম্ভীরকণ্ঠে) অলকাদেবী।

অলকা। (অনন্তব ঐ মূর্তি দেখিয়া) প্রভু।

অনন্ত। আপনি চান যে কুবেব সুস্থ হয়ে উঠুক?

অলকা। নিশ্চয়ই চাই--

অনন্ত। তাহলে যা'বলবো তাই কবে যাবেন—

অলকা। উনি তাহলে ভাল হয়ে উঠবেন ত?

অনন্ত। মা'ব ইচ্ছা। তা'রা তা'বা। (বলিতে বলিতে উঠিয়া কুবেবেব মাথায় হাত দিয়া মন্ত্র পড়ে। (ওঁ হ্রীং ক্রীং ইত্যাদি)।

(হঠাৎ গজানন চীৎকার কবিয়া ওঠে)

গজা। (লাফাইয়া উঠিয়া) টিকটিকি।

(সঙ্গে সঙ্গে কুবেব অলকাব হাত চাপিয়া ধবে ও চোঁচায়)

কুবেব। (চীৎকার কবিয়া) অলকা!...টিকটিকি!...আমায় বাঁচাও—

(অলকা বিব্রত)

অনন্ত। কুবের জল খাবে ?

( কুবের চোখ খুলিয়াছে। শূণ্য দৃষ্টিতে অলকার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। অলকার হাত কুবেরের হাতে )

অলকা। কুবের বাবু! জল দেব ? জল ?

কুবের। জল ! তলতল চলছিল কাঁদিয়ে গভীর জল

ওই দুটি স্বকোমল চরণ ঘিরে—

অলকা। ( বিস্মিত ও ভীত ) উনি কী বলছেন, অনন্তবাবু ?

অনন্ত। কুবের কবিতা বলছে ! গজানন, জল !

গজা। বাবুর মাথায় ঢালতে হবে ?

( তাডাতাড়ি জল আনে )

অনন্ত। ( জোরে ) না। আমি পান করবো। তোর বাবু কবিতা আওড়াচ্ছে !

( গজাননের হাত হইতে গ্লাস লইয়া তাডাতাড়ি পান করিতে গিয়া খানিকটা জল ফেলিয়া দেয়। গজানন গামছা দিয়া জল মুছাইয়া দিয়া সেটি নিজের কাঁধে রাখে )

অলকা। কুবেরবাবু! হাতটা ছাড়ুন !

( কুবের অলকার হাত ধরিয়াই থাকে। কথা নাই। শূণ্য দৃষ্টি )  
( বিরতভাবে ) অনন্তবাবু! বরনারীর attack-এ কী মাথার গোলমাল হয় ?

অনন্ত। Attack টা জোর হলে হয়—

অলকা। তখন বুঝি খুব জোরে হাত চেপে ধরে ! (অনন্ত ঘাড় নাড়ে)  
উঃ ! লাগছে। কুবেরবাবু, হাতটা ছেড়ে দিন—

কুবের। ( হাত না ছাড়িয়াই ) অলকা ! অলকা !

গজা। ( কাঁদ কাঁদ ) মাষ্টারমামণি, বাবু অমন ‘লকা’ ‘লকা’ করছে কেন ?

অলকা। অনন্তবাবু! ইনি এসব কী বলছেন?

অনন্ত। যা বলছে বলতে দিন! গ্যাসটা বেরিয়ে থাক!

কুবের। অলকা!

অলকা। (ঝুঁকিয়া) কী বলছেন?

কুবের। অলকা! আমি বাচতে চাই! আমি জ্বী চাই! সংসার চাই!

অলকা। (অনন্তকে) হাতটা কী আমি টেনে ছাড়িয়ে নেব?

অনন্ত। (জোরে মাথা নাড়িয়া) খবরদার ও কাজ করবেন না! যেই আপনি জোর করে হাত টানবেন সঙ্গে সঙ্গে ওর এমন 'ক্র্যাম্প' ধরবে যে তার 'শকে' ও পাগল হয়ে যাবে—

অলকা। (ভীত) পাগল হয়ে যাবে!

অনন্ত। আর না হয় একেবারে শেষ!

অলকা। শেষ!

অনন্ত। আর তার পরই 'কেস'!

অলকা। 'কেস' কী?

অনন্ত। পুলিশ কেস—! আপনি ওর মৃত্যুর জন্তে দায়ী!

অলকা। এঁয়া?

অনন্ত। হ্যাঁ।

অলকা। তাহলে আপনিই বলুন অনন্তবাবু, আমি এখন কী করবো—

অনন্ত। আপনাকে জীবানন্দের অলকা হতেই হবে।

অলকা। কী করে?

অনন্ত। কুবের যেই 'অলকা' বলে ডাকবে—

কুবের। অলকা!

অলকা। (অনন্তকে চাপা গলায়) ঐ ত' ডাকছে!

অনন্ত । ( চাপা গলায় ) আপনি এবার হুঁহাত দিয়ে গুর হাত  
ছুটো ধরে গুর কানে কানে মিষ্টি করে বলুন—“এই ত’ আমি—”

কুবের । অলকা !

অলকা । ( অনন্তর কথা মত ) এইত’ আমি !

( অনন্ত এই ফাঁকে চট করিয়া গজাননের কাঁধ হইতে নূতন  
গামছাখানা টানিয়া লইয়া কুবের-অলকার হাতের উপর চাপা  
দিয়া দেয় )

অলকা । ( বিস্মিত ) এ কী !

অনন্ত । ঠিক আছে ! হাত সরাবেন না । এইবার বলুন—

অলকা । ( বিস্মিত ) কী বলবো ?

অনন্ত । আমার সঙ্গে সঙ্গে বলুন—

যদেতদ্ভুদয়ং তব তদন্ত হৃদয়ং মম—

( অলকা বলে )

( কুবেরকে ) কুবের ! বাবা বল ত’ !...আমার সঙ্গে সঙ্গে বল—

যদিদং হৃদয়ং মম তদন্ত হৃদয়ং তব !

( কুবের বলে )

( এই মন্ত্র বলার মধ্যেই প্রবেশ করে জয়ন্তী । পিছনে অজয় )

জয়ন্তী । ( বিস্মিত ) এ কী ! মামা, তোমাদের হাতের ওপর  
গামছা চাপা কেন ?

( কুবের হাত টানিয়া লয় )

অনন্ত । ( গম্ভীর ) বিয়ের সময় দিতে হয় !

জয়ন্তী । বিয়ে ।

অনন্ত । হ্যাঁ ।

জয়ন্তী । কার বিয়ে ?

( অলকা লজ্জায় মাথা নীচু করে । কুবের উল্টাদিকে চায় )

অনন্ত । ( কৃত্রিম রাগ ) ঐ গজ্ঞাননের !

গজা । ( অভিমান ) বকছেন কেন মামাবাবু! আমার পাট ত' আমি ঠিক ঠিক বলেছি—যা যা বলে দিয়েছিলেন—

অনন্ত । একটু বেশী বেশী বলেছ ।

গজা । ( ভিতবে যাইতে যাইতে ) বকুনি খাওয়াব ববাত ।

( গজ্ঞানন চলিয়া যায় )

অনন্ত । ( জয়ন্তী-অজয়কে—অলকাকে দেখাইয়া ) দাঁড়িয়ে দেখছ কী ? যাও—মামীকে প্রণাম কব ।

জয়ন্তী । মামী ! ( কুবেবকে ) মামা ! ( অলকাকে দেখাইয়া ) মামী ?  
( কুবেব ঘাড় নাড়ে )

অজয় । মামী-মা ।

( ওবা প্রণাম করিতে যাইতেছে এমন সময় প্রবেশ কবে যত্ন, সনাতন, ভীম । ভীম আজ দাড়ি কামাইযাছে )

ভীম । ( মামী-মা শুনিয়া ) এঁয়া । তা'হলে হযে গেল ।

( অলকা মাথা নীচু কবে )

( যত্নর দিকে চাহিয়া ) হাঁচিব infection থেকে এতদিন বৃথাই বাঁচালুম ।

( একটি ট্যাবলেট খায় )

সনাতন । আর বৃথাই আসাব সময় সেলুনে দাড়িটা বামিয়ে এলে, দাদা ।

( দাড়িতে হাত দিয়া )

যত্ন । 'আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিষু হায়'—( হাঁচে )  
ই্যাচ্ছে ।

( প্রবেশ করে গজ্ঞানন । হাতে তুধের বাটী । হাঁচিব শব্দে  
খানিকটা তুধ পড়িয়া যায় )

গজা । বাবু । দুধ !

অনন্ত । ( গজাননের হাত হইতে লইয়া ) গজানন ওটা এবার !  
( অলকাকে দেয় )

( অলকা সলজ্জভাবে কুবেরের মুখে দুধের বাটি ধরে । কুবের  
সহাস্ত্রে অলকার দিকে চায় । ঠিক সেই সময়টিতে জয়ন্তী  
অলকার মাথায় ঘোমটা তুলিয়া দেয় )

গজা । বিধে হয়ে গেল ?

অনন্ত । আজ রিহাসাল হোলো । এর পর একদিন শাঁখ বাজিয়ে  
উলু দিয়ে হবে ।

( সকলে হাসিতে থাকে )

॥ যবনিকা ॥